চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 48 Tuesday, 17 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা ❋ ২ মাঘ, ১৪২৯, মঙ্গলবার, ১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

এবার ‘দুয়ারে এসএসকেএম’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দুয়ারে এসএসকেএম! ফেব্রুয়ারি থেকেই এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকেরা প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যাবেন। সোমবার এসএসকেএম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বার্তার পর এমনই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে পরিষেবা দিলে বিশেষ সুবিধাও মিলবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন এসএসকেএম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠান থেকেই প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে জুনিয়র চিকিৎসকদের বিশেষ তৎপর হওয়ার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই তিনি এসএসকেএম-এর জুনিয়র চিকিৎসকদের সপ্তাহে তিন-চারদিন প্রত্যন্ত এলাকায় পরিষেবা দেওয়ার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জুনিয়র চিকিৎসকেরা প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে পরিষেবা দিলে আলাদা সুবিধা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরই হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রত্যন্ত এলাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকেই এসএসকেএমের চিকিৎসকেরা প্রত্যন্ত এলাকায় পরিষেবা দিতে যাবেন। তবে শুধু এসএসকেএম নয়, এটা দিয়ে শুরু। পরে অন্য মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকেরাও প্রত্যন্ত এলাকার সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে শিবির করবেন বলে সূত্র মারফ জানা যাচ্ছে। গ্রামীণ হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে বহুবার রোগী রেফার করার অভিযোগ উঠেছে। পর্যাপ্ত হাসপাতাল পরিকাঠামো, চিকিৎসক না থাকার দরুণ গ্রামীণ হাসপাতালগুলি রোগী রেফার করতে বাধ্য হন বলে অভিযোগ। এর জন্য নতুন রেফার নীতি তৈরি করছে স্বাস্থ্য দফতর। গ্রাম বাংলার দিকে তাকিয়েই রেফার নীতি যে তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘এই মর্মে কমিটির তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।’’ এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে এসএসকেএম-এর জুনিয়র চিকিৎসকদের হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তাব বিশেষ চমকপ্রদ। পাশাপাশি চিকিৎসকেরা যাতে অর্থ উপার্জনের জন্য রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে চলে না যান, সেদিকেও বিশেষ নজর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মানিকের ২ লক্ষ টাকা জরিমানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৮ বছর পরও পরীক্ষার ফল জানায়নি পর্ষদ। এমনই অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক চাকরি প্রার্থী। সোমবার ছিল সেই মামলার শুনানি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সেই মামলায় জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রাক্তন বোর্ড সভাপতিকে। ১৫ দিনের মধ্যে জরিমানার টাকা দিতে হবে মানিককে। বর্তমানে জেলবন্দি রয়েছেন মানিক। জেলেই তাঁকে আদালতের নোটিস দেওয়া হবে। প্রাথমিকে নিয়োগে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই মানিককে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পরে কেন্দ্রীয় সংস্থার চার্জশিটে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এসেছে পলাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিকের বিরুদ্ধে। ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন মালারানি পাল নামে এক প্রার্থী। কিন্তু ওই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন কি না, তা পর্ষদ জানায়নি বলেই অভিযোগ। মামলকারীর বক্তব্য, টেটের ফল জানতে না পারায় ২০১৬ এবং ২০২০ সালের দু’টি পরীক্ষাতেও অংশ নিতে পারেননি তিনি। এর ফলে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন, পরীক্ষা দিয়ে ফল জানার অধিকার প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর রয়েছে। কিন্তু পর্ষদের শীর্ষপদে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর জন্যই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এরপরই মানিককে জরিমানা ধার্য করে আদালত। মানিক যেহেতু প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন, তাই সেখানে হাইকোর্টের কপি নিয়ে যাবেন মামলকারীর আইনজীবী। আগামী ৩০ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

নবান্নে সৌরভ, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ১৬ মিনিট রুদ্ধদ্বার বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সাক্ষাৎ। সোমবার দুপুরে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। প্রায় কুড়ি মিনিট সৌরভ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বৈঠক হয় বলে খবর। সূত্রের খবর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে এদিন আসার জন্য বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি সৌরভ নিজেই জানান। তবে ঠিক কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেই নিয়ে আলাদা করে বলতে চাননি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি জানান, ব্যক্তিগত কারণে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে সৌরভের বৈঠক হয়েছিল। তবে এদিনের বৈঠক বিষয় নিয়ে সরকারি ভাবে কিছুই জানা যায়নি। এর মধ্যে রাজনীতির কোনও রকম যোগ নেই বলেই খবর। তবে সূত্রের খবর, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি সিএবির স্টেডিয়ামের জন্য জমি সংক্রান্ত বিষয়ে কথা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে নতুন স্টেডিয়াম করার জন্য জমি কিনছে সিএবি। রাজারহাটে সেই জমি পাওয়ার কথা সিএবির। সেই জমি জায়গা চূড়ান্ত হয়েছে বলেই খবর। জমির কাগজপত্র হস্তান্তর হয়ে গেলেই স্টেডিয়াম তৈরির কাজে হাত দেবে সিএবি। গত বছর শেষদিকে বিসিসিআই সভাপতি পদ থেকে সৌরভকে সরিয়ে দেওয়ার সময় সোচ্চার হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌরভকে বিসিসিআই সভাপতি পদে রেখে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের পদে আইনত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সৌরভ বিসিসিআই সভাপতি পদে দ্বিতীয়বারের জন্য বসার সুযোগ পাননি। অতীতেও সৌরভের পাশে সব সময় দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌরভ নিজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের দিদি বলে অভিহিত করেন। বিভিন্ন সময় সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে সৌরভ জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি নিজের দিদি মনে করেন। চলতি মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে স্পেশাল মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন সৌরভ। সৌরভের জন্মদিনে একবার বেহালায় উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমিও মধ্যবিত্ত, তাই চাপটা বুঝি! সীতারমণ

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারিঃ তিনি নিজে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারে কতটা চাপ থাকে তিনি তা বোঝেন। এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। প্রতি বছরই বাজেট পেশের দিন যত এগিয়ে আসে, আশা-নিরাশার দোলাচলে থাকেন মধ্যবিত্তরা। বাজেটে নতুন করে করের বোঝা চাপবে কি না, নিত্য নৈমিত্তিক জিনিসের দাম বেড়ে সাংসারিক খরচ বাড়বে কি না, এসব নিয়েই চর্চা শুরু হয়। নতুন কিছু সুবিধা পাওয়ার আশায় অর্থমন্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে থাকেন মধ্যবিত্তরা। এই প্রসঙ্গেই কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যবিত্তের উপরে নতুন করে কোনও কর চাপায়নি। আরএসএস প্রভাবিত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন পাঞ্চজন্য আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন নির্মলা সীতারমণ। অর্থমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআই লিখেছে, ‘‘আমি নিজেও একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ হয়েছি। তাই আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের চাপ খুব ভাল ভাবে বুঝি। এখনও নিজেকে একজন মধ্যবিত্ত বলেই মনে করি আমি।’’ সীতারমণ মনে করিয়ে দিয়েছেন, বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় এমন কাউকেই কর দিতে হয় না। এই শ্রেণির মানুষের উপরে নতুন করে কোনও করও চাপায়নি সরকার। বরং অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ২৭টি শহরে মেট্রো রেল পরিষেবা তৈরি করছে। জীবনযাপনের মান উন্নত করতে একশোটি শহরকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। সীতারমণ আরও বলেন, ‘‘আমি মানুষের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে পারছি। সরকার মানুষের জন্য যথেষ্ট করছে এবং করতে থাকবেও।’’ অর্থমন্ত্রী আরও দাবি করেন, ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর বাজেটে মূলধনী খাতে খরচ বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি কৃষকদের আয় দ্বিগুন করতেও একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এবং কৃষকদের জন্য বিনামূল্যে একাধিক সুযোগ সুবিধা এবং প্রকল্প আনা হয়েছে। তবে সীতারমণ মনে করিয়ে দিয়েছেন, সরকারের আর্থিক অবস্থা কেমন, সেকথা মাথায় রেখেই বিনামূল্যের প্রকল্প চালু করা হয়।

তৃণমূল কর্মীদের মমতা বললেন

লোভ করবেন না, ‘প্রাপ্তি’ নিয়ে থাকলে ফেরত দিয়ে দিন

দুরন্ত বার্তা, সাগরদীঘি, ১৬ জানুয়ারিঃ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে ‘রঙ দে তু মোহে গেরুয়া’ গেয়েছিলেন অরিজিৎ সিং। তার পর সেই জল যে কোথা থেকে কোথায় গড়িয়েছে সেই আলোচনায় পড়ে আসা যাবে। তবে, সোমবার অরিজিতের জেলায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলনেত্রী বুঝিয়ে দিলেন, তিনি অরিজিতের পাশেই আছেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগের আজ, বুধবার মুর্শিদাবাদ সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ সাগরদিঘিতে একটি প্রশাসনিক সভায় যোগ দেন তিনি। সভায় জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন মমতা। তবে, পাশাপাশি, লাগাতার আক্রমণ শানিয়ে যান কেন্দ্রের বিরুদ্ধেও। মুর্শিদাবাদের উন্নয়ন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই গায়ক অরিজিতের প্রসঙ্গ উঠে আসে মমতার মুখে। বলেন, ‘‘মুর্শিদাবাদ জেলার ছেলে অরিজিৎ খুব ভাল গান করেন। আজকে সারা বিশ্বের গর্ব। অরিজিৎ আমাকে বলেছে দিদি, জঙ্গিপুরে আমি একটি হাসপাতাল করতে চাই। আজকে ওর জেলায় দাঁড়িয়েই আমি বলছি, তুমি হাসপাতাল করো, জঙ্গিপুরে করো বা মুর্শিদাবাদে, যা যা সাহায্য লাগে আমি দেব।’’ এরপরেই অরিজিৎ সিং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে মমতা বলেন, ‘‘অরিজিৎ মা মাটি মানুষের লোক। মাটিতে চলার লোক। দেখবেন, ওঁর কোনও অহংকার নেই। ওঁর নিজের গুণই ওঁর সবচেয়ে বড় অহংকার, অলঙ্কার। এই ধরনের যা যা কাজ হবে আমরা করব।’’ গত ডিসেম্বরে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে রীতিমতো তারকার হাট বসিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে অমিতাভ বচ্চন, অন্যদিকে শাহরুখ খান, রানি মুখোপাধ্যায়। কে ছিলেন না সেই মঞ্চে! সেই মঞ্চেই অরিজিকে গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আরও অনেক গানের সঙ্গে শাহরুখ-কাজলের ‘গেরুয়া’ গানটিও গেয়েছিলেন অরিজিৎ। এই পর্যন্ত তা-ও ঠিক ছিল। কিন্তু তার পরেই ইকো পার্কে অরিজিতের শো বাতিল হওয়ার বিষয় সামনে আসে। এ রাজ্য

‘অরিজিৎ মা-মাটি-মানুষের ছেলে, ওর অহঙ্কার নেই’, সবরকম সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

তো বটেই কেন্দ্রের বিজেপি নেতারাও অভিযোগ তোলেন, মমতার সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ‘গেরুয়া’ গান গাওয়ার জন্যেই মুখ্যমন্ত্রীর রোষের মুখে পড়েছে বাঙালি এই গায়ক। এ নিয়ে ট্যুইট করেন বিজেপির আইটি সেল-এর প্রধান অমিত মালব্যও। তবে, কখনই তৃণমূল তখনই দাবি করে, বিজেপির এই অভিযোগের বিন্দুমাত্র সারবত্তা নেই। নিতান্তই টেকনিক্যাল কারণে বাতিল করা হয়েছিল অরিজেতের সেই শো। অরিজিত সিং-এর প্রশংসা করে সেই গেরুয়া-বিতর্কে এদিন কার্যত জল ঢেলে দিলেন তৃণমূলনেত্রী। তেইশের পঞ্চায়েত ভোটের আগে গোটা রাজ্যে যখন ‘দিদির দূত’রা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে এবং ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে তখন মুর্শিদাবাদের সরকারি অনুষ্ঠান থেকে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন মমতা। তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘কারও কাছ থেকে যদি প্রাপ্তি নিয়ে থাকেন তাহলে ফেরত দিয়ে দিন। তাতে মানুষের অনেক ভাল হবে। মানুষ আপনাকে ভুল বুঝবে না। মানুষের কাছে বারবার ক্ষমা চাইলে মানুষ ক্ষমা করবে।’’ মমতা এদিন সরকারি অনুষ্ঠান থেকে দলের উদ্দেশে বার্তা দিতে চান। তাঁর কথায়, ‘‘লোভ করবেন না। একজন-দু’জন খারাপ হতে পারে, সবাই খারাপ নয়। যদি কেউ অন্যায় করে থাকেন ক্ষমা চেয়ে নিন।’’ এ ব্যাপারে বিজেপির এক মুখপাত্র বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের চাপে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন তাঁর দলের নেতাদের প্রাপ্তি যোগ লেগেছিল। কিন্তু মানুষ আর ক্ষমা করবে না তৃণমূলকে। কারণ তাঁরা চোখের সামনে দেখছেন, কীভাবে তৃণমূলের নেতাদের সম্পত্তি বেড়েছে, কীভাবে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে।’’ আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন নিচুতলার তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা তখন মমতার এ হেন ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। আবাস যোজনা নিয়ে গুচ্ছগুচ্ছ অভিযোগ উঠেছে। কোথাও দেখা গিয়েছে পাকা বাড়ি রয়েছে তাও শাসকদলের নেতার আত্মীয় বলে প্রাপকের তালিকায় নাম উঠেছে। আবার কোথাও নাম উঠিয়ে দেওয়া হবে এই আশ্বাস দিয়ে কেউ টাকা নিয়ে বসে রয়েছেন। মনে করা হচ্ছে সার্বিক এই প্রেক্ষাপটেই ‘প্রাপ্তি’ ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন মমতা। এদিন মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপিকেও চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা। তাঁর কথায়, ‘‘রাম, বাম, শ্যাম, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস সব এক হয়ে গিয়েছে। আর তৃণমূল বাঘের বাচ্চার মতো একা লড়াই করছে।’’

কেন্দ্রীয় দল আসার আগেই মিড ডে মিল নিয়ে আগাম পরিদর্শন সেরে রাখতে চায় রাজ্য, জেলাস্তরে চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় দল আসার আগেই মিড ডে মিল নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে স্কুলে স্কুলে পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। আগামী ১৬-১৯ জানুয়ারির পর্যন্ত এই বিশেষ নজরদারি চালাবেন জেলা স্তরের শিক্ষা আধিকারিকেরা। এরমধ্যে মিড ডে মিল নিয়ে যদি কোনও সমস্যা নজরে আসে, তা অবিলম্বে জানাতে হবে উপরমহলেও। সোমবার এই মর্মে জেলাগুলিকে চিঠি দিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি জেলার স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শক, সাব-ইন্সপেক্টর, অ্যাডিশনাল ইনস্পেক্টরের মতো আধিকারিকেরা স্কুলে স্কুলে গিয়ে পরিদর্শন করবেন। কোনও স্কুলে মিড ডে মিল নিয়ে কোনও অভাব-অভিযোগ রয়েছে কি না, রান্না থেকে খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা রয়েছে কি না, তা খোঁজ নেবেন জেলাস্তরের পরিদর্শকেরা। জানানো হয়েছে, প্রত্যেকদিনের এই রিপোর্ট আপলোড করতে হবে স্কুল শিক্ষা দফতরের ওয়েবসাইটে। আর এই গোটা পরিদর্শনের কাজ শেষ করতে হবে ১৯ জানুয়ারির মধ্যেই। কারণ, ২০ জানুয়ারিই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় পরিদর্শকদের দল। মিড ডে মিল নিয়ে রাজ্য-কেন্দ্র জয়েন্ট রিভিউ মিশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সোমবার বৈঠকে বসে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। সেই বৈঠকেই এই নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জেলা আধিকারিক সূত্রের খবর। সম্প্রতি মিড ডে মিলের খাবারের মান-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে অভিযোগ তুলে কেন্দ্রে একটি নালিশ চিঠি পাঠিয়েছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তারপরে মালদহের চাঁচল সহ একাধিক জায়গায় মিড ডে মিলের খাবার নিয়ে একাধিক অভিযোগ ওঠে। কোথাও মিড ডে মিলের রান্নায় মেলে সাপ, কোথাও টিকটিকি। তারপরেই রাজ্যের সরকারি স্কুলে মিড ডে মিল পরিষেবা খতিয়ে দেখার জন্য বিশেষ দল পাঠানোর কথা জানায় কেন্দ্র। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরকে চিঠি দিয়ে এই পরিদর্শনের কথা জানানো হয়। কেন্দ্রের চিঠিতে কেন্দ্রীয় দলকে সব রকমের সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে।

‘ব্ল্যাকলিস্টেড হতে পারে আরজিকর, ট্রায়াল অনুমোদনে বিতর্ক, থমকে ক্যান্সার গবেষণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ ক্যান্সার চিকিৎসায় আরজি কর হাসপাতালের মাথায় গর্বের মুকুট পরাতে পারত যে গবেষণা, তার অনুমোদন ঘিরেই এবার গুরুতর অভিযোগ উঠছে। সূত্রের খবর, আগামী দিনে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে ‘ব্ল্যাকলিস্টেড’ হতে পারে আরজি কর। এথিকস কমিটির অনুমোদনের পরও গত ১৫ মাস ধরে কেন আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সই করছেন না, সে প্রশ্নে তোলপাড় স্বাস্থ্য প্রশাসন। মূলত, ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য ২টি গবেষণা, হাড়ে ছড়িয়ে পড়ার ক্যান্সারে ১টি গবেষণা সংক্রান্ত ওষুধের এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। এই গবেষণার হাত ধরে কয়েক লক্ষ টাকার ওষুধ কমে আসতে পারে কয়েক হাজার টাকায়। এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নতুন পথ খুলে দিতে পারে ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে। অধ্যক্ষের সইয়ের জন্য আটকে তা বলেই অভিযোগ। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, অধ্যক্ষ সই না করতেই পারেন। তবে সেটা তাঁকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। এ নিয়ে অধ্যক্ষ কোনও মন্তব্য না করলেও এ ধরনের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের যে সমস্যা হতে পারে তা মানছেন বিশেষজ্ঞমহল। যে কোনও ওষুধের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি মেডিক্যাল কলেজে নিজস্ব এথিকস কমিটি আছে। তাদের কাজ, যে ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হবে, সেই ওষুধ থেকে কারও কোনও ক্ষতি হতে পারে কি না, সেই ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা যায় কি যায় না সেই বিষয়ে বিবেচনা করা। এই এথিকস কমিটিতে যারা থাকেন, তারা যে সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজের সদস্য হবেন তা নয়। মূলত বাইরে যেসব ওষুধ নিয়ে গবেষণা চলছে, তার বিশেষজ্ঞরা থাকেন এই কমিটিতে। এথিকস কমিটির স্বশাসিত। এথিকস কমিটি যদি কোনও ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য অনুমোদন দিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে আর তাতে বাধার কিছু থাকে না। তবে এর জন্য একটি চুক্তিপত্রে সই করতে হয়। প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর, ক্লিনিক্যালের মুখ্য গবেষক, প্রতিষ্ঠানের যিনি অধ্যক্ষ ও ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাকে তাতে সই করতে হয়। অভিযোগ, আরজি করের অধ্যক্ষ তা ১৫ মাস ধরে তা করেননি। এ নিয়ে আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায় বলেন, ‘‘আমি দেখব বিষয়টি। অধ্যক্ষের সঙ্গেও কথা বলব।’’ অন্যদিকে প্রাক্তন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র বলেন, ‘‘যখন একবার পাস করাই হল, প্রতিষ্ঠানে এই কাজটা হচ্ছে। তাহলে কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া প্রিন্সিপাল এটা আটকে রাখতে পারেন না। এটা আমার মতে দুর্ভাগ্যজনক। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে হবে।’’ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কেন্দ্রীয় সংস্থা সিডিএসসিও-র অধীনে হয়। ট্রায়ালের অগ্রগতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে রিপোর্ট দেওয়া আবশ্যক। রাজ্যের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের গড়িমসির কারণ জানতে আসরে নামতে পারে সিডিএসসিও। অনৈতিকতার অভিযোগ প্রমাণে বাতিল হতে পারে আরজি করের এথিকস কমিটির লাইসেন্সও। এ বিষয়ে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ট্রায়ালের একটা সময় থাকে। যেহেতু এতে আর্থিক ব্যাপারও জড়িয়ে, তাই অনেক সময় যারা স্পন্সর করে, তারা দেরীর কারণে প্রত্যাহার করে অন্য হাসপাতালে চলে যায়। যদি স্পন্সররার মনে করে নির্দিষ্ট আইন ভাঙা হচ্ছে তা হলে কিন্তু সিডিএসসিও-কে অনেক সময় জানিয়ে দেয়। তাতে ব্ল্যাকলিস্টেডও হয়ে যেতে পারে প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানে এটা হবে, কালো দাগটা কিন্তু বছরের পর বছর বইতে হবে।’’ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বিশেষজ্ঞ প্রান্তর চক্রবর্তী বলেন, ‘‘১৫ মাস হল না মানে অন্যান্য জায়গায় এটা চলে যাবে। এমনকী এটা গ্লোবাল ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হলে ভারতের বদলে অন্য দেশেও চলে যেতে পারে।’’

নোট ছাপানো নিয়ে জালিয়াতি ইউপিএ আমলে?

দেলারু-র সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চুক্তি খতিয়ে দেখছে সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারিঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দেলারু দুর্নীতি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে মোদি সরকারের। ২০০৪ সালে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্রিটিশ সংস্থা দেলারু কর্পোরেশনের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। তা পূরণ করেনি। এমনকি সরবরাহ করা সিকিউরিটি পেপারের মান নিয়েও জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে ওই সংস্থার অন্দরে। ব্রিটিশ সংস্থা দেলারু বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংস্থা। যারা ব্যাঙ্ক নোট ছাপার বিশেষ সিরিউরিটি পেপার এবং ব্যাঙ্ক নোটের সিকিউরিটি ডিজাইন সরবরাহ করে।

চুক্তি অনুযায়ী, দেলারু ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নোট ছাপার বিশেষ সিকিউরিটি পেপার সরবরাহ করবে এবং কেবল মাত্র ভারতের জন্য তৈরি বিশেষ কালার শিফ্টিং সিকিউরিটি থ্রেড সরবরাহ করবে। এই চুক্তি যখন হয়েছিল তখন দেশের অর্থমন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন পি চিদাম্বরম। অভিযোগ, যে সমস্ত ব্যাপারে দেলারু আরবিআই-এর ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে ওই ব্রিটিশ সংস্থা এই কাজ করছে। বিশ্বের প্রায় ১৪০টি দেশের ব্যাঙ্ক নোট সংক্রান্ত নিরাপত্তা প্রযুক্তি দেয় দেলারু। পি চিদাম্বরমের পর প্রণব মুখোপাধ্যায় অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব নেন। ২০১০ সালে প্রকাশ্যে আসে দেলারু যে সিকিউরিটি পেপার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সরবরাহ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিল তা করেনি। দেলারু সংস্থার অন্দর থেকেই ফাঁস হয় সিকিউরিটি পেপারের মান নিয়ে জালিয়াতি করেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই প্রণব মুখোপাধ্যায় গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্ল্যাক লিস্টেড করার নির্দেশ দেন দেলারু সংস্থাকে। কিন্তু তার পরও ২০১৫ সাল পর্যন্ত বার বার দেলারু-র সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বেড়েছে। অভিযোগ, জাতীয় নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে বেআইনি ভাবে দেলারু সংস্থার সঙ্গে বার বার চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছিল ইউপিএ সরকার। ২০২৩ সালের ১০ জানুয়ারি দেলারু সংস্থা এবং ইউপিএ জমানার অর্থসচিব অরবিন্দ মায়ারামের বিরুদ্ধে এফআইএর করে তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। এফআইআর করার পরদিনই মায়ারামের দিল্লি এবং জয়পুরের বাড়িতে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। ২০০৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে এক্সক্লুসিভ কালার শিফ্টিং সিকিউরিটি থ্রেড সরবরাহ করার চুক্তি হয় দেলারু-র। তদন্তে জানা গিয়েছে, চুক্তি যখন হয়েছিল সেই সময় ওই সিকিউরিটি থ্রেডের জন্য প্রয়োজনীয় পেটেন্ট আদৌ ছিল না দেলারু সংস্থার। সেই পেটেন্ট তারা পায় ২০১১ সালে। ২০০৬ এবং ২০০৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বিষয়টি মায়ারামকে জানালেও তিনি কর্ণপাত করেননি এবং ২০০৯ সালে দেলারু সংস্থার চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয় বেআইনি ভাবে। সিবিআইয়ের দাবি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সবুজ সঙ্কেত ছাড়া দেলারু-র চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। সিবিআই তদন্তে উঠে এসেছে দেলারু সংস্থার হয়ে যে অনিল রঘুবীর চুক্তি করেছিলেন, ২০১১ সালে তাঁর অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন অজ্ঞাত সংস্থা থেকে ৮ কোটি ২০ লাখ টাকা জমা পড়েছিল যেটা তাঁর বেতনের বাইরে। সূত্রের খবর, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পর ফের অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন চিদাম্বরম। সেই সময় দেলারু-র বিরুদ্ধে জারি করা ব্ল্যাক লিস্ট তকমা সরাতে তৎপর ছিল অর্থমন্ত্রক। সূত্রের খবর, দেলারু যে মানের সিকিউরিটি পেপার এবং সিকিউরিটি থ্রেডের প্রযুক্তি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সরবরাহ করেছিল, সেই একই মানের কাগজ এবং প্রযুক্তি সরবারহ করেছিল পাকিস্তানকে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, পাকিস্তান জাল ভারতীয় নোটের মূল উৎসস্থল। সেখান থেকেই জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট ছাপার প্রযুক্তির মধ্যেই কি লুকিয়ে ছিল জাল নোটের ভূত? আর সেই সর্ষের মধ্যে থাকা ভূতকে নিকেশ করতেই কি নোটবন্দির সিদ্ধান্ত মোদি সরকারের? ইউপিএ জমানায় নোট ছাপার জন্য পৃথক সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তৈরি হয়। তার প্রথম চেয়ারম্যান অশোক চাওলা এবং প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর মায়ারাম। চিদাম্বরম ঘনিষ্ট অশোক চাওলার নাম রয়েছে এয়ারটেল-ম্যাক্সিম কেলেঙ্কারির চার্জশিটে। এই ধরণের পদ তৈরি করে নিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যাপয়েন্টেমেন্ট কমিটি অফ ক্যাবিনেটের অনুমতি লাগে। সেই অনুমতি ছাড়াই কী ভাবে নিয়োগ অশোক চাওলা এবং মায়ারামের? সূত্রের খবর, সিবিআই তদন্ত যে দিকে চলছে তাতে লোকসভা নির্বাচনের আগে, চিদাম্বরম-সহ ওই জমানার একাধিক নেতা এবং প্রাক্তণ আমলারা বেকায়দায় পড়বেন। যেহেতু গোটা বিষয়টির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত তাই এই কেলেঙ্কারি বড় হাতিয়ার হতে চলেছে মোদির।

কুয়াশার কারণে ২৯৭টি ট্রেন বাতিল করল রেল

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃসোমবার ঘন কুয়াশার কারণে ২৯৭টি ট্রেন সম্পূর্ণ এবং ৪২টি আংশিকভাবে বাতিল করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। এই ট্রেনগুলিতে পঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিযা়না, অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গুজরাট এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে ট্রেন চলাচল করে।এছাড়া ২১টি ট্রেনের টাইম টেবিল পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সাতটির রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে গরীবরথ, শতাব্দী এবং জনশতাব্দীর মতো ট্রেন। বিলম্বে চলছে এমন প্রধান ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরু রাজধানী এক্সপ্রেস ১ ঘন্টা ৪০ মিনিটে, দিল্লি জনশতাব্দী ২০ মিনিটে, লক্ষ্ণৌ রাজধানী এক্সপ্রেস ২ ঘন্টা ১ মিনিটে, রানিক্ষেত এক্সপ্রেস, মহানগর এক্সপ্রেস।

মেঘালয়ে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ তৃণমূল কংগ্রেসের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃআগামী ফেব্রুয়ারি মাসে মেঘালয়ে বিধানসভা নির্বাচন। ৬০ আসন বিশিষ্ট মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে ইতিমধ্যে সে রাজ্যে। প্রথম দফায় ৫২টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে জো।ফুল শিবিরের তরফে।প্রার্থী তালিকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা-সহ বিদায়ী বিধানসভার আট বিধায়কের নাম রয়েছে। প্রার্থী করা হয়েছে উত্তর-পূর্ব রাজ্যটিতে দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করা চার্লস পিনগ্রোপকে। সেই আবহে সে রাজ্যে যাবেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর এই সফর তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

তুরস্কে মৃত্যু শেষ নিজামের, মাতৃভূমিতে হবে শেষকৃত্য, ছিল অন্তিম ইচ্ছা

হায়দরাবাদ, ১৬ জানুয়ারি ঃ হায়দরাবাদের শেষ নিজামের মৃত্যু হল তুরস্কে। তাঁর শেষ অন্তিম অনুযায়ী আজ, মঙ্গলবার মাতৃভূমি ভারতেই তাঁর শেষকৃত্য হবে। শেষ নিজামের মরদেহ নিয়ে তাঁর সন্তানরা হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। মির বরকত আলি খান পরিচিত ছিলেন প্রিন্স মুকররম জাহ বাহাদুর নামে। হায়দরাবাদের অষ্টম নিজাম মির বরকতের বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। শনিবার রাতে তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে তাঁর মৃত্যু হয়।নিজামের দফতর থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গভীর শোকের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, নবাব মির বরকত আলি খান গতকাল রাত সাড়ে ১০টা (ভারতীয় সময়) নাগাদ মারা গিয়েছেন। তিনি হায়দরাবাদের অষ্টম নিজাম ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জন্মভূমিতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে। মিরের সন্তানরা মরদেহ নিয়ে দেশে ফিরে আসছেন।পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মুকররম বাহাদুরের জন্ম ১৯৩৩ সালের ৬ অক্টোবর। মির ওসমান আলি খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির হিমায়েত আলি খানের ছেলে মুকররম। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে হায়দরাবাদের ভারতভুক্তির আগে নিজামের হাতেই ছিল এই শহর তথা রাজ্য।

বিহারে দুর্ঘটনার কবলে অশ্বিনী চৌবের কনভয়ের গাড়ি, কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে

পাটনা, ১৬ জানুয়ারি ঃ পাটনা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে প।ল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবের কনভয়ের গাড়ি। দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রবিবার রাতে বক্সার থেকে পাটনা যাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে। ডুমরাও এলাকার মঠিলা-নারায়ণপুরের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই তাঁর কনভয়ে থাকা একটি গাড়ি খালে পড়ে উল্টে যায়। কোরানসরায় থানার ওই গাড়িটি অশ্বিনী চৌবের কনভয়ের পাইলট গাড়ি হিসেবে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার সময় গাড়িটিতে ওই থানার বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ছিলেন। সকলেই কম-বেশি আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কনভয়ের দুর্ঘটনাগ্রস্ত গা।টির কিছুটা পিছনেই ছিল মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবের গাড়ি। অল্পের জন্য তাঁর গাড়ি দুর্ঘটার থেকে রক্ষা পেয়েছে। ঘটনার পরই নিজের গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জখম পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে কারও অবস্থাই গুরুতর নয়।

কয়লার অভাবে রামপালের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন বন্ধ

ঢাকা, ১৬ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশে বাগেরহাটের রামপালের তাপবিদ্যু কেন্দ্রে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কবে থেকে কেন্দ্রটিতে ফের বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেনি ভারত-বাংলাদেশের যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটির কর্তারা।গত বছরে ঘটা করে বেলুন উড়িয়ে রামপালের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশের গরিব মানুষের ঘরের অন্ধকার দূর করবে বলেও জোর গলায় দাবি করেছিলেন তিনি। গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে উপাদিত ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক মাস পেরোতে না পেরোতেই বিপত্তি।কয়লার অভাবে শনিবার সকাল থেকে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ মালিকানাধীন সংস্থাটির প্রথম ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে দেশেও ফের লোডশেডিং ভয়াবহ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কয়লা না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে উৎপাদন বন্ধ থাকবে তা জানিয়ে দিয়েছেন সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক।সূত্রের খবর, শুধু প্রথম ইউনিটে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন মুখ থুবড়ে পড়েছে তাই নয়, আগামী জুনে দ্বিতীয় ইউনিটটি চালু করা যাবে কিনা তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দিহান সংস্থার আধিকারিকরা। উল্টে প্রথম ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর টাকাও খরচ হবে। ফলে লোকসানের মুখে পড়ার আশঙ্কায় ভুগতে শুরু করেছেন তাঁরা।

মেজিতে অগ্নিসংযোগ করে ভোগালি বিহু উপলক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মঙ্গল কামনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ১৬ জানুয়ারি ঃ ভোগালি বিহুর দিন পরম্পরাগত মেজিতে অগ্নিসংযোগ করে অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ গোটা দেশের সর্বস্তরের মানুষের মঙ্গল কামনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্দ্রী সব্বানন্দ সনোয়াল। গত রবিবার গুয়াহাটিতে নিজের বাড়িতে প্রাতঃকালে ভোগালি বিহুর মেজি প্রজ্বলনের মাধ্যমে অগ্নি দেবতাকে স্মরণ করে দেশবাসীকে মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সব্বানন্দ। এর পর সাংবাদিক, সতীর্থ এবং আমন্ত্রিত বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে একসঙ্গে ভোগালির সামূহিক জলপান করেন তিনি।ভারতবর্ষের সর্বস্তরের কৃষকদের এই শুভক্ষণে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সব্বানন্দ সনোয়াল বলেন, মাঘ বিহুর এই উৎসব সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি বলেন, প্রকৃতি এবং মাটির সম্পর্ক আমাদের নবপ্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এদিন সকালে মেজি জ্বালিয়ে আবেগিক সব্বানন্দ বলেন, বাল্যকালে আমরা মাঠে ভেলাঘর তৈরি করে কয়েকরাত কাটিয়েছি। নিকটবর্তী মানুষজনের ঘর থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে চুরি করে আলু কচু ইত্যাদি এনে রান্না করে খেতাম।গঙ্গা বিলাস প্রসঙ্গে মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, ‘ বিলাস আমাদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রর মোদীর জন্য। তাই তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কেবল পাঁচটি জলপথ ছিল। এখন এর সংখ্যা ১০৮টায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থায় নদী তীরবর্তী জনসাধারণ উপকৃত হবেন। জলপথে যাতায়াত করলে খরচও কমে। সঙ্গে এই যাত্রা র্পদূষণমুক্ত হয় এবং দুর্ঘটনার ভয়ও থাকে না। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটানও উপকৃত হবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্পর্কে সর্বানন্দ বলেন, ‘ মোদীর নেতৃত্বে ভারতের জনগণ গত ৮ বছরে বহু উপকৃত হয়েছেন। আঞ্চলিক, জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক স্তরে নরেন্দর মোদীর নীতি বলে উপকৃত করেছে। ভারতের জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন, আর্দশবাদী এবং প্রীতিভাজন নেতা নরেন্দ্র মোদী। তৃতীয়বারের জন্য মোদীই হবে প্রধানমন্ত্রী, এতে কোনও সন্দেহ নেই।’এদিকে আজ বহু কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে ভোগালি বিহু পালনের অঙ্গস্বরূপ কেন্দ্রী মন্ত্রী যান টিহুর হারিভাঙায় কলিয়া গোঁসাই মন্দিরে। সেখানে পুজো দিয়ে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করেন সব্বানন্দ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ঢোল খোল পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে স্বাগত জানান হারিভাঙা গ্রামোন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তা এবং সদস্যরা।

ভোপালে ‘থিঙ্ক-২০’ সভা শুরু, উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ

ভোপাল, ১৬ জানুয়ারি ঃসোমবার রাজধানী ভোপালের কুশাভাউ ঠাকরে কনভেনশন সেন্টারে জি-২০-এর অধীনে ‘থিঙ্ক-২০’ -র দুদিনের বৈঠক শুরু হযেছে। সভার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এই অনুষ্ঠানে ২২টি দেশের ৯৪ জন অতিথিসহ ৩০০ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।উদ্বোধনী অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী চৌহান অতিথিদের বলেন, শুধু মিটিংয়ে থাকবেন না, ভোপাল ঘুরে আসুন এবং এর আশেপাশে আদিবাসী জাদুঘর, সাঁচি, ভীমবেটকা পরিদর্শন করুন। সময় থাকলে উজ্জয়নের মহাকাল ওমকারেশ্বরও ঘুরে আসুন। মধ্যপ্রদেশে ১১টি বাঘের অভয়ারণ্য রয়েছে, বন্যপ্রাণী দেখতে যান। ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’-এর ভারতীয় ধারণার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধারণা বিশ্বকে শান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। জি-২০ এমন একটি ফোরাম হওয়া উচিত যেখানে বিশ্বের সব দেশ একত্রে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, ভারত অতিথিদের ভগবানের মতো করে। অতিথি দেব ভবঃ এটা ভারতের ঐতিহ্য। যে অতিথি আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়।তিনি আরও বলেন, আমরা এই সভায় ধ্যান করব, এর থেকে যে অমৃত বের হবে তা বিশ্বের কাজে লাগবে। এবার জি-২০-র থিম ’এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত’। এটি ভারতের একটি অতি প্রাচীন ধারণা। পৃথিবীতে আমরা একটি নয় দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি। আজও শান্তি নেই। রাষ্ট্রসংঘ গঠনের পরও শান্তি নেই।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের যখন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় তখন আমরা বিশ্বের কল্যাণ কামনা করি। সব চিন্তাবিদ এখানে এসেছেন। আমি কোন বিষয় বিশেষজ্ঞ নই, তবে আমি সকল চিন্তাবিদদের একত্রিত হয়ে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা সবাই নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করেছি। বৈষয়িক উন্নতির তাগিদে প্রকৃতিকে নির্বিচারে শোষিত করা হয়েছিল এবং আজ আমরা বলছি কীভাবে পরিবেশ বাঁচান যায়। সবাইকে ভাবতে হবে।

লালনের অস্বাভাবিক মৃত্যু, সাসপেন্ড ৪ সিবিআই অফিসার

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃলালন শেখের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সময় যে সিবিআই কর্তারা কেন্দ্রীয় সংস্থার রামপুরহাটের অস্থায়ী শিবিরে ছিলেন, সোমবার তাঁদের চার জনকেই সাসপেন্ড করা হল। লালনের মৃত্যুর তদন্তে আপাতত সিবিআই কর্তাদের গাফিলতিকেই দায়ী করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোমবার চার তদন্তকারী কর্তাকে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি বগটুই এবং ভাদু শেখ খুনের মামলায় চার জন নতুন তদন্তকারী কর্তাও নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।সিবিআই সূত্রে খবর, এই কর্তাদের উপস্থিতিতে কী ভাবে একজন অভিযুক্তের মৃত্যু হল, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী কর্তারা। আপাতত বগটুইকাণ্ডের তদন্তের ভারপ্রাপ্ত সিবিআই কর্তা, ভাদু শেখের হত্যা মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার এবং আরও দু’জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন সিবিআই ইনস্পেক্টর রাহুল প্রিয়দর্শী, সিবিআইয়ের ডিএসপি বিলাশ মাদগুঠ এবং দু’জন কনস্টেবল। সিবিআই সূত্রের দাবি, লালনকাণ্ডে উঠে আসা আর এক সিবিআই কর্তা সুশান্ত ভট্টাচার্যের কোনও ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যায়নি। সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার এই কর্তার সঙ্গে লালনের মৃত্যুর কোনও সংযোগ নেই বলেই মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা।একই ভাবে লালন মৃত্যুর ঘটনায় আর যে সমস্ত এসপি বা ডিআইজির বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধেও কোনও পদক্ষেপ করেনি সিবিআই। প্রসঙ্গত, বগটুই-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত লালন শেখের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গত ২০ ডিসেম্বর বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরু করল সিবিআই। বগটুই কাণ্ডে গ্রেফতারের পর সিবিআই হেফাজতে ছিলেন লালন শেখ। সেখান থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এ ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। লাগে রাজনৈতিক রং। এই ঘটনায় আবার কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়।

১৯ জানুয়ারি জম্মুতে প্রবেশ করছে ভারত জোড়ো যাত্রা, জয়রাম বললেন এটি গণ আন্দোলন

জলন্ধর, ১৬ জানুয়ারি ঃআগামী ১৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার জম্মুতে প্রবেশ করতে চলেছে কংগ্রেস ভারত জোড়ো যাত্রা। কংগ্রেস ভারত জোড়ো যাত্রাকে গণ আন্দোলন আখ্যা দিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (ইনচার্জ কমিউনিকেশনস) জয়রাম রমেশ। সোমবার সকালে পঞ্জাবের জলন্ধরে ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালীন জয়রাম রমেশ বলেছেন, ভারত জোড়া যাত্রা আসলে একটি আন্দোলন, একটি গণ আন্দোলন। কিন্তু, তাঁরা বিরক্ত হচ্ছে।প্রসঙ্গত, আগামী ৩০ জানুয়ারি ২৩টি সমমনোভাবাপন্ন দলকে শ্রীনগরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু, ওই দিন কতগুলি দল শ্রীনগরে আসবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে কংগ্রেসের। জয়রাম রমেশ বলেছেন, আমরা ১৯ জানুয়ারি বিকেলে জম্মুতে প্রবেশ করব... পার্টির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ২৩টি দলকে ৩০ জানুয়ারি শ্রীনগরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি জানি না কতজন আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তবে আমরা আশা করছি সেদিন সবাই আসবেন।

ভারতে কোভিড সংক্রমণ কমে ১১৪ আরোগ্যের হার আরও নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১৪ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১৪ জন, ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭২৬ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ১১৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৮,৩০৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৬,৮১,১৫৪।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৩ হাজার ৯৮৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১৭ কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১৭,০৬, ০১৭। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) জানিয়েছে, ১৫ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭৪,৩২০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন বলবতের দাবিতে গণস্বাক্ষর অভিযান জেএসএফ-এর

কালাইন (অসম), ১৬ জানুয়ারি ঃ দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে বেজায় চাপ সৃষ্টি করেছে ‘ সমাধান ফাউন্ডেশন’ (জেএসএফ)। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন বলব করার জোরালো দাবিতে গোটা দেশ ব্যাপী দ্রুততার সঙ্গে চলছে গণস্বাক্ষর অভিযান। কাছা।রে কালাইনে দুদিন থেকে গণস্বাক্ষর অভিযান তীব্রতর হয়ে উঠছে। এরই অঙ্গ হিসেবে কাছাড় জেলায়ও ‘ সমাধান ফাউন্ডেশন’-এর উদ্যোগে গণস্বাক্ষর অভিযানের শুভারম্ভ হয়। সোমবার এ সম্পর্কে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের পদাধিকারী ভূপেন্দ্র বৈষ্ণব জানান, গত ১১ জানুয়ারি জেলা কমিটির প্রথম সভার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয় এই অভিযানের। কাছাড় জেলায় গণস্বাক্ষরের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে পাঁচ লক্ষ। এই গণস্বাক্ষর অভিযানের অংশ হিসেবে কালাইন কলেজ রোডে গত পৌষ সংক্রান্তির রথের মেলায় একটি স্টল খোলা হয়। মেলায় আগত সর্বস্তরের মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে গণস্বাক্ষর অভিযানে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন। গণস্বাক্ষর অভিযানে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য কালাইন কলেজ রোডের যুব সমাজকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন-এর পদাধিকারীরা। গণস্বাক্ষর অভিযান চলবে আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত।তিনি জানান, এদিনের গণস্বাক্ষর অভিযানে সাধারণ জনমনে ব্যাপক উসাহ ও খুশির বাতাবরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা ও যুব সমাজের মধ্যে বেশ কৌতূহল ও সন্তোষ বিরাজ করছে। তাই এই অভিযানকে সফল করতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের পক্ষে তিনি (ভূপেন্দ্র বৈষ্ণব), রঞ্জিত চন্দ, অরূপকুমার দাস সহ অন্যরা অনুরোধ জানিয়েছেন।

অগ্নিবীরদের সঙ্গে মতবিনিময় প্রধানমন্ত্রীর, প্রথম ব্যাচের সঙ্গে কথা বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রীও

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃনতুন নিযোগেপ্রাপ্ত অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অগ্নিবীরদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। ভার্চুয়ালি মিলিত হন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচের সঙ্গে এদিন মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।গত বছরের ১৪ জুন ঘোষিত অগ্নিপথ প্রকল্পের অধীনে, তিনটি বাহিনী সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২১ বছরের মধ্যে যুবকদের চার বছরের জন্য নিয়োগ করেছে। অগ্নিবীরদের নিয়োগের সময় বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭-২৩ বছর। প্রথমে সর্বোচ্চ বয়স ২১ বছর বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু, অগ্নিপথ প্রকল্পকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর তা বাড়িয়ে ২৩ করা হয়েছে।

নেপালের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে ছিলেন একই গ্রামের ৪ যুবক, শোকস্তব্ধ গাজীপুরের আলাওয়ালপুর

গাজীপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ নেপালের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে ছিলেন উত্তর প্রদেশের গাজীপুরের একই গ্রামের ৪ জন যুবক। রবিবার নেপালের পোখরাতে ইয়েতি এয়ারলাইন্সের যে বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেই বিমানেই ছিলেন গাজীপুরের আলাওয়ালপুর গ্রামের বাসিন্দা বিশাল শর্মা (২২), সোনু জয়সওয়াল (৩৫), অভিষেক কুশওয়াহা (২৫) ও অনিল কুমার রাজভর (২৭)। দুর্ঘটনার সম্ভবত তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, এই খবর গ্রামে এসে পৌঁছতেই শোকের আবহ গোটা গ্রামে।শোকাহত পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা গ্রাম। গাজীপুরের আলাওয়ালপুর গ্রামের গ্রাম প্রধান বলেছেন, অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা। সকলেই খুব ভালো স্বভাবের ছিল। গ্রামের সবাই শোকাহত। শোকাহত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত, কারণ তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়।

দেশের নাগরিকদের যাতে আর্থিক মন্দা প্রভাবিত করতে না পারে সেই চেষ্টাই চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারঃনারায়ণ রাণে

পুণে, ১৬ জানুয়ারি ঃবিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা যাতে ভারতীয় নাগরিকদের প্রভাবিত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রাণে। সোমবার সকালে মহারাষ্ট্রের পুণে-তে ভারতের পৌরহিত্যে জি-২০-র প্রথম ইনফ্রা ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে অংশ নেন কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রী নারায়ণ রাণে। তিনি বলেছেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা যাতে ভারতীয় নাগরিকদের প্রভাবিত না করে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রাণে বলেছেন, এটি সত্য যে বর্তমানে বিভিন্ন উন্নত দেশগুলি মন্দার সম্মুখীন হচ্ছে। জুনের পরে মন্দা আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্র ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেষ্টা করছেন যাতে দেশের নাগরিকরা মন্দার দ্বারা প্রভাবিত না হন।

জনগণের অবদান থাকলেই আইন আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হবেঃওম বিড়লা

জয়পুর, ১৬ জানুয়ারি ঃজনগণের যথেষ্ট অবদান থাকলেই আইন আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হবে। বললেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।গত বুধবার উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় রাজস্থানের সম্প্রতি জয়পুরে দু’’দিনের সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসারদের ৮৩ তম সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি বলেছেন, জনগণের যথেষ্ট অবদান থাকলে আইন আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হবে। সংসদে বাকবিতণ্ডার জন্য আলোচনার সময় কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। রাজ্যসভার ডেপুটি স্পিকার হরিবংশ, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, রাজস্থান বিধানসভার স্পিকার এবং বিরোধী দলের নেতা গুলাব চাঁদ কাটারিয়াও সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রা দ্বীপের উপকূল কাঁপল ভূমিকম্পে তীব্রতা ৬.২, সুনামির সম্ভাবনা নেই

জাকার্তা, ১৬ জানুয়ারি ঃ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রা দ্বীপ। সোমবার সকালে উত্তর সুমাত্রা দ্বীপের উপকূলে তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.২, এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজি ক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস)। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজি ক্যাল সার্ভে (ইউএস জিএস) জানিয়েছে, সোমবার সকালে ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রা দ্বীপের উপকূলে ৬.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আচেহ প্রদেশের সিংকিল শহরের ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে, ৩৭ কিলো মিটার গভীরে। এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে ফের বাড়ল ঠান্ডা, কুয়াশায় ট্রেন চলাচলে দেরিতে দুর্ভোগ

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ ফের নতুন করে শীতের দাপট শুরু হয়েছে দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারতে। একইসঙ্গে বেড়েছে কুয়াশার দাপটও। সোমবার সকালে তীব্র শীতে কেঁপেছে দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের একাংশে। কুয়াশার দাপটে এদিন ১৩টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। ট্রেন দেরিতে চলাচল করায় ভোগান্তির শিকার হয়েছেন অসংখ্য যাত্রীরা। এদিন যে ১৩টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে, তার মধ্যে রয়েছে পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, গয়া-নতুন মহাবোধি এক্সপ্রেস, ডিব্রুগ্রা। টাউন নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস প্রভৃতি।সোমবার সকালে কনকনে ঠান্ডায় ঠান্ডায় কেঁপেছে রাজধানী দিল্লি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছেন, দিল্লি সফদরজং-এ এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, লোধি রোডে তাপমাত্রা কমে ১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। একইরকম অথবা একটু কম ঠান্ডা ছিল উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও। উত্তর প্রদেশের কানপুর, গোরক্ষপুর, বারাণসী এদিন সকালে কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ৩ দিন শৈত্যপ্রবাহ বিরাজ করছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, ২ মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৩০ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৬.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৮.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৪শতকরা এবং৪৮শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত-৭টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ২০মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা - ১৫মিনিটের মধ্যেহবে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে আজকের দিনেটিতেই হবে।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে।।
বৃষ রাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন। অর্থ ব্যয়।
মিথুন রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিবাহের যোগ হতে পারে
কর্কট রাশিঃগাড়ি চালানোর সময় যত্নশীল হোন। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
সিংহ রাশিঃআপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে।।
কন্যা রাশিঃআজ আপনার প্রত্যয় বাড়বে এবং উন্নতি নিশ্চিত। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন। আর্থিক সচল হবে
তুলা রাশিঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত নয়।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। সন্তান হবেই
ধনু রাশিঃকোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে।
মকর রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার হবে
কুম্ভ রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে।।অর্থ ব্যয়।
মীন রাশিঃআপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রহনির্ভর স্থান আজ আপনার পক্ষে অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না। সুতরাং, আপনার অর্থ নিরাপদ রাখুন। ঘরের সৌন্দদর্য্যায়নের পাশাপাশি

পারদ নামতেই শীতের প্রত্যাবর্তন মহানগরীতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ আগের দিনের তুলনায় কলকাতায় অনেকটাই নামল তাপমাত্রার পারদ। যদিও, সেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরেই। সোমবার কলকাতার তাপমাত্রার পারদ নেমে ১৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পারদ নামতেই হালকা শীতের প্রত্যাবর্তন হয়েছে মহানগরীতে। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় কেঁপেছে গ্রাম বাংলা। এদিন সকালের দিকে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে কুয়াশার দাপট বেশ ভালোই ছিল, তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। বেশ কিছু দিন নিখোঁজ থাকার পর, সোমবার ফের শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। এদিকে, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতে তাপমাত্রার হেরফের হলেও দার্জিলিং-কার্শিয়াঙে বজায় রয়েছে কনকনে ঠান্ডা।

উদ্ধার হওয়া বোমগুলি নিষ্ক্রিয় করল বোম স্কোয়ার্ড

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ জানুয়ারি ঃ ১১ জানুয়ারি খেলার মাঠের দখলদারিকে কেন্দ্র করে জয়নগর থানার উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের আলিপুর গাজী পাড়ায় বোমা বাজির ঘটনায় উদ্ধার হওয়া ১১ টি তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করা হল সোমবার জয়নগর থানার আগুনখাকির কাছে সিআইডির বোম ডিসপোজাল স্কোয়ার্ড টিম, জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসন, জয়নগর মজিলপুর দমকল ও জয়নগর ১ নং ব্লকের স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে। উল্লেখ্য গত ১১ জানুয়ারি খেলার মাঠ দখল কে ঘিরে বোমাবাজির উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। আহত হন বেশ কয়েকজন। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় ১১ টি তাজা বোমা নিয়ে এসে রাখা হয় থানায়,খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়ার্ডের টিম কে। আর সেই মতো সোমবার বেলায় জয়নগর থানায় বোম স্কোয়ার্ডের বিশেষ টিম।

রাজমিস্ত্রি তৈরি করতে যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আর বাকি থাকা আড়াই মাসের মধ্যে ১১ লক্ষের বেশি পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ করার জন্যে রাজমিস্ত্রি তৈরি করতে যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রুরাল ম্যাসন ট্রেনিং প্রকল্পের আওতায় খুব শীঘ্রই প্রতিটি জেলায় এই রাজমিস্ত্রি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রামউন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যে যে ছটি সংস্থা এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করে দপ্তরের আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দেড় মাসের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষিতদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য এর আগে ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যকে চল্লিশ হাজার রাজমিস্ত্রি তৈরির কথা বললেও আবাস যোজনার টাকা না আসায় এবং কভিডের কারণে জেলাগুলিতে পুরোদমে সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন না করতে পারায় মাত্র ১৫ হাজার রাজমিস্ত্রি তৈরির পরেই প্রশিক্ষণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই দিকে আবাস যোজনা প্রকল্পে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যে ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৮৮ টি বাড়ি তৈরির নির্দেশ আগেই দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিকদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরও দেওয়া হল টিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে নয় মাস থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের হাম ও রুবেলার বিশেষ টিকাকরণ অভিযানের দ্বিতীয় সপ্তাহে শহরের বেসরকারি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ুয়াদের টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে টিকাকরণের কাজ চলছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এদিন শহরের সাংবাদিকদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই শিবিরে অংশ নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের সহকারী অধিকর্তা ডাক্তার পার্থ দে জানিয়েছেন, কলকাতায় মোট ১১ লক্ষ ছেলে মেয়েকে হাম ও রুবেলা টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রথম সপ্তাহের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যে শহরে ৬০ হাজারের বেশি ছেলেমেয়ে এই টিকা নিয়েছে। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ওই কর্মসূচির প্রথম সপ্তাহে মূলতঃ বিভিন্ন সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের টিকাকরণের আওতায় আনা হয়েছে। চলতি সপ্তাহ থেকে টিকাকরণ আরো গতি আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই টিকা নেওয়ার উপযুক্ত একটি শিশু যেন টিকাকরণের আওতার বাইরে না থাকে তার জন্য রাজ্য সরকার সবরকম পদক্ষেপ করছে। স্কুল ছুট এবং ফুটপাতবাসি শিশুদের হাম- রুবেলা টিকাকরণের জন্য বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। কলকাতা সমস্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশাপাশি লেডি ডাফরিন হাসপাতাল, অবিনাশ দত্ত হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে স্থানীয় বাচ্চা বিশেষ করে পথ শিশুদের টিকাকরণের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি প্রতি বুধবার কলকাতা পুরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের পুরো স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে হাম ও রুবেলার টিকা দেওয়া হচ্ছে। ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিকাকরণ কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনার পর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে আরো এক দফা বিশেষ টিকাকরণ অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

শতাব্দী প্রাচীন পঞ্চানন মন্দিরের তালা ভেঙে লুট প্রতিমার গয়না, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ জানুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের হঠাগঞ্জ পঞ্চানন মন্দিরের তালা ভেঙে প্রতিমার সোনার গয়না ও নগদ অর্থ-সহ প্রায় ১২ লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। সোমবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই চঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার রাতে স্বরূপনগর হঠাগঞ্জ পঞ্চায়েতের পঞ্চানন মন্দিরের প্রতিমার গা থেকে খোয়া যায় আনুমানিক ২০ ভরি সোনা, ৮০ ভরি রুপোর গয়না ও প্রণামির বাক্স থেকে নগদ অর্থ-সহ আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকার জিনিস। সোমবার সকালে মন্দিরে পুজোর কাজে এসে চুরির বিষয়টি দেখতে পান মন্দির কর্তৃপক্ষ। ভক্তদের বয়ান অনুযায়ী, মন্দিরের দু'টি গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। মন্দিরে চুরির ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল শুরু হয়ে যায় ভক্তদের মধ্যে। তদন্ত শুরু করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

লিলুয়ার আনন্দনগর ঝাউতলায় উদ্ধার খুলি সহ মানব দেহের কঙ্কাল, এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার লিলুয়ার আনন্দনগর ঝাউতলায় উদ্ধার হয়েছে খুলি সহ মানব দেহের কঙ্কাল। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। ওই এলাকায় পাঁচ মাস আগে নিখোঁজ হয়ে যান এক মহিলা। খুলি ও উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল তাঁরই কিনা চলছে তদন্ত। এবার হাওড়ার লিলুয়ায় উদ্ধার হলো নরকঙ্কাল। শাঁখা-পলা দেখে এলাকার বাসিন্দাদের অনুমান উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি ওই নিখোঁজ মহিলারই। কঙ্কাল উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে লিলুয়ার ঝাউতলা এলাকায়। জানা গেছে, সোমবার দুপুরে স্থানীয় কিছু মানুষ গাছের কাঠ কাটতে গিয়ে ওই কঙ্কালটি দেখতে পান। তাঁদের অনুমান, এটি কোনও মহিলার কঙ্কাল। কারণ সেখানে শাঁখা এবং পলা ছিল। ওই এলাকার বাসিন্দা গীতা মালিক নামের এক মহিলা গত ২৪ আগস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন। গীতাদেবী সিপিএমের তিনবারের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা ছিলেন। এলাকার মানুষের সন্দেহ উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি গীতাদেবীর। স্থানীয় বাসিন্দা শঙ্কর সিং জানান, দুপুরে দেখি দেবু মালিক, গৌতম মালিক এরা কাঠ কাটতে এসেছিল। সেখানে যাতায়াত করতে গিয়ে দেখে একটা মাথার খুলি পড়ে আছে। মৃতের হাতে লাল পলা। এবং একটা শাঁখা ছিল। মৃতের দাঁত দেখে মনে হচ্ছে ৫-৬ মাস আগে নিখোঁজ এক মহিলার। বাড়ির লোকজন প্রচার করেছিল সেই মহিলা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। তবে ফরেন্সিক তদন্ত হলে আসল সত্য জানা যাবে। অনুমান মহিলার নাম গীতা মালিক। বাম আমলে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা ছিলেন। এলাকাটি পরিত্যক্ত। এখানে কেউ আসে না। প্রায় ৫-৬ মাস আগে এই এলাকাটিতে জল ভর্তি ছিল। মনে হচ্ছে ওই মহিলাকে মারধর করে মেরে ফেলে দিয়েছে। ওনাকে মারধর করা হোত। নিখোঁজ মহিলার ছেলে সুভাষ মালিক বলেন, ২৪ আগস্ট থেক নিখোঁজ হন মা। মায়ের নিচের দু'টো দাঁত তোলা ছিল। এর পাশাপাশি হাতের পলা ছিল কঙ্কালের পাশে। সেই দেখে অনুমান এই দেহ মায়ের হতে পারে। মায়ের বয়স প্রায় ৬০। উনি কি করে এখানে গেলেন তা জানা নেই। মানসিকভাবে উনি অসুস্থ ছিলেন। মায়ের উপর অত্যাচার করা হত না। তবে বকাবকি করা হত। পুলিশে জানানো হয়েছিল। মনে করেছিলাম মা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজি বাউরি জানান, এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। এখানে কাঠ কাটতে এসে সেখানে কঙ্কাল দেখতে পান। মৃত মহিলাকে বাড়ির লোক মারধর করত। পুলিশ এসে দেহ নিয়ে গিয়েছে। যদিও কঙ্কালটি কার ফরেনসিক পরীক্ষার আগে তা বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, যে জায়গা থেকে কঙ্কালটি উদ্ধার হয়েছে সেটি একটি পরিত্যক্ত জলা জায়গা। বছরের অর্ধেক সময় বিশেষত বর্ষার সময় কয়েক মাস ওই জলা জমি প্রায় এক কোমর জলে ডুবে থাকে। তাই ওখানে সাধারণ মানুষ বিশেষ যাননা। জল নামতে গাছ কাটতে গিয়েছিলেন এদিন পাড়ার কিছু যুবক। তখনই তাঁরা ওই কঙ্কালটি দেখতে পান। লিলুয়া থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে কঙ্কালটি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যায়। তবে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এদের পরিবার ওই মহিলাকে শারীরিক নির্যাতন করতো। এলাকার মানুষের অভিযোগ পরিবারের লোকেরাই তাঁকে মারধর করে খুন করে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নিশানায় প্রতিবেশী প্রমোটার, গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য বেহালায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ বেহালায় এক মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে তৈরি হল প্রবল চাঞ্চল্য। বেহালার পূর্বপাড়ার ওই ঘটনায় অভিযোগ উঠছে নিজের জমিতেই বাড়ি করতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল ওই মহিলাকে। পরিবারের অভিযোগ অ্যাসিড খাইয়ে খুন করা হয়েছে ওই মহিলাকে। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিস। পাশাপাশি পুলিসের বিরুদ্ধেও নিষ্ক্রয়তার অভিযোগ উঠছে। মৃত মহিলার নাম লক্ষ্মী দেবী সাউ। সোমবার ভোরে তাঁর অচৈতন্য দেহ পাওয়া যায় তার বাড়ির পাশে প্রমোটারের বাড়ির সামনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, লক্ষ্মী দেবীর বাড়িতে ছাদ ছিল না। তাঁর বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, যতবারই লক্ষ্মী দেবী তার ছাদ ঢালাই করার চেষ্টা করেন ততবারই তাকে বাধা দিয়েছিলেন ওই প্রমোটার। তিনিই প্রভাব খাটিয়ে তা রুখে দেন। পুলিসকে বলে কোনও সুরাহা হয়নি। পরিবারের আরও দাবি, গতকাল লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে ওই প্রমোটার সমীর চক্রবর্তী-সহ আরও একজনের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বৈঠক হয়। সেখানে বলা হয় প্রমোটিংয়ের জন্য লক্ষ্মী দেবীকে ওই জমি দিতে। কিন্তু তাতে না করেন লক্ষ্মী দেবী। এদিন সকালে লক্ষ্মীর অচৈতন্য দেহ পাওয়া যায় ওই প্রমোটারের বাড়ির সামনে। তাঁকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন অ্যাসিড পান করে মৃত্যু হয়েছে লক্ষ্মী দেবীর। এখন এটি আত্মহত্যা নাকি অন্যকিছু তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ওই ঘটনায় সমীর চক্রবর্তী ও আরও ২ জনকে আটক করেছে পুলিস। মৃত মহিলার ছেলে জানান, আমরা ঘর তৈরি করছিলাম। রাতে মা কখন বেরিয়েছিল জানি না। আমরা গিয়ে দেখলাম মা ওই প্রমোটারের বাড়ির সামে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওই প্রমোটার চাইছিল আমরা যেন চাদ ঢালাই না করি। ওরা আমার মা-কে মেরে দিয়েছে।

ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরে ৫১৬ বছরের পুরনো মাছের মেলাকে ঘিরে আমজনতার উৎসাহ

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৬ জানুয়ারি ঃ পয়লা মাঘ সোমবার হুগলির দেবানন্দপুরের কেষ্টপুর গ্রামে বিখ্যাত মাছের মেলা বসে এই মেলায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকেও মৎস্য ব্যবসায়ীরা বিখ্যাত বড় বড় মাছ নিয়ে আসে এখানে ভেটকি- রুই - কাতলা- শোল মাছ - পাঙ্গাস মাছ - বোয়াল মাছ বড় বড় ভোলা মাছ এরকম অনেক মাছ আছে। যাদের নাম আমরা জানি না সেই সব মাছ সব বাজারে দেখাও যায় না। অথচ এই মেলায় সেই সব মাছ আছে। এক একটি মাছের ওজন ১০ কিলো ১২ কিলো ১৫ কিলো, ২০ কিলো ৩০ কিলো এমন কি ৪০ কিলো পর্যন্ত আছে দেখলে মনে হবে যেন হাঙ্গর মাছ একটা শংকর মাছেরই ওজন ২২ কিলো। একটি পাঙ্গাস মাছের ওজন ২২ কিলো ১৮ কিলো ওজনের কাতলা মেলায় এসে এইসব মাছ দেখে খুব খুশি ক্রেতারা একদিনের এই মেলা বসে, ভোর রাত থেকে শুরু হয় সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত চলে। এই মাছের মেলাকেই ঘিরে অনেক দোকানপাট বসে অনেক দূর পর্যন্ত দোকানের সারি বসে খাবার এই জিনিস থেকে সবকিছু বাঁকুড়া জেলার নদীয়া জেলা বর্ধমান জেলা বীরভূম জেলা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা হাওড়া জেলা মেদিনীপুর জেলা থেকে শুরু করে আসেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা ও মেলা দেখতে আসা ৮ থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রেতারা। এই মেলায় আসেন অনেকে এই মাছের মেলা থেকে মাছ কিনে পাশে সরস্বতী নদীর ধারে আম বাগানে পিকনিক করতে বসে যান। নদীয়া থেকে আসা তরুণী বললেন খুব ভালো লাগছে এই মেলা আরো কয়েকদিন থাকলে ভালো হতো। অমিত রায় নামে বর্ধমান থেকে এসেছেন মেলা দেখতে তিনি বললেন এত বড় বড় মাছ কোনদিন দেখিনি। সত্যি আশ্চর্য এই মেলা ভাবা যায় না আরো কয়েকদিন থাকলে ভালো হতো। একমৎস্য ব্যবসায়ীর বক্তব্য, এই মেলায় নানান জেলা থেকে সবাই আসে। অনেক বড় বড় মাছ আছে এখানে যা পাই পুষিয়ে যায়। এই মেলার মধ্যে রাধাগোবিন্দ মন্দির আছে এই মাছের মেলার ইতিহাস আছে, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বললেন আজ থেকে ৫১৬ বছর আগে এই গ্রামে জমিদার ছিল গোবর্ধন গোস্বামী তার ছেলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী মাত্র ১৬ বছর বয়সে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করে তিনি সোজা পানিহাটি চলে যান নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কাছে নিত্যানন্দ জি এত কম বয়স দেখে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন রঘুনাথ এই দিনে বাড়ি ফিরে আসে সেই আনন্দে গ্রামের লোকজন জমিদারের কাছে আনন্দ করে খাওয়ার আর্জি করেন তখন জমিদার পুকুর থেকে মাছ ধরেন অলৌকিকভাবে সেই পুকুর থেকে বড় বড় মাছ এমনকি ইলিশ মাছ ওঠে আনন্দ করে সবাই খাওয়া-দাওয়া করে প্রজারা সেই থেকেই মাছের মেলা। এই মেলাতে বড় বড় কাঁকরা মাছও আছে কি মাছ নেই এই মেলায় সেটাই বলা মুশকিল ব্যান্ডেলে দেবানন্দপুরে।

আদালতে ধাক্কা রাজ্য পুলিশের, সিপিএম দম্পতি খুনের মামলায় দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে পুর্নঃতদন্তের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ কলকাতা হাইকোর্টে বড় ধাক্কা রাজ্য পুলিশের। কাকদ্বীপে সিপিএম দম্পতির পুড়ে মৃত্যুর ঘটনায় পুনর্তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল কমিশনার দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্ত দল গঠন করে ফের তদন্ত করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। প্রায় ৫ বছর আগের সেই ঘটনায় তদন্ত করেছিল রাজ্য পুলিশ। ওই মামলায় চার্জশিট পেশ করা হয়। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। কিন্তু, সেই তদন্ত সন্তুষ্ট হননি ওই দম্পতির ছেলে। দেবু দাস ও ঊষা দাসের ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত করেছিল পুলিশ। বর্তমানে তাঁদের ছেলে দীপঙ্কর নিজেই আইনজীবী। পুলিশের তদন্তে সন্তুষ্ট না হওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। ২০১৮ সালের ১৪ মে-র ঘটনা। ওই বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ থানা এলাকায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় দেবু দাস এবং ঊষা দাসের। প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিটের কথা উঠে এসেছিল। কিন্তু ওই দম্পতির ছেলে দীপঙ্কর দাস খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কাকদ্বীপ থানায়। দেবু দাস এবং ঊষা দাস এলাকায় সিপিএম কর্মী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কাকদ্বীপ থানার পুলিশের তদন্তে খুশি হতে পারেননি দীপঙ্কর। মোট ১৪ যাদের নামে এফআইআর করা হয়েছিল। পরে পুলিশ যাঁদের গ্রেফতার করে, তাঁরা সিপিএম কর্মী বলেই জানা যায়। কিন্তু সিপিএম দাবি করেছিল, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। এফআইআরে যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের বাদ দিয়ে অন্যদের গ্রেফতার করা হয়েচিল বলেও অভিযোগ ওঠে। মাস কয়েক আগে আদালতের দ্বারস্থ হন মৃত দম্পতির ছেলে তথা আইনজীবী দীপঙ্কর। কাকদ্বীপ থানার তদন্তের ওপর ভরসা রাখল না হাইকোর্ট। কাকদ্বীপ থানার চার্জশিটে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশ কলকাতা পুলিশের স্পেশাল কমিশনার দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করতে হবে। তারাই ওই ঘটনার পুনরায় তদন্ত করবেন। সেই তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিচার হবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।

ঐতিহ্যবাহী চারদিন ব্যাপী বাবা দেওয়ান সাহেবের মেলা শুরু হল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ চারদিন ব্যাপী ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী শ্যামপুরের সীতাপুর দেওয়ানতলায় বাবা দেওয়ান সাহেবের মেলা শুরু হল। সোমবার শ্যামপুরের সীতাপুরে প্রায় তিনশত বছরের প্রাচীন এই মেলার ঘরোয়া কুটিরশিল্পের পশরা সাজিয়ে বহু বিক্রেতা উপস্থিত হয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কালো রংয়ের মাটির কলসী যা এই মেলার এক বিশেষ ঐতিহ্য বহন করে চলছে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি এবং জমজমাট ভিড় এবং প্রতিদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে এই মেলায়। মেলা চলবে আগামী ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মেলার শুভ সূচনা হয় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য পরাগ মন্ডল, শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি গঙ্গা নেয়ে, হাল্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সর্বানী পাত্র, আমড়দহ পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত কুমার পাত্র, মেলা কমিটির সম্পাদক সেখ মহ, মহিউদ্দিন, সভাপতি ফজলুর রহমান প্রমুখ।

টোটোয় ধাক্কা বাসের কাকদ্বীপে মৃত্যু দু'জনের, আহত ১

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ১৬ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অন্তর্গত নতুন রাস্তার মোড়ে বাস ও টোটোর সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এই দুর্ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে টোটোর চালকও রয়েছেন। গঙ্গাসাগর থেকে ফেরা পুণ্যার্থীদের নিয়ে একটি বাস লট নম্বর আট থেকে বাবুঘাট ফেরার পথে একটি টোটোকে ধাক্কা মারলে এই বিপত্তি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, জখম তিনজনকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত টোটো চালককে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই প্রাণ হারান তিনি। অপর যাত্রীকে ডায়মন্ড হারবার রেফার করা হয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গঙ্গাসাগরে অসুস্থ পুণ্যার্থীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে আনা হয় হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগরে অসুস্থ পুণ্যার্থীকে সোমবার সকালে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে আনা হয় হাওড়ায়। নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। ওই পেশেন্ট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর কন্ডিশনে চলে যান বলে জানা গেছে। ওই অসুস্থ পুণ্যার্থীকে সোমবার সকালে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে আনা হয় হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে। এখান থেকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে। এবিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) আত্রেয়ী চক্রবর্তী বলেন, জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির বাসিন্দা শ্যামল দেবনাথকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সোমবার সকালে ডুমুরজলায় আনা হয়েছিল। ওনার আগে থেকেই হার্টের সমস্যা ও ডায়াবেটিস ছিল। ওখানে গিয়ে ওই পেশেন্ট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর কন্ডিশনে চলে যান। ওখানে হাসপাতালে সিসিইউ'তে রেখে প্রথমে ওনার চিকিৎসা করা হয়। এরপর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে হাওড়ায় এনে এরপর কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

৩০, ৩১ জানুয়ারি দু'দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্স (ইউ এফ বি ইউ)-এর পক্ষ থেকে আগামী ৩০ এবং ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ দু'দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল সোমবার জানিয়েছেন - ইউএফবিইউ তাদের ৬ টি দাবি সামনে রেখে ৩০ এবং ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ২ দিনের দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। নিম্নলিখিত দাবিতে ধর্মঘটকে সফল করার জন্য নিয়মিত এবং কন্ট্রাক্ট ক্যাজুয়াল উভয় ধরনের ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানাই। সমস্ত গ্রাহকদেরও এই ধর্মঘটকে সমর্থন করার আহ্বান জানাই।

অস্ত্রসহ ধৃত এক দুস্কৃতি জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে ক্রমাগত অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে জয়নগর, বকুলতলা, কুলতলি থানা এলাকায়। এবার অস্ত্র সহ এক দুস্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে জয়নগর থানার গোবিন্দপুর এলাকা থেকে অস্ত্রসহ এক ব্যাক্তি কে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার হয় একটি ওয়ান শাটার পিস্তল ও দু রাউন্ড কার্তুজ। ধৃত দূস্কৃতি হল হাসান মোল্লা, ধৃতের বাড়ি কুলতলি থানার কীর্তনখোলা এলাকায়। কি কারনে সে বেআইনি অস্ত্র মজুদ করেছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এই ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভায় দুয়ারে দিদির দূত, দিদির সুরক্ষা কবচ ও সাংবাদিক সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সরকারি প্রকল্প গুলোকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নববর্ষের শুরুতেই ঘোষণা করেছিলেন 'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচি। সাংসদ, বিধায়ক সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'দিদির সুরক্ষা কবচ' এর প্রচার শুরু করেছেন। ছয়টি স্তরে প্রকল্পের প্রচার চালানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য সাথী, খাদ্য সুরক্ষা, লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ ছয়টি প্রকল্পের প্রচার চালানো হচ্ছে। কোনো মানুষ যাতে কোনো প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সরকারি প্রকল্পের সমস্ত সুযোগ - সুবিধা পায় সেই গুলি খতিয়ে দেখবেন। আবাস প্লাস নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে তোলপাড় রাজ্য। একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ভুয়ো প্রাপকের নাম উঠে এসেছে। এর ফলে বেশ কিছুটা চাপে রাজ্য শাসক দল। এই ভুয়ো প্রাপক নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে একাধিক মত ও তৈরী হয়েছে। সার্ভের কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এমন খবরও উঠেছে এবং উঠছে হাওড়া ও তার ব্যতিক্রম নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে সরোজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন হাওড়ার জেলা শাসক মুক্তা আর্য। উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভার মুক্তিচক গ্রামে দুয়ারে দিদির দূত কর্মসূচি পালনে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী, ছাত্র নেতা রুহুল আমিন, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য বিমল দাস, আমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তুষার কর সিনহা, সোনালী মুখার্জী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃত্ববৃন্দ, কর্মী, সমর্থক বৃন্দ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত পনেরটি জনমুখী প্রকল্পের সুযোগ -সুবিধা যাতে সকল শ্রেণীর মানুষ পান সেই জন্য এবার উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই দিদির দূত নামে কর্মসূচি শুরু হয়েছে সমগ্র হাওড়া জেলায়। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী আমতা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা - নেত্রী, কর্মী - সমর্থক ও সাংবাদিকদের নিয়ে সম্মেলন করে মানুষদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। নিজের কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা, কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানুষের দুয়ারে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের পনেরটি জনমুখী প্রকল্প সকল শ্রেণীর মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে তারা অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। ডাঃ নির্মল মাজী জানান, আমাদের একটাই মুখ তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী পনের বছর পর ফাইভ সিক্সের ছাত্র - ছাত্রীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ইতিহাস বইতে পড়বেন। তাই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই জনমুখী সব কয়েকটি প্রকল্প সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে চান। রাজ্যের দশ কোটি মানুষদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ মানুষ পরিষেবা গুলির সুযোগ -সুবিধা পাচ্ছেন।যে ৫ শতাংশ মানুষ নানান সমস্যার জন্য এই পরিষেবা পান না তার জন্য আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে দিদির দূত হিসাবে যাচ্ছি। এর মূল উদ্দেশ্য জনসংযোগ করা। প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হবে যে ১৫ টি প্রকল্পের সুযোগ - সুবিধা মানুষ পাচ্ছেন কিনা,কী কী সুযোগ -সুবিধা পরিবার গুলি পাবে তা নিয়েও দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বৃন্দ। কেউ না পেলে কিভাবে এই সুযোগ -সুবিধা গুলি পাবেন, সেই নিয়ে ও বিশদে বোঝানো হবে বলে জানান বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী। আমতা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে হয়ে গেল একটি সাংবাদিক সম্মেলন। বাংলার সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্যই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মানুষ যাতে সুরক্ষিত থাকে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই কর্মসূচি। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী বলেন, দিদির সুরক্ষা কবচ , দিদির দূত এই গুলি নিয়ে বিরোধী দলগুলোর নেতা -নেত্রী, কর্মী - সমর্থকরা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। আপনারা ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে তার যোগ্য জবাব দেবেন। বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা - নেত্রী,কর্মী- সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা বিরোধী দল গুলির পাতা ফাঁদে পা দেবেন না কোনো সময়েই। নিজেদের সবসময় সংযত রাখবেন, মাথা গরম করবেন না। তিনি বলেন, রাজ্যের ১০ কোটি মানুষের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস নতুন অ্যাপ চালু করেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে ১৫ টি পরিকল্পনা পৌঁছে দেওয়া হবে সাধারণ মানুষের কাছে। ৩৫০ জন নেতা -নেত্রী, আগামী ২ মাস গ্রামে গ্রামে দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাবেন। গুগলের প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে এই অ্যাপ। দিদির দূত হিসেবে কাজ করছেন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ভলেন্টিয়ার। তাঁরা মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবেন। বিধাযক ডাঃ নির্মল মাজী আরো বলেন, প্রত্যেক সাংসদ, বিধায়ক, সভাধিপতি, জেলা প্রেসিডেন্ট, জেলা চেয়ারম্যান, দলীয় মুখপাত্রদের নিয়ে ৩৪০ জনের দল তৈরী হয়েছে। বাংলায় সব মিলিয়ে ৩ হাজার ৩৪৩ টি অঞ্চল রযেছে। এক জনের উপরে ১০ টি অঞ্চলে রাত কাটানোর দায়িত্ব আছে। ৩২০ জনের হিসাবে ২০০ টি অঞ্চলে রাত কাটানো যাবে নির্দিষ্ট সময় ১০ জানুযারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর মাধ্যমে ৯৮ শতাংশ অঞ্চলে দিদির দূত - রা যেতে পারবেন। যাঁরা দিদির দূত হয়ে যাচ্ছেন তারা যাতে দিদির দূতের মতো আচরণ করেন, সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আমতার জাগ্রত মেলাইচন্ডী মাতার মন্দিরে পূজা দিয়ে বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী আমতার মেলাই পাড়ায় দিদির দূত কর্মসূচি - তে এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের অভাব - অভিযোগ নথিভুক্ত করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২ মাঘ, ১৪২৯

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র শব্দটির সঙ্গে পরিচয় সবার রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রটা আসলে কি সেটা জানার খুব একটি বেশি প্রয়োজন বোধ করে না কেউই। সবাই ভোট দেওয়াকে গণতন্ত্রের সীমার মধ্যে আটকে রেখে দিয়েছে। ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারলেই গণতন্ত্র সার্থক হবে বলে মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। কেন গণতন্ত্রের সংজ্ঞার পরিব্যাপ্তি ঘটল না তার কারণ এখন অবশ্য ভাবা যেতে পারে। বিলাতের গণতন্ত্র ভোগী মানুষেরা যেধরনের গণতন্ত্র ভোগ করে ভারতের নাগরিকেরা কি একই গণতন্ত্র ভোগ করে? আমেরিকার নাগরিকেরা যে ধরনের গণতন্ত্র ভোগ করে সেটা কি ভারতের জনগণ ভোট করতে পারে? সেটা বোধ হয় না। তার একটি মাত্র কারণ ভারতের গণতন্ত্রের ওপরে রাজনৈতিক দলের প্রভাব রয়েছে। তার ফলে রাজনৈতিক দলের নেতারা যেভাবে দেশের গণতন্ত্রকে পরিচালিত করবে সেই পথ ধরেই গণতন্ত্র বারতে এগোতে থাকবে। সাচ্চা গণতন্ত্র কোথায় রয়েছে তা কিন্তু এখনকার দেশবাসীদের ভাবতে হবে। গণতন্ত্র শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ছিল গ্রীস দার্শনিক অ্যারিস্টটলের। তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন। গ্রীস দেশে যখন গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা নিয়ে চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছিল তখন সেখানে রাজতন্ত্র ছিল। গণতন্ত্র সেখানে ছিল না। কিন্তু গণতন্ত্রের আসল রূপ রেখা গ্রহণ করে ইংরেজরা। ফরাসিরা। ফরাসিরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিল রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে। ফেটারনিটি, লিবার্টি এবং ইকুয়ালিটি প্রতিষ্ঠা করে। তারপরে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ফরাসি বিপ্লব প্রভাবিত করে। সেখানেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পত্তন হয়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে ফরাসিদের দান রয়েছে। ইংরেজরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে বটে কিন্তু তারা রাজতন্ত্রকে এখন পরিহার করেনি। রাজতন্ত্রকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু রেখেছে। বিলাতের মানুষেরা হচ্ছে প্রকৃত শাসক। তাদের মত এবং পথ ধরেই বিলাতে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। জনপ্রতিনিধিরা সংসদে অংশ গ্রহণ করতে পারে বটে। আলোচনা করতে পারে বটে। কিন্তু জনগণের স্বার্থে কোনও আলোচনা না করতে পারলে সেই জনপ্রতিনিধিকে সরিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে জনগণ। ইংরেজদের প্রধানমন্ত্রীও পর্যন্ত জনগণের মতকে ভয় পায়। প্রধানমন্ত্রী কতখানি প্রভাবশালী জনগণের কাছে তা নিয়ে মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে। সেখানে যদি দেখতে পাওয়া যায় যে প্রধানমন্ত্রী জনগণের আস্থা হারাতে শুরু করে দিয়েছে তাহলে প্রধানমন্ত্রী পদে বসে থাকা খুবই অনিশ্চিত। সেই ব্যবস্থা কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না? ভারতের একবার জনপ্রতিনিধি হতে পারলে পাঁচটি বছর নিশ্চিত হয়ে তিনি সংসদে ঘোরাফেরা করতে পারবেন এবং রাজনৈতিকপ্রশাসনিক সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। কিন্তু অন্য দেশের কোনও জনপ্রতিনিধিরা এতখানি নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারে না। তারা সব সময়ে ভয়ে থাকে। জনগণের আস্থা হারালে তাদের কিন্তু জনপ্রতিনিধি থেকে সরে যেতে হবে। আমেকিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে সরে যেতে হয়েছিল ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর জন্য। একজন সাংবাদিক বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতাদের আড়িপাতা নিয়ে অভিযোগ করেছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিরুদ্ধে। সুপ্রিম কোর্টে তা প্রমানিত হলে নিক্সনকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রকম ফের হতে শুরু করে দিয়েছে। বারবার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে আঘাত সৃষ্টি হতে থাকে। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে এখন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি হলেও রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রভাবে তা ব'কলমে একনায়কতন্ত্রে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। গণতন্ত্র শব্দটি এখন শুধু মাত্র ভোট যন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। তার বাইরে অবস্থান করতে পারছে না। তার ফলে গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ ঘটছে না। একটি স্থানে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর্থিক গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে না পারলে কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ হওয়া একেবারে অসম্ভব। আগে সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার দরকার রয়েছে। কিন্তু ভারতের একটি সময়ে সামাজিক গণতন্ত্র ছিল। যখন যৌথ পরিবারের মধ্যে সব সদস্যরা এক সঙ্গে বসবাস করতো। তখন সংসারে ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে সবার পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো সর্বস্তরে। সেখানে যার দল ভারি থাকতো তারাই সিদ্ধান্তকে বিকাশ করার সুযোগ পেত। এখন যৌথ পরিবার তত্ত্ব একেবারে ভেঙে গিয়েছে। ছোট পরিবার ছোট সংসার গড়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছ সর্বত্র। তার ফলে পরিবারের পিতা মাতা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তাই বিকাশ লাভ করছে। সেই পারিবারিক গণতন্ত্রের পথ যে একটি সময়ে অলিখিতভাবে রচিত হয়ে গিয়েছিল তা এখন আর নেই। ছোট পরিবার সুখী পরিবার গড়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। তার ফলে পারিবারিক বিকাশ হচ্ছে বটে। কিন্তু তা সর্বস্তরে গিয়ে পৌঁছাতে পারছে না। ফলে গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশের ভাবধারা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। পিতা মাতা অনেক সময়ে একনায়কতন্ত্র মতে বিশ্বাসী হয়ে তাদের সন্তানদের ওপরে মাতব্বরি করতে থাকে। দাদু দিদিমার কোনও ভূমিকা এখন আর দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। গণতন্ত্র শব্দটি বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। অতীতের গণতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে বর্তমানে গণতান্ত্রিক চিন্তার বিরাট ফারাক রয়েছে। আমরা রামায়ণে গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ খানিকটা লাভ করতে পারে। রাজা দশরথ প্রায় সময়ে সুশাসন চালু রাখতে প্রজাদের মতামতকে গ্রহণ করতেন। রামচন্দ্রের মধ্যেও তা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বনবাসে যাওয়ার আগে মায়ের অনুমতি গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন রামচন্দ্র। ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে পারিবারিক গণতন্ত্রের সূত্র রামায়ণে রয়েছে। কিন্তু তারপরে মহাভারতে সেটা ক্রমশ বিলীন হতে থাকলো। মহাভারতে হচ্ছে শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার পর্ব। সেখানে শক্তিই হচ্ছে প্রধান অস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যে দিয়ে দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বটে। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন শক্তিকে গ্রহণ না করতে পারলে কৌরবদের পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে তিনি কৌশল এবং শক্তি দুইয়ের পুজারি। কৌরবরা পরাস্ত হয়েছিল কৌশলের কাছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

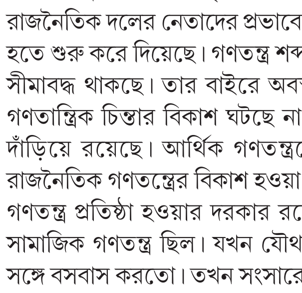

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না।

শহীদ ক্ষুদিরাম বিপ্লবী সমিতির জন্য ডাক বিভাগের টাকা লুঠ করেন

“ রাজনৈতিক ডাকাইতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক”

রবীন্দ্রকুমার শীল্

প্রথম দিকে ধনীরা বিপ্লবী দলকে আর্থিক সাহায্য দিলে পরে তারা হাত গুটিয়ে বসে পড়েছিল। ফলে বিপ্লবী দলের নেতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এই সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, ‘‘ রাজনৈতিক ডাকাইতি করিয়া বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল। আমি যখন এই সমিতিতে যোগদান করি তাহার পূর্ব্বই এ মতটা পাকাপাকি রূপে গৃহীত হইয়াছিল। কারণ দেশের লোক টাকা দেয় না। দুই-চার জন ব্রিফলেস ব্যারিস্টার -যাঁহারা নেতাগিরি করিতেন তাঁহারাই কিছু কিছু সাহায্য করিতেন; কাজেই স্থির হইল, ইংরেজের টাকা কাড়িয়া লও। কিন্তু স্বদেশী যুগের পর যখন রাজনৈতিক ডাকাইতি আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যে ডাকাতি কেবল দেশের লোকের উপরই হইতে লাগিল। কারণ, বোধ হয় ইংরেজের বা গর্ভমেন্টের উপর ডাকাইতি করা জন্য তত সোজা নয়, নিরস্ত্র দেশের লোকের উপর করা যত সোজা।’’

‘‘বঙ্গে রাজনৈতিক ড্যাকইতির ইতিহাস এক ‘মেলোড্রামার’ অভিনয়। ইহা বঙ্গেই সংঘটিত হইতে পারে। বাংলা আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীর দেশ। সেই অভিনয়ই বঙ্গে পুনঃ পুনঃ হইয়াছিল। ..ডাকাইতি বা গুপ্তহত্যা বীরত্বের লক্ষণ নয়, বীর জাতিরা এই সব উপায় অবলম্বন করে না, তাঁহারা সম্মুখ -যুদ্ধ করে। বাংলা ডাকাইতির দেশ; সেই জন্যই রাজনৈতিক ডাকাইতির হুড়াহুড়ি হইয়াছিল। ইহার ফলও শোচনীয় হইয়াছিল। ইহার জন্য নিজেদের মধ্যে দলাদলি হয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের নিকট টাকা লুকাইয়া রাখা হইত তাঁহারা গচ্ছিত অর্থ অনেক স্থলে আত্মসাৎ করিয়াছেন।’’

‘‘ ডাকাইতি লইয়া বঙ্গে দলাদলি ছিল। আমার বোধ হয়, কোন কোন লোকের কাছে ইহা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। এই সব দলের লোক বলিয়াছেন যে, মহাশয়, যেদিন একটা ডাকাইতি বা হত্যা হইয়াছে সেই স্থানে হুড়হুড় করিয়া দলে সভ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শেষকালে এই সব বিভিন্ন দল ভাল যুবক সংগ্রহ করিবার দিকে নজর না দিয়া কেবল মাত্র সভ্যশ্রেণী বাড়াইবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। সেই জন্যই হুজুগে ছোকরা দলে লওয়া হইয়াছিল। ফলে ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে ধর-পাকড়ের সময় অনেক ছেলে ধরা পড়িলেই সব গুপ্তকথা বলিয়া দিত। শেষাশেষি বোধ হয় বেশীর ভাগই বাজে সভ্য লওয়া হইয়াছিল।’’ বাংলার বিপ্লববাদের সূত্রপাত হওয়ার কিছুদিন বাদেই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কখন প্রবলভাবে আবার কখনও মন্দাগতিতে ডাকাতি

শুরু হয়েছিল। জল পথ এবং স্থল পথ ধরে ডাকাতি হতো। তবে ১৯১৫ সালে কলকাতার গার্ডেনরিচ এবং বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানে যে মোটর গাড়ি ডাকাতি হয়েছিল তা বিপ্লবের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করে। বিপ্লবীদের বহু ডাকাতিতে আশ্চর্য রকমের শৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত যে সব ডাকাতি শুরু হয়েছিল বিপ্লবীদের কষ্টসহিষ্ণুতা নিয়মানুবর্তিতা এবং ক্ষিপ্রকারিতা নির্ভীকতা, লোভশূন্য মনোবৃত্তি প্রভৃতি প্রকাশ পেতে থাকে। তারা জানে যে এই সব ডাকাতি করা হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করা। কারোর ব্যক্তিগত লাভের জন্য ডাকাতি করা হচ্ছে না। বিপ্লবী সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করতেই এই সব ডাকাতি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সময়ে সময়ে নির্মম টিনষ্ঠুরতা এবং কোমল মনোবৃত্তিও প্রকাশ লাভ করেছিল। ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পরে সবার গা তল্লাসি করা হতো। বহু লোক একত্রে থেকে ডাকাতি করতো। স্বদেশি ডাকাতি করে কেউ কোনও কিছু নিয়ে যেতে পারবে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সবার গা তল্লাসি করা হতো। নতুন লোক সময়ে সময়ে যোগ দিত। তবে নতুন লোক নিতে বিপ্লবীরা দ্বিধাবোধ করতো। কারণ তারা ভয় পেতে যে নতুন লোক পুলিশের চাপে পড়ে সব কিছু বলে দিলে মুশকিল। সেই কারণে বিপ্লবীদের বড় কাজে নতুন লোকদের বা নতুন সদস্যদের ডাকা হতো না। ডাকাতি যারা করতে যেতেন তারা অর্থ গ্রহণ করতেন না। বিপ্লবী দলের নেতারা মনে করতো কু-প্রবৃত্তি সুযোগ পেলে তা বৃদ্ধি পায়। এই কথা মনে রেখে সবার গা পরীক্ষা করা হতো কোথাও কেউ কিছু ডাকাতির জিনিস লুকিয়ে রেখেছে কিনা। ডাকাতি করার সময়ে স্ত্রী লোকের গায়ে কোনও দিন বিপ্লবীরা হাত দেয়নি। একবার একটি স্থানে ডাকাতি করার সময়ে একজন স্ত্রীলোকের গায়ে সোনার হার থাকা দেখলে তা হাত দিয়ে কেড়ে নিতে যাওয়ার সময়ে অপর একজন বিপ্লবী সদস্য তার গালে একটি প্রচণ্ড চড় মারে। তারপরে সেই বিল্পবী সদস্যের কাছে এই ধরনের আচরণ করার জন্য কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছিল। সেই বিপ্লবীর ওপরে শাসন যেমন চলে আবার তার ওপরে কড়া নজর রাখা শুরু করে। যিনি সেই লোককে বিপ্লবী দলে ভুক্ত করেছিলেন তার কাছ থেকে সব তথ্য চাওয়া হতো। কড়া নির্দেশের ওপরে ডাকাতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ডাকাতি দলের সদস্যভুক্ত হওয়ার পূর্বে তাঁরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেন-‘‘স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই অসৎ কর্ম্ম জানিয়াও আমরা ডাকাইতি করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাইতিলব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করিয়া সমস্ত অর্থ নেতাকে দিব এবং তিনি পারিবারিক অভাব বুঝিয়া যাহা অর্পণ করিবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।

যাহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলন বিরোধী, গবর্ণমেন্ট গুপ্তচর, কপটাচারী, মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দরিদ্র ও দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারী, জ্ঞাতি বা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, অতিরিক্ত সুদখোর, ধনী অথচ কৃপণ, কেবল মাত্র তাহাদের বাড়ীতে ডাকাইতি করিব। ‘‘শপথ করিতেছি যে ডাকাইতি উপলক্ষে কোন রমণী, শিশু, দুর্ব্বল, রুগ্ন, অসহায় প্রভৃতির প্রতি কদাচ কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।’’

অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রমথ মিত্র মহাশয় কোনও রকমভাবে ডাকাতি করার ব্যাপারে মত দিতেন না। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যরা ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করার পক্ষে ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার কাছে গুপ্ত সমিতির একজন সদস্য গিয়েছিল রিভালবার চাইতে ডাকাতির জন্য। তাতে তিনি রাগান্বিত হন এবং তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যখন গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল তখন সর্বপ্রথম তারকেশ্বরে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছিল। এর কিছদিন পরে গুপ্ত সমিতির কয়েকজন মিলে কড়েয়ায় ডাকাতি করে। একজন ফিরিঙ্গিকে ধরে তার কাছ থেকে টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ডাকাতির সম্পর্কে প্রথম দিকে বিপ্লবীদের দৃঢ়তার অভাব ছিল। কারণ ১৯০৬ সালে আগস্ট মাসে রংপুরের মহীপুর গ্রামে যে ডাকাতি প্রচেষ্টা হয়েছিল সেখানে গ্রামে পুলিশ এসেছে জেনে ডাকাতি বন্ধ করা হয়। মানিকতলার বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্মামী এই ডাকাতির সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘‘ আমি টাকা লইয়া রংপুর চলিয়া যাই। আমার পূর্ব্বেই প্রফুল্ল চাকী চলিয়া গিয়াছিল। আমি, হেম দাস, মহেন্দ্র লাহিড়ী ও পরেশ মৌলিক ছিলাম। প্রফুল্ল এবং পরেশ আমাদের গাইডের কার্য্য করে। সেখানে প্রথমে আমরা বলিহার জমিদারের কাছারীতে যাই। ঈশান চক্রবর্তী ও তাঁর ছেলে মনোরথ রাত্রে আমাদিগরেক খবর দেয় গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে, বোধ হয় পূর্ব্বে কোন রকম সংবাদ পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। আমরা চলিয়া আসিলাম।’’

১৯০৭ সালে বাঁকুড়ায় আবার এক ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বীকারোক্তি বলেন, ‘‘ অতঃপর বাঁকুড়ায় যাই।..সেখান হইতে হাঁসডাঙ্গা যাই। স্থির হয় যে রাত্রে মোহান্তের বাড়ী লুঠ করিব। মোহান্তের অনেক টাকা আছে। .. বীরেন্দ্র, আমি, নিরাপদ ও প্রফুল্ল চাকী ছিলাম। রাজার দারোয়ান প্যালারাম সময় বুঝিয়া আমাদিগরেক খবর দিবে কথা ছিল। কিন্তু লোকটা এত বেশী মদ কাইয়াছিল যে আমাদের কাজ শেষ হয় নাই।’’

১৯০৬ সালে প্রথম দিকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদের ডাকাতি করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। শশী সরকার নামে একজন লক্ষ্য ভেদ শিকারির কাছ থেকে সমিতির সদস্যরা বন্দুক চালানো শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মাঝিদের কাছ থেকে নৌ চালানো অভ্যাস করতো। ১৯০৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অনুশীলন সমিতি সর্ব প্রথম ঢাকা জেলার অন্তর্গত শেখরনগর গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি করে। এই ডাকাতি করে কোনও সুবিধা হয়নি। অপহৃত লোহার সিন্দুকের ভারে নৌকা ডুবে যাওয়াতে খুবই সামান্য টাকা নিয়ে দলকে ফিরে আসতে হয়েছিল। ১৯০৭ সালে নারায়ণগঞ্জে একটি ডাকাতি হয়। বিপ্লবীরা মাত্র ৮০ টাকা পেয়েছিল। এই ডাকাতি করার সময়ে একজন ছোরাতে আঘাত পায়। ওই সালেই আগস্ট মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত আরশুলিয়া গ্রামের কাছে একটি পাটের অফিসে ডাকাতি চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ওই অফিসের লোকেদের কাছে একটি দোলনা বন্দুক আছে জানতে পেরে ডাকাাতি করা আর হয়ে উঠেনি। ১৯০৭ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরের হাটগেছিয়ায় সরকারি ডাকের টাকা লুট করে। পুজোর ছুটিতে ক্ষুদিরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ভগিনীপতি অমৃতলাল রায় হাটগেছিয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। গুপ্ত সমিতির জন্য টাকা সংগ্রহ করতে সরকারি ডাক লুঠ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ক্ষুদিরাম। ডাক ঘাটাল সাবপোস্ট অফিস থেকে সোনাখালি যেত। ডাক হরকরা দাসপুর ধরে হাটগেছিয়া এসে হরেকৃষ্ণপুর ধরে সোনাখালি যেত। এই পথেই পরে সিমলা দীঘি। তার পাড় ধরে রাস্তা চলে গিয়েছে। সন্ধ্যা বেলায় টাকা লুঠ করে ক্ষুদিরাম। তারপরে সেই টাকা মঙ্গল সাঁতরার হাত দিয়ে মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষুদিরাম গভীর রাতে রণ'পা চেপে গোপীগঞ্জ চলে আসেন। ভোর বেলায় স্টিমারে করে কোলাঘাট। তারপরে সেখান থেকে ট্রেনে করে তিনি মেদিনীপুরে চলে যান। জীবদ্দশায় ক্ষদিরাম আর কোনও দিন হাটগেছিয়াতে ফিরে আসেন নি। ক্ষুদিরাম স্কুল জীবন থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। মেদিনীপুরে কলেজিয়েট স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। কলেজিয়েট স্কুলের তথ্য বলছে ক্ষুদিরাম ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। স্কুলের পড়ার সময়েই তিনি বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো,জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সংস্পর্শে আসেন। (ক্রমশ)

১৯০৬ সালে প্রথম দিকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদের ডাকাতি করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। শশী সরকার নামে একজন লক্ষ্য ভেদ শিকারির কাছ থেকে সমিতির সদস্যরা বন্দুক চালানো শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মাঝিদের কাছ থেকে নৌ চালানো অভ্যাস করতো। ১৯০৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অনুশীলন সমিতি সর্ব প্রথম ঢাকা জেলার অন্তর্গত শেখরনগর গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি করে।

মহানায়িকা সুচিত্রা সেন থেকে যাবে বাঙালির মনের ঠিক ডান পাশে

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা ঃ বছর আসবে, বছর যাবে বহু নায়িকা আসবে কিন্তু মহানায়িকা সুচিত্রা সেন থেকে যাবে বাঙালির মনের ঠিক ডান পাশে। বাঙালির হৃদয় জুড়ে থাকবেন শুধুই সুচিত্রা।কবি রজনীকান্ত সেনের নাতনী রমা সেন। রমা প্রথমে একদিন স্বামীর সাথে দিতে গিলেন সিনেমার ইন্টারভিউ দিতে। কিন্তু প্রথমে শব্দ উচ্চারণে এল নানা বিপত্তি। প্রথমেই পড়ে যাচ্ছিলেন বাদ। তারপর নিজের জেদে বাংলা চলিত ভাষা শিখে পরের দিন গেলেন স্টুডিওতে। তারপরই রমা সেন ১৯৫১ সালে পরিচালক সুকুমার রায়ের সাথে প্রথম কাজ ‘১৯৫১ সালে সাত নম্বর কয়েদী’ সিনেমায় আত্মপ্রকাশ। তারপর ১৯৫২ সালে স্বামীর সাথে বাংলাদেশ ছেড়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতা চলে আসেন। তারপরই টলিপাড়ার রুপোলী পর্দায় ‘শেষ কথায়’ সিনেমাতে নায়িকা রুপে ডেবিউ করলেন পাবনার রমা সেন। কিন্তু এই সিনেমা কখনোই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি। কিন্তু সিনেমায় নামার পর নাম পাল্টে হলেন আজকের কালজৈয়ী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন।ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন বাঙালির স্বপ্নপূরণের নায়িকা। ১৯৫৩ সালে ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ ছবিতে উত্তম কুমারের বিপরীতে প্রথম অভিনয় করেন। এ সিনেমার মধ্য দিয়ে নজর কাড়েন অভিনেত্রী। তারপর এই জুটি হয়ে যান বাংলা সিনেমার সেরা জুটি। উত্তমসুচিত্রা ছিলো তখনকার চলচ্চিত্র জগতের আশীর্বাদ। কখনো প্রেম যুগল, কখনো দাম্পত্যজীবনের গল্পে তারা হয়ে উঠেছিলেন অনবদ্য। তারপর ঠিক এক বছর পর ১৯৫৪ সালে পর পর ৯টা ছবিতে সই করলেন সুচিত্রা সেন। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি অভিনেত্রীকে। ১৯৫৩-১৯৭৮ পর্যন্ত নিজের রুপের জালে আর অভিনয় দক্ষতায় একের পর এক হিট সিনেমা উপহার দিলেন বাঙালী দর্শকদের। ছয়ের দশকের সাহসিনী এই নারী যেভাবে প্রচলিত ট্যাবু ভেঙে গৃহবধুর ইমেজ ভেঙে নিজেকে মহানায়িকা হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন তা আজও অক্ষত রয়েছে সকলের হৃদয়ে। আর এই কারণেই তিনি উত্তম কুমারের নন, সকলের প্রিয় ‘মহানায়িকা’। কিন্তু মহানায়িকা নিজে শাড়ি পড়ে নিজেকে সেই সময়ে থেকে থাকেননি। ফ্যাশন স্টেটমেন্টেও তখনকার সময়ে তিনি সেরা আইকন ছিলেন। তখন সোশ্যাল মিডিয়া আর মোবাইলের যুগ না থাকলেও তার লাস্যময়ী ভঙ্গির শরীরী উন্মাদনা ছবি তুলে বিভিন্ন পত্রিকা আর ম্যাগাজিনের ফটোশুট সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। সুচিত্রা দেবী সবধরনের পোশাকেই সাবলীল ছিলেন। কখনো ইন্দো ওয়েস্টার্ন তো সাবেকিয়ানা সাজে সবেতেই বাজিমাত করেছেন। কখনও মাথায় বড় হ্যাট পরেছেন তো কখন চোখে গগলস কোনওকিছুই যেন এই অভিনেত্রীকে থামাতে পারেনি। সেই যুগে কোনো বাঙালি অভিনেত্রী সুইম স্যুট পড়ে ছবি দেওয়ার সাহস করেননি। কিন্তু সুচিত্রা স্যুইম স্যুট পড়ে সাহসীকতার সঙ্গে সেটাকে উপস্থাপনও করেছেন। সেই যুগে কখনও ট্রোলের শিকার হননি অভিনেত্রী।কিন্তু এই নায়িকা একদিন নিজেই নিজের অন্তর্ধানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসল কারণ হল, শেষ সিনেমা ‘প্রনয় পাশা’ ফ্লপ হল। তিনি তখনই বুঝলেন তাঁর দিন শেষ সেই টের পেয়েছিলেন নিজের খারাপ সময়ের। আর তারপরই কোনো চলচ্চিত্রে কাজ করেননি। কোনোদিন আর জনসমক্ষেও আসেননি। চলে গিয়েছিলেন চির অন্তরালে। অনেকে অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কোনও ছবি তুলতে পারেনি। শুধুমাত্র একবার ক্যামেরার সামনে এসেছিলেন নিজের ভোটার কার্ডের ছবি তুলতে নিজের মেয়ে আর নাতনির সাথে। কিন্তু এই ছবি কখনোই প্রকাশ্যে আসেনি। অভিনয় না করলেও আড়ালে থেকে রামকৃষ্ণের সেবায়

ব্রতী হন।২০০৫ সালে ‘দাদাসাহেব ফালকে’ পুরস্কারের জন্য সুচিত্রা সেন মনোনীত হন, কিন্তু ভারতের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সশরীরে পুরস্কার নেওয়ার ছিল শর্ত। কিন্তু কোনো জনসমক্ষে না আসার জন্য দিল্লি যাওয়ায় আপত্তি থাকার কারণে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়নি। কালজয়ী জুটসুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি উত্তম কুমারসুচিত্রা সেন। ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অসংখ্য জুটির আর্বিভাব হলেও তাদের পেছনে ফেলতে পারেনি, ভবিষ্যতেও হবে কি না তা সন্দিহান। আজও তারা উজ্জ্বল হয়ে আছেন বাংলা চলচ্চিত্রে।উত্তমসুচিত্রা জুটি বেঁধে দর্শককে উপহার দিয়েছেন ৩০টিরও অধিক চলচ্চিত্র যার প্রায় সবগুলোই সিনেমার ব্যবসায়িক মানদন্ডে ‘সুপারহিট’। পঞ্চাশষাট ও সত্তর এই তিন দশক রুপালি পর্দায় তো ছিলেনই, স্যাটেলাইট টেলিভিশন আর ভিডিও প্রযুক্তির কল্যাণে উত্তমসুচিত্রা জুটি জনপ্রিয় পরের প্রজন্মগুলোর কাছেও। রোমান্টিকতায় ভরপুর এ জুটি বাঙালিকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে ভালোবাসতে হয়। কীভাবে রোমান্টিক বাতাবরণ তৈরি করে উত্তেজনায় কাঁপিয়ে দিতে হয় সবাইকে। দুজনেই পরলোকে গেলেও এতটুকু জনপ্রিয়তা কমেনি এ কালজয়ী জুটির। যত দিন বাঙালি থাকবে, বাংলা চলচ্চিত্র থাকবে, তত দিনই এই জুটি অমর হয়েই থাকবেন।উত্তমসুচিত্রা জুটি রুপালি পর্দার এমনই এক প্রেমিকযুগল, যা চিরদিনের। এই জুটির পঞ্চাশের দশকের কোনো ছবির একটি রোমান্টিক দৃশ্য দেখলেও আজকের প্রেমিক হৃদয়ে তোলপাড় ওঠে। তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা প্রতিটি সংলাপ যেন কাল অতিক্রম করে চলে গেছে বহুদূর। আজকের স্মার্টফোন অ্যাপিস্লকেশনস কিংবা কম্পিউটার প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষতার যুগেও উত্তমসুচিত্রার রসায়ন তরুণ প্রজন্মকে মুগ্ধ করে।উত্তমসুচিত্রা জুটির প্রথম হিট ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর'। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পাওয়া হাসির এ ছবিটিতে উত্তম কুমার কিংবা সুচিত্রা সেন কেউই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেননি। এ ছবিটি যখন মুক্তি পায়, তখন ছাপানো পোস্টারে উত্তমসুচিত্রার কোনো পাত্তাই ছিল না। ছবির প্রদর্শকরা ব্যবসায়িক মানদন্ডে চরিত্রাভিনেতা তুলসী চক্রবর্ত্তীকে পোস্টারের প্রধান মুখ বানিয়েছিলেন। কিন্তু ছবিটিতে উত্তমসুচিত্রার রোমান্টিক অভিনয় বাংলা সিনেমার জগতে যেন এক প্রলয়ের ডাক দিয়ে যায়। একটি চমৎকার রোমান্টিক জুটির জন্য হাপিত্যেশ করে ফেরা কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্প যেন পেয়ে যায় এক কোরামিন। যে কোরামিন কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্পকে স্বর্ণ সময়ে প্রবেশ করায়। এরপর 'পথে হলো দেরী', 'মরণের পর', 'শাপমোচন', 'শিল্পী', 'সাগরিকা', 'হারানো সুর', 'সবার উপরে', 'সূর্যতোরণ', 'চাওয়াপাওয়া', 'সপ্তপদী', 'জীবনতৃষ্ণা', 'রাজলক্ষ্ণী', 'শ্রীকান্ত', 'ইন্দ্রাণী', 'চন্দ্রনাথ', 'আলো আমার আলো'র মতো ৩০টির বেশি ছবিতে এই জুটি দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে চলচ্চিত্রে রোমান্টিসিজমের ধারাটাই পাল্টে দেন সম্পূর্ণরূপে। হয়ে যান নারীপুরুষের সম্পর্কের রোমান্টিকতার ধারণায় বাঙালির চিরকালীন এক আইকন।রোমান্টিক জুটি হিসেবে উত্তমসুচিত্রা নিজেদের নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য এক জগতে। তাদের জনপ্রিয়তা ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনায় আজও কোনো ক্লান্তি আসার কথা নয়। সুচিত্রার পোশাক অনুকরণ করতেন সেকালের যুবতীরা প্রায় সবাই। তার শাড়ি পরা কিংবা চুল বাঁধার কেতা ছিল সেই সময়ে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কলকাতা, ঢাকার বাঙালি সমাজে অভিজাত্য ও ফ্যাশনসচেতনতার প্রতীক। উত্তম কুমারের চুলের কেতাও অনুকরণীয় ছিল যুবকদের মধ্যে। তার শার্টের কলার কেমন ধাঁচের কিংবা তার স্যুটের কাটিং সবই ছিল অনুকরণীয়। উত্তমসুচিত্রার পোশাক পরিচ্ছেদ এতটাই আধুনিক ও কালোত্তীর্ণ যে এই প্রজন্ম মনে করে সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমারের হাতে একটি মোবাইল কিংবা ল্যাপটপ কিংবা একটি আইপ্যাড না থাকাটাই যা একটু অপূর্ণতা। এই আধুনিক গ্যাজেটগুলো ছাড়া উত্তমসুচিত্রা চিরকালীন ও সর্বকালের একটি ব্যাপার।উত্তম কুমার তার জীবদ্দশায় একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সুচিত্রা পাশে না থাকলে আমি কখনোই উত্তম কুমার হতে পারতাম না। এ আমার বিশ্বাস। আজ আমি উত্তম কুমার হয়েছি কেবল ওর জন্য।'

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জানুয়ারি ঃ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল শোভানগর তৃণমূল অঞ্চল কমিটি। রবিবার এবং সোমবার দুই দফায় ইংরেজবাজার ব্লকের শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনপুর এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করেন স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চল কমিটির নেতারা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানিক দাস, স্থানীয় তৃণমূল নেতা ফারুক রহমান, ভোলা দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য, বিগত দিনে শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার অন্তর্গত মোহনপুর সহ আশেপাশের কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গবাদি পশু সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র পুড়ে যায়। সেইসব দুঃস্থ পরিবারগুলিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল শোভানগর তৃণমূল অঞ্চল কমিটি। এদিন নানান ধরনের খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র ও অস্থায়ী কাঁচা ঘর তৈরির সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করা হয়। শীতের হাত থেকে বাঁচতে তাদের জন্য গরম পোশাকের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা আনারুল শেখ, সাত্তার শেখ সহ কয়েকটি পরিবারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। সেইসব পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে।

বানচাল পাচার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ ট্রেনের বাথরুমে জলের ট্যাংকের কাছে গোপন চেম্বার বানিয়ে গাঁজা পাচারের চেষ্টা, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে আবগারি দপ্তরের অভিযানে বানচাল করা হয় এই পাচার চক্র। উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধার হওয়া গাঁজার ওজন ৪০.৬ কেজি। এর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে তিনদিন আগে আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কাছে খবর আসে ০১৬৬৬ নম্বরের আগরতলা রানী কমলাপতি এক্সপ্রেস ট্রেনে গাঁজা পাচার হচ্ছে। সেই মত রবিবার রাতে আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের একটি টিম শিলিগুড়ির আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের সহযোগিতা নিয়ে ওই ট্রেনে শীতলখুচি এলাকা থেকে তল্লাশি শুরু করে। ট্রেনে তল্লাশি চালানোর সময় ট্রেনটি যখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের কাছে আসে সেই সময় ওই ট্রেনের এস-৫ কোচে বাথরুমে জলের ট্যাংকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। তবে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজাগুলি উদ্ধার করা হলেও ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তদন্তকারীদের অনুমান তাদের অভিযানের খবর পেয়ে গাঁজা পাচারকারীরা গা ঢাকা দিয়েছে।

অর্ধনগ্ন মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ সাতসকালে জাতীয় সড়কের পাশে মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চলের রহমুজোত এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক তথা ঘোষপুকুর ফুলবাড়ি বাইপাস রোডের পাশে একটি বিস্কুট কারখানার ঠিক উল্টোদিকে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানা এবং ফাঁসিদেওয়া-ঘোষপুকুর ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে, ওই মহিলার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরই সেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই মহিলার নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা করছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

কাটমানি না দেওয়ায় মিলছে না বাড়ি

এলাকাবাসীর অভিযোগ শুনেই পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে মন্ত্রী

তনুজ জৈন, মালদা, ১৬ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেস গড়ে দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত তৃণমূল কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হলো এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীকে। কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের আবাস যোজনার ঘর থেকে শুরু করে অন্যান্য সুবিধা পাননি তৃণমূল কর্মীরা, অভিযোগের কথা খতিয়ে শুনলেন মন্ত্রী। তারপরেই সোজা কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে গেলেন। রাজ্য সরকারের প্রকল্প বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে এলেন। দিদির দূত কর্মসূচিতে বেরিয়ে মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে দাবি তৃণমূলের। পুলিশের সুরক্ষা না নিয়ে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হতো, মানুষ ঝাঁটা হাতে তাড়া করতো, তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। আমার বাড়িতে না এসে গরীব মানুষগুলোর বাড়ি যাক মন্ত্রী। খোঁচা কংগ্রেস প্রধানের। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দিদির দূত কর্মসূচিতে যান এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুন, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান এবং বুলবুল খান, মহিলা তৃণমূল নেত্রী শামীমা রহমান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস পরিচালিত। ২০১৮ সালে বহু পঞ্চায়েত কংগ্রেসের হাতছাড়া হলেও ভিঙ্গল কংগ্রেস তাদের দখলেই রাখে। তাই এই এলাকা এখনও কংগ্রেস গড় বলে পরিচিত। সেখানেই সোমবার দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে বাড়ি বাড়ি মানুষের সঙ্গে কথা বললেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন পথ চলতি মানুষদের সঙ্গে। তার মাঝেই এলাকার একটি তৃণমূল পরিবার সহ কয়েকজন এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় মন্ত্রীকে। তাদের অভিযোগ, কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে তারা কাটমানি দিতে পারেননি বলে আবাস যোজনার তালিকায় নাম নেই। পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ভাতা ছাড়া অন্য কোন সুবিধা মেলেনি। ঢোকে না লক্ষীর ভান্ডারের টাকা। অভিযোগ শুনে তাদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন মন্ত্রী। তারপরেই সোজা চলে যান কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান বিমান বিহারী বসাকের বাড়িতে। বিস্তারিত ভাবে রাজ্য সরকারের প্রকল্প বুঝিয়ে দেন। মাঝে আচমকা ভিঙ্গল জুনিয়ার বেসিক স্কুলেও ঢুকে পড়েন মন্ত্রী। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খোঁজ নেন বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে। জিজ্ঞাসা করেন সকলে সঠিক ভাবে মিড ডে মিল পাচ্ছে কি না। তৃণমূলের দাবি কংগ্রেসের এলাকা হলেও মানুষ রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেছে। তাই ব্যাপক সাড়া মানুষের মধ্যে। এবার এই পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করবে বলেও আশাবাদী তারা। যদিও এই নিয়ে কটাক্ষের তীর ছুড়ে দিয়েছে কংগ্রেস এবং বিজেপি। মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের সঙ্গে ছিল তার কনভয়। বিরোধীদের দাবি, পুলিশ ছাড়া এলাকায় ঢুকলে মানুষ ঝাঁটাপেটা করে বের করত, প্রথমে গরীব মানুষ গুলোর সমস্যা শুনে তবে নয় আমার বাড়িতে আসুক। যদিও বিরোধীদের গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে সরগরম এলাকার রাজনীতি। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। দিদির উন্নয়ন ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। মানুষ খুব খুশি। কারোর কোন অভিযোগ থাকলে সেটাও শোনা হচ্ছে। এই এলাকায় এবার আমরা জয়লাভ করব। বিরোধীদের কথায় কান দিয়ে লাভ নেই। এলাকার তৃণমূল কর্মী গৌতম কুমার দাস বলেন, আমার ভাই প্রতিবন্ধী। বিএ পাশ করার পরেও কোন চাকরি পায়নি। জেলা থেকে শুরু করে রাজ্যের সব জায়গায় দরবার করেছি। কাটমানি দিতে পারিনি বলে ঘরের তালিকায় নাম নেই। বহুদিন আগে থেকেই তৃণমূল করি। কিন্তু আমরা কোন সুবিধা পাচ্ছি না। পঞ্চায়েত প্রধান বিমান বিহারী বসাকের স্ত্রী বলেন, মন্ত্রী এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। কাগজ এবং ক্যালেন্ডার দিয়ে গেলেন। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, পুলিশের সুরক্ষা নিয়ে যাচ্ছে। সেই ভয়ে মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে না। পুলিশ ছাড়া যাক। মানুষ ঝাঁটা পেটা করে বিদায় করবে। কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান বিমান বিহারী বসাক বলেন, আমার বাড়িতে না এসে গরীব মানুষগুলোর বাড়িতে যাক। তাদের অভিযোগ শুনুক। তৃণমূল সারা রাজ্যজুড়ে আছে, কাটমানি কারা নেয় সবাই জানে। এগিয়ে আসছে পঞ্চায়েত ভোট। জনসংযোগ বাড়াতে তৃণমূলের নতুন কর্মসূচি দিদির দূত শুরু হয়েছে। তবে কর্মসূচি শুরু হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীরা দাবি তৃণমূল নেতাদের গ্রামে ঢুকতে দেবে না মানুষ। পাল্টা উন্নয়নকে সামনে রেখে কর্মসূচি করছে রাজ্যের শাসকদল। চড়ছে রাজনীতির পারদ।

প্রথা অনুসারে দামোদর নদের চরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহাস্নান পর্ব

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ জানুয়ারি ঃ প্রতি বছরের মত এবছরও ১লা মাঘ জামালপুরের দামোদর নদের তেলকুপি গাইয়া ঘাটে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্থি বিসর্জন ও মহাস্নান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল মহা সমারোহে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যের প্রচুর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত ছিলেন তেলকুপি ঘাটে। এখানে তারা অস্থি বিসর্জন সহ পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পন করতে আসেন প্রতিবছর। সোমবার এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, সহ সভাপতি দেবু হেমব্রম, বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, জেলা পরিষদের নারী ও শিশু কর্মাধক্ষ্য মিঠু মাঝি, পুলিশের এসআই, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাকেশ সিং সহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মাঝিবাবারা। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনসমাগম হয় জামালপুরে। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য জামালপুর থানার পক্ষ থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তেলকুপি গাইয়া ঘাট সারি ধরম সমাবেশ ২০২৩ ঘিরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এদিন দামোদরে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থাও রাখা হয়। দামোদরের চরে বসানো হয় মেডিকেল [ক্যাম্প]ক্যাম্প। আয়োজকদের তরফে রবীন মান্ডি জানান, প্রাচীনকাল থেকে দামোদর নদকে সবথেকে পবিত্র জলাশয় হিসাবে মান্যতা দিয়ে আসছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রতিবছর ১ মাঘ দামোদরের তেলকুপি গাইয়া ঘাটে আদিবাসীরা পুণ্যস্নানের পাশাপাশি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পনও সারেন। তর্পন সেরে আরাধ্য দেবতা শিব তথা মারাং বুরুর মন্দিরে পুজো দেন। এদিন আদিবাসী সমাজের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা তেলকুপি ঘাটে সমবেত হন। ধর্মীয় উপাচার সেরে দামোদরের চরে নাচ-গানে মাতোয়ারা হন। চরেই হয় স্বপরিবার খাওয়াদাওয়া। দামোদরের চরে এদিন মেলাও বসেছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, রীতি মেনে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে পুণ্যার্থীরা নিজের গন্তব্যে ফের রওনা দেন।

ধৃত মাদক কারবারী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জানুয়ারি ঃ গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ এক মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করলো ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে কালিয়াচক থানার সীমান্ত সংলগ্ন ইমামজাগির এলাকা থেকে ওই মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম শাহাদাদ শেখ। তার বাড়ি কালিয়াচকে। ধৃতের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার ছাড়া উদ্ধার হয়েছে একটি মোটর বাইক। এদিন রাতে প্লাস্টিকের প্যাকেট বন্দি ওই ব্রাউন সুগারগুলি বাইরে কোথাও পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল ওই মাদক কারবারী। কিন্তু তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ অফিসার আনসারুল হকের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান চালায়। এবং ইমামজাগির এলাকা থেকেই বেআইনি ব্রাউন সুগার সহ ধৃতকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রহৃত বুথ সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, পটাশপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বিজেপির তরফে অভিযোগ, রীতিমতো দলবল নিয়ে লাঠি হাতে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে চড়াও হন স্থানীয় তৃণমূলের বুথ সভাপতি স্বপন পাত্র। বিজেপি বুথ সভাপতি প্রণব দাসের বাড়িতে গিয়ে তার বাড়ির লোকজনের সামনে মারধর করা হয়। লাঠিপেটা করার ভিডিও তোলার অপরাধে পরিবারের লোকজনকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন উত্তেজিত তৃণমূল কর্মীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর বিধানসভা এলাকার ঘটনা। পটাশপুর দুই ব্লকের সাউথখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর বুথের বল্লবপুর গ্রামের এই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে (যা দুরন্ত বার্তা যাঁচাই করেনি)। বিজেপির অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই দিশেহারা হয়ে উঠছে তৃণমূল। আর তাই সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাদের মারধর শুরু করেছে তৃণমূল নেতা ও তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

ওয়ার্ড উৎসব ঃ শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ৮ নং ওয়ার্ড উৎসবের পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ওয়ার্ড পর্ষদ শালিনী ডালমিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রবীণ নাগরিকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ নিজের নেতৃত্ব এইসব প্রবীণ নাগরিকদের সম্বর্ধনা প্রদান করেন। তিনি জানান আমাদের প্রবীন নাগরিকেরা আমাদের অনেক কিছু শেখান।

বাড়ি বাড়ি গেলেন দিদির দূত বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ 'দিদির সুরক্ষা কবজ' কর্মসূচি নিয়ে সোমবার কালিয়াগঞ্জের অনন্তপুর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম চষলেন বিধায়ক সৌমেন রায়। এদিন সকাল সাড়ে ১১ টায় মাহিনগর বুড়িডাঙ্গি গ্রামের মন্দিরে পুজো নিবেদন করে এই কর্মসূচি শুরু করেন বিধায়ক। দিদির দূত হিসেবে এই কর্মসূচির সূচনার শুরুতেই আগুনে দেহের একাংশ ঝলসে যাওয়া এক শিশু এবং তার বাবার সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। দিদির সুরক্ষা কবজের অধীনে কলকাতায় পিজি হাসপাতালে এই শিশুর উন্নত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার নিশ্চয়তা দেন বিধায়ক। এরপর দলীয় নেতৃত্ব এবং তৃণমূলের মহিলা বাহিনী সহ পদযাত্রা করে একের পর এক গ্রামে হাজির হয়ে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন বিধায়ক। সেই সকল অভাব-অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস প্রদান করেন বিধায়ক। এদিন দিদির দূত বিধায়ক

সৌমেন রায়ের নেতৃত্বে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্য, মহাসচিব বাপ্পা সরকার, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি উত্তম সরকার, ব্লক মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী পঞ্চমী দাস, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় বর্মন প্রমুখ। এদিন গ্রামে গ্রামে মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার মাঝে দুপুরে ও সন্ধ্যায় দুটি কর্মীসভায় অংশগ্রহণ করেন বিধায়ক। দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া মিলছে। প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ বলছেন তারা লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। কিছু মানুষের অভিযোগ আছে। তারা যেন দিদির সুরক্ষা কবজের সুবিধা পায়, তা সুনিশ্চিত করতেই দিদির দূত হয়ে এসেছি।

স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগ বিধায়কের কাছে

দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে মন্ত্রী-বিধায়ক

দেবশ্রী মজুমদার, বীরভূম, ১৬ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য 'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মত দলের বিধায়ক-সাংসদদের 'দিদির দূত' হিসাবে শহরে-গ্রামে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়ার পর সবাই একদিনের অঞ্চল সফর শুরু করেছেন। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে জেলার বিভিন্ন জায়গাতে শুরু হয়েছে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ। সোমবার নানুর বিধানসভার সিঙ্গি গ্রামে যান তৃণমূল বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি। মানুষের বিক্ষোভের ভয়ে গ্রামে না ঢুকে অজয় নদের বাঁধ দেখেই ফিরে যান নানুরের বিধায়ক বিধান মাঝি। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ হন গ্রামবাসীরা। অজয় নদের বাঁধ এই এলাকায় দুর্বল। বর্ষার আগে বাঁধ মেরামতি দাবি রয়েছে গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিধায়ক এসে গ্রামে ঢুকল কই। আমাদের অনেক অভিযোগ ছিল। সেই মত এই বাঁধের জন্য আমরা আতঙ্কে থাকি। সামনে পঞ্চায়েত ভোট তাই এসেছিল, নাহলে আসে না। পাশাপাশি, এদিন ইলামবাজারের নানাসোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলোয়া গ্রামে যান রাজ্যের ক্ষুদ্র মাঝারি ও কুটির শিল্প মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ। প্রথমে গ্রামে একটি সভা করেন তিনি। পরে গ্রাম ঘুরে মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন মন্ত্রী। সেই সময় কয়েকজন গ্রামবাসী ক্ষোভ উগরে দেন। গ্রামবাসীরা জানান, আবাস যোজনার বাড়ি প্রকৃত প্রাপকেরা পাচ্ছে না। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, আমরা মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতেই এসেছি। এরপর প্রতিটি গ্রামে আমাদের দলের ১০ জন করে যাবে। মানুষের কি কি প্রয়োজন সেগুলি জেনে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সেই মত ধাপে ধাপে আমরা চাহিদা মত বাকি থাকা কাজ করব। এদিকে সোমবার জন সংযোগে বেরিয়ে মানুষের বিভিন্ন সমস্যার ও প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়। বিগত বিধাসসভায় নলহাটি-২ ব্লকের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা ছাড়াও অন্যান্য এলাকায় রেকর্ড মার্জিনে এগিয়ে যান তিনি। ভদ্রপুর সেই এলাকার মধ্যেই পড়ে। এদিন সেই এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। অনন্তনগরে এক মুসলিম বৃদ্ধ বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়কে সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে আমার স্ত্রীর অপারেশন হলো না। কেন হবে না আপনি বলুন। বিধায়ক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, তৃণমূল কর্মী রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভদ্রপুরে একটি জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু শিক্ষিকার অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এটা আমাদের লজ্জা। অশোকবাবু বলেন, উচ্চ আদালতে মামলা চলায় নতুন করে নিয়োগ হচ্ছে না। ফলে বহু স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ ফাঁকা রয়েছে। মামলা মিটলে সব কিছু স্বাভাবিক হবে। সোমবার সকালেই ভদ্রপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালীপুর গুহ্যকালী মন্দিরে পৌঁছে যান হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে মন্দিরে মা কালীর পুজো দেন তিনি। সেখানে মন্দিরের সেবাইত বিধায়কের কাছে একটি হাইমাস্ট লাইট দাবি করেন। বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায় হাইমাস্ট লাইটের প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দেন। ভদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী সুবীর মণ্ডল ও বিধায়ককে বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। বিডিও চেয়ারে বসে নিজের ইচ্ছে মতো তালিকা তৈরি করছেন। প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, অঞ্চল সভাপতি কারও কথার গুরুত্ব দেন না বিডিও। বিডিও হুমায়ূন চৌধুরী বলেন, অভিযোগ ঠিক নয়, ভদ্রপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর অযোগ্য ব্যক্তির নাম ছিল। আমরা তদন্ত করে সে গুলি বাদ দিয়েছি।

বৈঠকে ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ মেয়রের সাথে বৈঠকে শিলিগুড়ির বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির। সোমবার শিলিগুড়ি কাঞ্চনজংঘা স্টেডিয়ামের হল ঘরে শিলিগুড়ির বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র ও প্রায় ৯০টি বাজারের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক সারেন মেয়র গৌতম দেব। এছাড়াও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা। এদিনের বৈঠকে মূলত ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। ব্যবসায়ীদের মূল সমস্যা রেলের জমিতে বেশ কয়েকটি বাজারে কয়েক হাজার ব্যবসায়ী ব্যবসা করে তাদের জীবন যাপন করেন। তবে তাদের অভিযোগ হঠাৎ করে রেলের পক্ষ থেকে সেই বাজার গুলো তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যার ফলে এখন দুশ্চিন্তায় ভুগছেন খুচরো ব্যবসায়ীরা। এছাড়াও তাদের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন ব্যবসায়ীরা। তবে এদিনের বৈঠক শেষে তেমন ভাবে সমস্যার কোনো সমাধান পাওয়া না গেলেও ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের বেশ কিছু উপদেশ দেন মেয়র। পাশাপাশি পরবর্তীতে ফের এক বার বাজারের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে সমস্যার সমাধান বের করা হবে বলে আশ্বাস দেন মেয়র গৌতম দেব।

দিদির দূত বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ দিদির দূত কর্মসূচিতে শিলিগুড়ির ঠাকুরনগর এলাকায় এলেন রাজগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক খগেশ্বর রায়। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি ওই এলাকায় এসে পৌঁছান। এরপরই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে স্থানীয় মানুষদের সাথে কথা বলে তাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। এদিন বিধায়ককে সামনে পেয়ে প্রচুর মানুষ এলাকার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। অন্যদিকে এলাকার মানুষদের সাথে দেখা করে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করার পাশাপাশি শিশুদের সাথেও কিছুক্ষণ সময় কাটান বিধায়ক।

Office of the Dakshin Sankrail Gram Panchayat
Sankrail, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah invites e-tender for following Work related to Supply Work, vide eNIT no. **eNIT-07/DSGP/2022-23, Tender ID-2023_ZPHD_446015_1** respectively. The last date of online submission of all the tenders is **13/01/2023.** Intending bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

Notice Inviting Tender

Notice inviting tender for 01(one) number of SWM Project work published on **dated 18-01-2023 (NIT No 14/HGP/2022-2023, Dated 16/01/2023).** Last date of submission of bids is **on 24-01-2023.** Details are available in the office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Hirapur Gram Panchayat
ULUBERIA, HOWRAH

রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, নিউ জলপাইগুড়ি

নং. কেজিআরই-ইএল-এনজেপি-আরটি-২২-২৩ তারিখ ঃ ১৩.০১.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, কাটিহার আহ্বান করছেন ওপেন ই-টেন্ডার একটি প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য-

১.	ই-টেন্ডার নং. ও তারিখ ঃ	কেজিআরই-ইএল-এনজেপি-আরটি-২২-২৩, তারিখ ঃ ১৩.০১.২০২৩
২.	কাজের নাম	নকশা, যোগান, স্থাপন, পরীক্ষা ও সংযোগ ২৫ কেভি, ৫০ হার্ৎজ সিঙ্গেল ফেজ এসি ইলেকট্রিফিকেশান নতুন লাইনে (৫টিকেএম) কাটিহার ডিভিশনে, সুইচিং মডিফিকেশান আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনে (এসএসপি) এবং রানিনগর জলপাইগুড়ি রোড (এসপি) এবং নতুন এসএসপি কাটিহার ইয়ার্ডে কাটিহার ডিভিশনে এন.এফ. রেলওয়ে সিপিডি/ আরই/ এনজেপি অধীন। (টিকেএম ঃ ৫ কিমি)
৩.	টেন্ডারিং সেকশান	ইলেকট্রিক্যাল
৪.	দরের ধরণ	সাধারণ টেন্ডার
৫.	টেণ্ডার ধরণ	খোলা
৬.	দর ব্যবস্থা	একটি প্যাকেট
৭.	দরের বৈশিষ্ট্য	প্রতি নির্ধারিত আইটেম ক্ষেত্রে একক দর
৮.	দর ইউনিট	ওপর / নিচে / প্রতি
৯.	টেন্ডার মূল্য	₹ ২,৫৯,৯০,২৫৬.৬১
১০.	আয়ের মূল্য জমা করতে হবে	₹ ২,৮০,০০০.০০
১১.	টেন্ডার নথির মূল্য	শূন্য
১২.	অফারের বৈধতা	৬০ (ষাট) দিন খোলার তারিখ থেকে
১৩.	সম্পাদনের মেয়াদ	০৬ মাস (১৮০ দিন) এলওএ জারি হওয়ার পর
১৪.	ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়	১৩.০২.২০২৩ বেলা ১২.০০ ঘটিকা
১৫.	বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস ও টেন্ডার নথি দেখতে পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে	www.ireps.gov.in

দ্রষ্টব্য ঃ (১) টেন্ডারে কিছু পরিবর্তনের জন্য দয়াকরে দেখুন ইন্টারনেট ওয়েবসাইট / সংশোধনী আসল টেন্ডার নোটিসের। (২) রেলওয়ে প্রশাসন কোনভাবে দায়ী থাকবে না কোনরকম দেরি / ত্রুটি / অপ্রাপ্তির জন্য ডাউনলোড সুবিধার সময় বা যে কোন কারনের জন্য। (৩) টেন্ডার খোলার পর, কোন নথি / সংশাপত্র যা প্রামান্য হবে টেকনিক্যাল ও ফিনান্সিয়াল যোগ্যতা এবং ফার্মের প্রতিষ্ঠা করবে তা কোনভাবে চাওয়া / সুযোগ পাবে না যে কোন পরিস্থিতিতে এবং কোন অভিযোগ অথবা দাবীকে মান্যতা দেওয়া হবে। যদিও রেলওয়ের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে যে কোন নথির স্বচ্ছতা যাঁচাইয়ে যা ইতিমধ্যে জমা করা হয়েছে ঠিকাদার দ্বারা নিজেদের দরপত্রের সঙ্গে।

No. PR/14/2023
SATYA Adv.

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে
ডেপুটি সিইই/ আরই/ কেআইআর
রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, নিউ জলপাইগুড়ি

"প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Notice Inviting Tender

e-tenders are invited for execution of 1no.(Deep tubewell) for works under **NIT PGP/07/2023, Dated :- 13-01-2023** for details the bidders may visit at **http://wbtenders.gov.in** and at the office of the undersigned in any working days. Last date of document download for participation in tender is **20-01-2023 up to 10.30 AM. Tender ID 2023_ZPHD_445742_1**

Sd/- Pradhan
Parbatipur Gram Panchayat

NIET No: WB/HZP/BAG-I/NIET-10/2022-23
dated: 10.01.2023

An e-tender notice regarding Renovation of Block Development Office, Construction & Renovation of Drainage system at Block Development Office & conversion of Health Sub Center at Dwipamalita SSK under Bagnan-I Dev. Block area, has been published as per NIET referred above. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of Bagnan-I P. Samity.

Sd/- Block Dev. Officer
Bagnan-I Development Block
Bagnan, Howrah

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/130/057/22-23/R (2nd Call) Name of Work: **Improvement of bituminous road including relaying of kerb & channel stone in the Unique Park area near Premises No. p-45 & p-27A etc. in Ward No.-130.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,70,728.15.** Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date of submission of Bid: **27.01.2023 (Upto 11.00 a.m.)**. Tender will be opened on: **30.01.2023 (11.00 a.m.)**.

(2) NIT No.: KMC/XIV/127/123/22-23 (1st Call) Name of Work: **Development of C.C. passage at Shibrampur 2nd Bye Lane near Premises No.-32/2, 32/1, 19/1 & H/o Samar Giri etc. in Ward No.-127.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,59,159.70.** Earnest Money: ₹ **9,200.00.** Period of Completion: **21 days.**

(3) NIT No.: KMC/XIV/127/107/BUS/22-23 (1st Call) Name of Work: **Construction of Sanitary Latrines at the slum areas of Sarsuna & Sonamukhi Road etc. in Ward No.-127.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,375.78.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(4) NIT No.: KMC/XIV/127/113/22-23/BUS (1st Call) Name of Work: **Development of concrete passage at Bye Lane of Jadav Ghosh, R. N. Mukherjee & Ram Road (slum area) near Premises No.-219/2, 219/3, 8/4, H/o Bapi Sk. & L. P. No.-229/25/2 etc. in Ward No.-127.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,51,564.05.** Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date of submission of Bid: **28.01.2023 (Upto 11.00 a.m.)** (For Sl. No. 2 to 4). Tender will be opened on: **30.01.2023 (11.00 a.m.)** (For Sl. No. 2 to 4).

(5) NIT No.: KMC/XIV/128/118/22-23/R (1st Call) Name of Work: **Repairing of Jogashram KMCP School building in Ward No.-128.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,74,675.36.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date of submission of Bid: **28.01.2023 upto 12.00 noon.** Tender will be opened on: **31.01.2023 (1.00 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **18.01.2023 (from 5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1, 3 & 4), **19.01.2023 (from 5.00 p.m.)** (For Sl. No. 2) & **20.01.2023 (from 4.00 p.m.)** (For Sl. No. 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: EEI(C)/I/009/23/2022-2023 (2nd Call) Name of Work: **Repairing of KMCP School at 5, Bonomali Sarkar Street in Ward No.-009.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,92,764.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(2) NIT No.: EEI(C)/I/001/44/2022-2023/BS Name of Work: **Repairing of bustee privies at 26/1C, 26/4, 26/7 etc. K. C. Road bustee areas in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,08,260.00.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **30.01.2023 – 11.00 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **01.02.2023 – 11.00 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **17.01.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/202/22-23 Name of Work: **Construction of covered drain at Ramkantapur Udaychal near Premises No.-17/31, 17/12 in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,90,032.17.** Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/218/22-23 Name of Work: **Construction of underground sewer at Satbigha, Baganpara near Premises No.-89 in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,81,662.34.** Earnest Money: ₹ **9,700.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/217/22-23 Name of Work: **Restoration of C.C. road at Bag Para near Premises No.-70 in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,93,029.51.** Earnest Money: ₹ **7,900.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/200/22-23 Name of Work: **Construction of C.C. road at Indira Uddayan near Premises No.-91/45, 91/48 in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,95,589.83.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/215/22-23 Name of Work: **Restoration of C.C. road at Sajneberia near Premises No.-76/22 in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,64,356.89.** Earnest Money: ₹ **7,300.00.** Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/219/22-23 Name of Work: **Restoration of C.C. road at Lalpol near Premises No.-49 in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,88,768.42.** Earnest Money: ₹ **7,800.00.** Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/208/22-23 Name of Work: **Maintenance of road by laying hot-mix at Gholpara near Premises No.-100/166, 100/167 in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,94,719.07.** Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **30 days.**

(8) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/181/22-23 Name of Work: **Maintenance of surface drain at Ramchandrapur Mannapara near Premises No.-89/41/1 in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,96,442.01.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **28.01.2023 – 12.00 noon** (For Sl. No. 1 to 8). The Tender will be opened on: **30.01.2023 – 12.00 noon** (For Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **17.01.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 8) from the website **https://etender. wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8).

985/22-23

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

দূষণ সমস্যা মেটাতে ২৭০ কিমি জুড়ে লাগানো হবে মহীরূহ

পাশের রাজ্য নিয়ম মেনে চলছে না, ফলে বাড়ছে দূষণ। দূষিত হাওয়া ঢুকছে বাংলায়। তাতেই দূষিত হচ্ছে বঙ্গের বাতাস। কল্পনা নয়, প্রমাণিত সত্য। সবার আগে বলেছিল আইআইটি দিল্লি। এবার বলল বিশ্ব ব্যাংক। সম্প্রতি কাঠমাণ্ডুতে পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন রাজ্য দূষণ নিযন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান, রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব। বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিরা সেখানে মডেল করে দেখিয়ে দেয় কীভাবে বিহার, ঝাড়খণ্ড এমনকী, দিল্লির দূষিত হাওয়া ঢুকছে এই রাজ্যে। বাংলার দূষণের ৩০ শতাংশই পাশের রাজ্য থেকে। সেখানকার ফসল পোড়ানো দূষিত বাতাস, গাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানার বিষবাষ্প ঢুকছে এই রাজ্যে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যার জানিয়েছেন, জুন মাসের মধ্যে ২৭০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে লাগানো হবে গাছ। পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব রোশনি সেনের কথায়, পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম প্রান্তে যে ধরনের গাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে সেগুলোই লাগানো হবে। বড় পাতার সে সমস্ত গাছে আটকাবে বাতাসের কার্বন। ভিন রাজ্য থেকে ছড়ানো এ দূষণের পোশাকি নাম 'ট্রান্স বাউন্ডারি পলিউশন'। কাঠমাণ্ডুর রিপোর্ট দেখে মন্ত্রী মানস ভুইঁয়া জানিয়েছেন, আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করত না। এবার সেটাই হাতেকলমে দেখাল বিশ্ব ব্যাংক। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে ঝাড়গ্রাম থেকে বীরভূম পর্যন্ত বাংলার ২৭০ কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে লাগানো হবে গাছ। মন্ত্রীর কথায় এখানে গাছের পাতায় যে ধরণের ধূলো থাকে ঝাড়গ্রামের দিকে গেলে দেখা যায় সেখানকার গাছের পাতায় দ্বিগুণ ধুলো। নিকষ কালো সে ধুলো আদতে কার্বনের গুড়ো। প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশের আগেই আটকে দিয়েছে গাছ। নিউইয়র্ক শহরের মতো শহুরে বাগান হবে কলকাতায়। পরিবেশ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েন, আমরা পুরসভার কাছে জায়গা চেয়েছি। প্রতিটি জায়গায় মহীরূহ লাগানো হবে। গাছ লাগানোর আগে পড়শি রাজ্যগুলোর সঙ্গে বৈঠক করা হবে। মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, সে বৈঠক পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করা হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সঙ্গে বৈঠক হবে পড়শি রাজ্যগুলোর। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক রাজ্য দূষণ নিযন্ত্রণ পর্ষদের মতে দূষণের জন্য দায়ী ভারতীয় গাঙ্গেয় সমভূমির ১১ টি রাজ্য । তার মধ্যে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ডকে সবচেয়ে বড় দোষী ঠাওরেছেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেযারম্যান। পরিবেশবিদরা আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, এই শতাব্দীতে যেন তিলোত্তমার তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি না বাড়ে। ইতিমধ্যেই কলকাতার তাপমাত্রা ২.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে। দূষণ ঠেকাতে আর দেরি করতে চাইছে না পরিবেশ দপ্তর।

রাতের আকাশে সবুজ ধূমকেতু! ৫০ হাজার বছর অন্তর আসে এই বিরল মুহূর্ত

পৃথিবীর আকাশে ফুটে উঠেছিল সবুজ রঙের ধূমকেতুটি তখন এই গ্রহে রাজত্ব করছে নিয়ান্ডারথাল মানুষরা। প্রাগৈতিহাসিক সেই যুগের পর আবার ফিরছে সেই মহাজাগতিক আলোকপিণ্ডটি। যার পোশাকি নাম সি২০২২ ই৩ (জেডটিএফ)। গত বছরের মার্চে বৃহস্পতির কক্ষপথে তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসবে এই ধূমকেতু। ধূমকেতুর শরীরে থাকে বরফের আচ্ছাদন। ভিতরে থাকে অন্ধকার জৈব উপাদান। সৌরজগতের গঠন সম্পর্কে বিশদে জানতে ধূমকেতুর উপর নির্ভর করেন বিজ্ঞানীরা। তাই প্রতিটি নতুন ধূমকেতুকে নিরীক্ষণ করেন তাঁরা। স্বাভাবিক ভাবেই সবজেটে এই ধূমকেতুকে ঘিরে আগ্রহের শেষ নেই সাধারণ ভাবেই। উল্লেখ্য, সূর্যের যত কাছে এগোচ্ছে সে, ততই গলে যাচ্ছে তার বরফের লেজ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ৫০ হাজার বছর আগে শেষবার দেখা গিয়েছিল এটিকে। সেই সময় পৃথিবীতে সবে মাত্র আবির্ভূত হয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্স। কিন্তু গ্রহের রাজত্ব নিয়ান্ডারথালদের হাতে। লাদাখে অবস্থিত হিমালয়ান চন্দ্র টেলিস্কোপ তুলে ফেলেছে এই নব আবিষ্কৃত ধূমকেতুর ছবি। টেলিস্কোপে তার চলন খতিয়ে দেখে বোঝা গিয়েছে গড়পড়তা ধূমকেতুর তুলনায় এটি বেশ দ্রুতগামী। জানা যাচ্ছে, এর লেজের সংখ্যা দুই। যা তৈরি হয়েছে মূলতঃ গ্যাস ও ধুলো দিয়ে এবার দূরে চলে গেলে কি ফের ৫০ হাজার বছর পরেই ফিরবে সি২০২২ ই৩? জেসিকা লি নামের এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী জানাচ্ছেন, আমাদের কাছে এমন হিসেব নেই যে এবার পৃথিবী পেরিয়ে গিয়ে কত দূর চলে যাবে ধূমকেতুটি। তবে এটা বলতেই পারে, আবারও যদি এটা ফিরে আসে সেটা অন্তত ৫০ হাজার বছরের আগে হবে না। খালি চোখেই কি দেখা যাবে? বিজ্ঞানীরা জানিয়েন, যাবে। তবে টেলিস্কোপেই ভাল দেখা যাবে। খালি চোখে দেখা গেলেও ততটা উজ্জ্বল ভাবে যাবে না। জানয়ারির দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত খেয়াল করলে আকাশে ওই সবুজ ধূমকেতুকে দেখা যাবে।

হালতেরিয়া জাতীয় জীবেরই এক প্রজাতি ভাইরাস খায়

ভাইরাস। শব্দটা শুনলেই যেন আতঙ্ক হয়। বিশেষত অতিমারীর কবলে পড়ার পর অদৃশ্য এই শত্রু কীভাবে গোটা পৃথিবীকে ঘরবন্দি করে দিতে পারে বিলক্ষণ জানা হয়ে গিয়েছে সভ্যতার। কিন্তু ভাবতে পারেন এমন 'দুর্ধর্ষ দুশমন'কে রীতিমতো জলখাবার করে ফেলতে পারে এমন জীবও এই পৃথিবীতেই রয়েছে। সম্প্রতি সন্ধান মিলেছে এমনই আণবিক জীবের। আমেরিকার নেবারস্কালিঙ্কন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন। বলাই বাহুল্য, এমন কোনও জীবের সন্ধান এই প্রথম মিলল। এরা হালতেরিয়া জাতীয় জীবেরই এক প্রজাতি। হালতেরিয়া হল আণুবীক্ষণিক সিলিয়া জাতীয় জীব যাদের দৌলতে গোটা বিশ্ব পরিস্কার জল পায়। গবেষকদের দাবি, এই জীবরাই নাকি অনায়াসেই খেয়ে ফেলতে পারে সংক্রামক ক্লোরোভাইরাসকে। এমনকী এও দেখা গিয়েছে, আর কিছু না খেয়ে স্রেফ ভাইরাস খেয়ে এদের শারীরিক বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের ক্ষমতা সবই যথাযথ থাকতে পারে। 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্র। গবেষকরা বলছেন, খাদ্যশৃঙ্খলে শীর্ষ ঘাতক হিসেবে ভাইরাসকেই রাখা হয়। কিন্তু অন্য ঘাতকদের মতো এহেন ভয়াবহ জীবকেও লাঞ্চ বা ডিনার করে ফেলার ক্ষমতা রাখে এই জীবরা। যা সত্যিই বিস্ময়কর। ওই গবেষণাপত্রের অন্যতম লেখক ডেলং বলছেন, একটি পুকুরে গবেষণা চালিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানে অন্য আদ্যপ্রাণীদের সঙ্গে ক্লোরোভাইরাসও রাখা হয়েছিল। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই তাদের সংখ্যা হু হু করে কমে যায়। দেখা যায়, খাবার না পেয়ে হালতেরিয়া ওই ভাইরাসদেরই গলাঃধকরণ করেছে। এই আবিস্কার ঘিরে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত বিজ্ঞানীরা। আপাতত তাঁরা চাইছেন ওই জীবদের নিয়ে আরও পরীক্ষা চালিয়ে যেতে। সেদিন বেগতিক দেখেই তারা ভাইরাসদের পেটে পুরেছিল, নাকি এটা তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পুনরুদ্ধার করে কম্পিউটারকে ফিরিয়ে দিয়েছে আরপিএফ

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ ১৪.০১.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৬.১৫ ঘটিকায়, কালীঘাট স্টেশনে একজন অনডিউটি আরপিএফ কর্মী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসার চেয়ারের কাছে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে, প্রায ১৭.৫০ টায়, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন এবং ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইবাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

গোরখপুর রেলস্টেশনে ইনস্টল করা হয়েছে কম্পিউটারাইজড ম্যানুয়াল ঘোষণা।

শিলচর-কলকাতা আরও ২৬ টি ট্রিপে চলবে উৎসব স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১৬ জানুয়ারি ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ০৫৬৩৯ / ০৫৬৪০ শিলচর-কলকাতা-শিলচর উৎসব স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা আরও ২৬টি ট্রিপের জন্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনটি ১৯ জানুয়ারি থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজও গঠনের সাথে নিজের পরিষেবা অব্যাহত রাখবে। অতিরিক্ত এই পরিষেবা যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে সাহায্য করবে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেসবার্তায় জানান, ০৫৬৩৯ শিলচর-কলকাতা উৎসব স্পেশাল ট্রেনটি ১৯ জানুয়ারি থেকে ১৩ জুলাই প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শিলচর থেকে ০৬.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৩.০০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৬৪০ কলকাতা-শিলচর উৎসব স্পেশাল ট্রেনটি ২০ জানুয়ারি থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার কলকাতা থেকে ১৫.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে রবিবার ০০.৩০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছাবে। তিনি জানান, এই ট্রেনের অব্যাহত পরিষেবা কলকাতাগামী অন্যান্য ট্রেনগুলির ওয়েটিংলিস্টের যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করবে। করিমগঞ্জ, ডিমাহাসাও জেলা ও লামডিং, হোজাই, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া, নিউআলিপুরদুয়ারের মতো অঞ্চলের মানুষরা নিশ্চিত টিকিটের সাথে নিজেদের যাত্রা আরামদায়কভাবে করতে সক্ষম হবেন। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন সব্যসাচী দে।

জোশীমঠের ঘটনায় এখনই হস্তক্ষেপ করতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট, আবেদনকারীকে হাইকোর্টে যেতে অনুমতি শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ জোশীমঠের ঘটনায় এখনই হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, ক্ষতিপূরণে সহায়তা এবং জোশীমঠের জনগণকে জরুরী ত্রাণ প্রদানের জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে এখনই ভাবছে না শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি জোশীমঠের ঘটনাটিকে 'জাতীয় বিপর্যয়' হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়ে আবেদনকারীকে উত্তরাখন্ড হাইকোর্টে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল পাহাড়ের কোলে ছোট্ট জনপদ জোশীমঠ। ১৯৩৯-এ প্রথম বার এই জনপদের ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ওঠে। তার পর কেটে গিয়েছে ৮৪ বছর। ছোট্ট জনপদ এখন রীতিমতো বড় শহর। কিন্তু, এই মুহূর্তে আতঙ্কের আর এক নাম জোশীমঠ! বাড়ি, হোটেল, রাস্তায় ফাটল ধরছে। গৃহহীন অসংখ্য মানুষ। এই নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা। গত ১০ জানুয়ারি জোশীমঠ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এরপর সোমবার শুনানি হয়। এদিন সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দিল, জোশীমঠের ঘটনায় এখনই হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না সুপ্রিম কোর্ট।

ঐতিহ্যবাহী লালকেল্লা খোলা ও বন্ধ হওয়ার সময় পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ দিল্লির অন্যতম ঐতিহাসিক ঐতিহ্য লালকেল্লা খোলার বিষয়ে সোমবার একটি নতুন আদেশ জারি করা হয়েছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের (এএসআই) পরিচালক এন কে পাঠকের জারি করা আদেশে বলা হয়েছে যে এখন থেকে লালকেল্লা দিল্লি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এরপর লালকেল্লা শুধুমাত্র সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো-এর জন্য দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এই বিষয়ে পাঠক এএসআই দিল্লিকে লালকেল্লার অনলাইন টিকিট বুকিং সংক্রান্ত পোর্টালে পুরানো টাইম টেবিলের সঙ্গে নতুন টাইম টেবিল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ২০১৯ সালে লাল কেল্লার ইতিহাসের সাথে আরও বেশি সংখ্যক লোককে আসার লক্ষ্যে রাত ৯ টার মধ্যে লাল কেল্লা খোলার আদেশ জারি করা হয়েছিল। এর পিছনে যুক্তি ছিল যে যারা সন্ধ্যায় অফিস থেকে বের হন তারাও লাল কেল্লা পরিদর্শন করতে পারেন, কিন্তু দেখা গেছে যে রাত ৯ টা পর্যন্ত লোকেরা লাল কেল্লা দেখতে আসছে না। এএসআই-এর জারি করা নতুন আদেশে, এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এখন সূর্যাস্তের পরে লাল কেল্লা দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।

দিল্লির শাকরপুরে বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে, দমকলের ৬টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির শাকারপুরের একটি বহুতলে। সোমবার ডিজিএইচসি বহুতলের পাঁচতলায় আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ৬টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। বহুতলটিতে কেউ আটকে রয়েছেন কি-না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। সরকারি বিল্ডিং হওয়ায় বেশ কিছু নথি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও কী কারণে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়, লিফ্‌ট কন্ট্রোল ও জেনারেটর রুম থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রবিবারই দিল্লির মুণ্ডেকা এলাকার একটি বহুতলে আগুন লাগে। ওই বহুতলটিতেই ২০২২ সালে আগুন লেগে ২২ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। যার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজধানীর পারদ নামল ১.৪ ডিগ্রিতে, হলুদ সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ আবার শৈত্যপ্রবাহ রাজধানী দিল্লিতে। তাপমাত্রার পারদ নামল ১.৪ ডিগ্রিতে। যা চলতি মরশুমের শীতলতম দিন বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামী এক সপ্তাহের জন্য দিল্লিতে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। দিল্লির পাশাপাশি এনসিআরেও শৈত্যপ্রবাহ চলবে। আগামী তিনদিন দিল্লি ও তার সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রার পারদ ২-৩ ডিগ্রি নেমে যেতে পারে। দিল্লি এনসিআরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে। কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ব্যাহত হয়েছে রেল পরিষেবা। ঘন কুয়াশার জেরে ব্যাহত হয়েছে বিমান পরিষেবাও। আইএমডির তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৬ ডিগ্রি নেমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি থাকলে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচেও যেতে পারে। দিল্লির পাশাপাশি শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড ও জম্মু-কাশ্মীরে।

বিচারপতি নিয়োগে অংশ নিতে চায় কেন্দ্রও! প্রধান বিচারপতিকে চিঠি রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রের সঙ্গে বিচারবিভাগের টানাপড়েনের মধ্যেই আরও এক বার দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি লিখলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এই চিঠিতে বলা হয়েছে, কলেজিয়াম ব্যবস্থায় কেন্দ্রের প্রতিনিধিকেও যুক্ত করা উচিত। দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এবং অন্যান্য উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেয় কলেজিয়াম। দেশের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের ৪ প্রবীণ বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হয় কলেজিয়াম। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় সরকারি প্রতিনিধিদেরও শামিল করতে হবে, এই মর্মেই চিঠি দিয়েছেন রিজিজু। তাঁর মতে, বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের অধিকার দিতে হবে সরকারের প্রতিনিধিদের। প্রসঙ্গত, কলোজিয়ামের পদ্ধতি মেনে যেভাবে বিচারপতি নিয়োগ করার প্রক্রিয়া চলে আসছে, তার বিরুদ্ধে একাধিকবার সরব হয়েছে বিজেপি সরকার। দীর্ঘদিন ধরেই বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে মতবিরোধ হচ্ছে কেন্দ্র ও সুপ্রিম কোর্টের। এহেন পরিস্থিতিতে রিজিজুর চিঠি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় সরকারি প্রতিনিধিদের শামিল করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। কীভাবে এই বিষয়টিকে কার্যকর করা যায়, তা নিয়ে একাধিক পরামর্শও দিয়েছেন রিজিজু। তাঁর যুক্তি, জনতার কাছে স্বচ্ছ থাকার কারণেই বিচারপতি নিয়োগের সময় জনপ্রতিনিধিদের মতামত নেওয়া উচিত। গত বছরই রিজিজু বলেছিলেন, ১৯৯১ সালের আগে সরকারের তরফেই সমস্ত বিচারক ও বিচারপতিদের নিয়োগ করা হত। পরবর্তীকালে কলোজিয়াম প্রথার প্রচলন হয়। এই ব্যবস্থার জেরে সংবিধানের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলেও জানিয়েছিলেন

রিজিজু। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর একাধিক মন্তব্যে সাফ বোঝা গিয়েছিল, বিচারপতি নিয়োগ কমিশনকে সম্ভবত বাতিল করে দেওয়া হবে। প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠির বিষয়ে রিজিজু বলেছেন, আগেও একাধিক চিঠি লেখা হয়েছে প্রধান বিচারপতিকে। এটা শুধু মাত্র তার ফলো আপ। ঠিক কী নিয়ে বিবাদ কেন্দ্র ও শীর্ষ আদালতের? আসলে বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে কেন্দ্র এবং শীর্ষ আদালতের মধ্যে কার্যত বিবাদের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনে বিচারপতি নিয়োগের যে পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, তাতে আপত্তি জানিয়ে প্রায় নিয়মিত কোনও না কোনও বয়ান দিচ্ছে কেন্দ্র। তাতে ইতিমধ্যেই আপত্তি জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের অভিযোগ, কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঢিলেমি করছে কেন্দ্র। বিচারবিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভূমিকা হতাশাজনক।

সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গেম চেঞ্জার হতে চলেছে অগ্নিপথ প্রকল্প ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অগ্নিবীরদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। ভার্চুয়ালি মিলিত হন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচের সঙ্গে এদিন মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, ছায়াযুদ্ধের নতুন ফ্রন্ট এবং সাইবার যুদ্ধের চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সৈনিকরা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তিনি বলেন, বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাই অগ্নিবীররা ভবিষ্যতে সশস্ত্র বাহিনীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, নতুন ভারত নতুন শক্তিতে পূর্ণ এবং সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকীকরণের পাশাপাশি আত্মনির্ভর করার প্রচেষ্টা চলছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী অগ্নিবীরদের এই পথ-ব্রেকিং অগ্নিপথ প্রকল্পের পথপ্রদর্শক হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণ অগ্নিবীররা সশস্ত্র বাহিনীকে আরও তরুণ এবং প্রযুক্তি জ্ঞানী করে তুলবে। অগ্নিবীরদের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের চেতনা সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতার প্রতিফলন যা সর্বদা দেশের পতাকাকে উদীয়মান রেখেছে।

ডাক উপাচার্যদের, থাকবেন রাজ্যপাল! আজ রাজভবনে

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গেই বৈঠকে বসতে চান রাজ্যের নয়া রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বৈঠকে বসার আগ্রহ আগেই প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যের নয়া রাজ্যপাল। এবার উচ্চশিক্ষা দফতরের আইন মেনেই উচ্চশিক্ষা দফতর মারফত উপাচার্যদের বৈঠকে ডাকলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। উচ্চশিক্ষা দফতর আগেই আইন সংশোধন করেছিল যে উপাচার্যদের সঙ্গে কোনও কথা বলতে গেলে উচ্চ শিক্ষা দফতর মারফত রাজভবনকে বলতে হবে। রাজ্যের দায়িত্বে এসে উচ্চশিক্ষা দফতরের সেই আইন মেনেই রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের ডাকলেন রাজ্যের নয়া রাজ্যপাল। ১৭ জানুয়ারি অর্থাৎ আজ সকাল ১১ টায় বৈঠকে উপস্থিত থাকতে ইতিমধ্যে উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে ই-মেইল করে সব উপাচার্যদের জানানো হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিবও। রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ও উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষমেশ সেই বৈঠকে না দেবার জন্য উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে উপাচার্যদের বারণ করে দেওয়া হয়েছিল। উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল আইন নামে নেই উপাচার্যদের সরাসরি চিঠি পাঠিয়ে ডাকছেন। তার জেরেই রাজ্য - রাজ্যপাল সংঘাত ও হয়। শুধু তাই নয়, রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপালের সঙ্গে উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়েও রাজভবনের সঙ্গে বারে বারে সংঘাতে জড়িয়েছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর তথা রাজ্য। তবে এবার উপাচার্যদের বৈঠকে ডাকা নিয়ে আইন মেনে চলায় রাজভবনের তরফে আর কোন বিতর্ক থাকছে না। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, উচ্চশিক্ষা দফতর মারফত ই-মেইল এসেছে বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য। অবশ্যই আমরা যাব। নিয়ম মেনেই তো বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজভবন সূত্রে খবর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে রাজ্যপাল পরিচিত হতে চাইবেন এই বৈঠকে। রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য নেই। সার্চ কমিটির মাধ্যমে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগের জন্য ফের তপরতা শুরু করেছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যে সার্চ কমিটি গঠনও হয়েছে। তবে এবার উপাচার্যদের বৈঠকে ডাকা নিয়ে আইন মেনে চলায় রাজভবনের তরফে আর কোন বিতর্ক থাকছে না। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, উচ্চশিক্ষা দফতর মারফত ই-মেইল এসেছে বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য। অবশ্যই আমরা যাব। নিয়ম মেনেই তো বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজভবন সূত্রে খবর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে রাজ্যপাল পরিচিত হতে চাইবেন এই বৈঠকে। রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য নেই।

প্রবল শীতে জবুথবু রাজস্থান, উদয়পুর ও বিকানের-এ ১৮ জানুয়ারি অবধি বন্ধ সমস্ত স্কুল

জয়পুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ নতুন করে ফের শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে রাজস্থানে। শীতের দাপটে জবুথবু অবস্থা রাজস্থানের সর্বত্রই। প্রবল এই শীতের কারণে রাজস্থানের উদয়পুর ও বিকানের-এ আগামী ১৮ জানুয়ারি অবধি বন্ধ থাকছে সমস্ত স্কুল। শীতের প্রকোপের জন্য উদয়পুরের সমস্ত স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১৮ জানুয়ারি অবধি স্কুল বন্ধ থাকবে। ১৯ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত বেসরকারি স্কুলগুলি সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টে পর্যন্ত খোলা থাকবে। সোমবারই হাড় কনকনে ঠান্ডায় কেঁপেছে রাজস্থানের প্রায় সমস্ত জেলা। সিকার থেকে চুরু, রাজস্থান থেকে বারমের, জয়পুর থেকে যোধপুর সর্বত্রই ছিল শৈত্যপ্রবাহ। এদিন রাজস্থানের আলওয়ারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পিলানিতে ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, চুরুতে মাইনাস ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সিকারে মাইনাস ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

Name Change

I, Deo Kishan Asopa and Deo Kishan Sharma, S/o Late Om Prakash Asopa residing at Premise no.3/4, Ramlal Mukherjee Lane,Po-Salkia, Ps-Golabari, Dist-Howrah, Pin-711106 WB India, is same and One identical person and not two different person vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/12/2022.

Name Change

I, Adila (Old Name) D/o Ekram Hossain residing at G-35, Bangla Basti road, Po & Ps-Garden Reach-700024, WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)Adila Hossain (New Name) vide an affidavit sworn before the 1st class metropolitan Magistrate at Kolkata on 02/05/2022. Adila and Adila Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Madan Hela (Old Name) S/o Nazir Hela residing at 242/2E/H/10,A.B.C. Road Kolkata-700004 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Madan Kumar Hela (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023.Madan Hela and Madan Kumar Hela both are same and one identical person.

Name Change

I, Shramana Bhattacharjee (Old Name) D/o Surojit Bhattacharjee residing at P6 Prince Anwar Shah Rd Lake Gardens,Lake Gardens,Kolkata,Lake Gardens, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Sramana Bhattacharjee (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023.Shramana Bhattacharjee and Sramana Bhattacharjee both are same and one identical person.

Name Change

I, Payal Ghosh (Old Name) W/o Nayan Ghosh residing at Bd-63,Samarpally, Krishnapur, North 24 Parganas, Pin-700102 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) Payel Ghosh (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/01/2023. Payal Ghosh and Payel Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

I,Mohammad Badruzzaman (Old Name) S/o Mohammad Kamruzzaman residing at Vill-Gorhaul Sharif, Po- Gorhaul Sharif, PS-Nanpur, Dist- Sitamarhi, Pin- 843318, Bihar, India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Badruzzaman (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023. Mohammad Badruzzaman and Badruzzaman both are same and one identical person.

Name Change

I,Zeba Khatoon (Old Name) W/o Badruzzaman residing at Vill-Gorhaul Sharif, Po- Gorhaul Sharif, PS-Nanpur, Dist-Sitamarhi, Pin- 843318, Bihar, India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) Zeba Badr (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023. Zeba Khatoon and Zeba Badr both are same and one identical person.

Name Change

I,Rajen Dcruze (Old Name) S/o Gopal Dcruze residing at 69/H/22, Debendra Chandra Dey Road, Po-Tangra, Kolkata-700015, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Augustin Rajen Dcruze (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023. Rajen Dcruze and Augustin Rajen Dcruze both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Fazlur Rahaman (Old Name) S/o Samsuddin Fazlur residing at VILL-SIMULIA P.O SIMULIA P.S HASNABAD, NORTH 24 PARGANAS PIN: 743426, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) FAZLUR RAHAMAN Sardar (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023. Mohammad Fazlur Rahaman and FAZLUR RAHAMAN Sardar both are same and one identical person.

Name Change

I, Pavan Kumar (Old Name) S/o Harishankar Paswan residing at 5,Tiljala Road, Po-Tiljala, Ps-Tiljala, Kolkata-700039 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Pawan Paswan (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023. Pavan Kumar and Pawan Paswan both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanjay Kumar Saha (Old Name) S/o Samarendra Nath Saha residing at Vill-Itlanaya Para, Po- Kalirhat, PS-Kotwali, Dist- Nadia, Pin-741102 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Sanjay Saha (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023. Sanjay Kumar Saha and Sanjay Saha Sardar both are same and one identical person.

মুখে মাফলার জড়ানো রাস্তায় গৃহশিক্ষকের দেহ

মৃত্যু ঘিরে রহস্য বাড়ছে কোতুলপুরে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ প্রত্যেক সন্ধ্যায় টিউশন পড়াতে যান। বাড়ি ফিরে ফের হাঁটতে বের হন। এটাই ছিল রুটিন। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। টিউশন পড়িয়ে ফিরে হাঁটতে গিয়েছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও না ফেরার পরিবারের সদস্যরা খোঁজ শুরু করেন। রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার হয় সেই গৃহশিক্ষকের দেহ। মৃতের নাম অঞ্জন রায় ওরফে দীপ। এলাকায় ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত দীপের এই রহস্যমৃত্যুতে রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছেন এলাকাবাসী পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর তালডাংরা আর বাসিন্দা অঞ্জন রায়ের কোতুলপুরের কোয়ালপাড়ায় দিদির বাড়ি রয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানা এলাকায়। সোমবার সকালে কোতুলপুর থানার খুনডাঙার কাছে পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন রাস্তার ধার থেকে ওই মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম অঞ্জন রায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের দাবি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষকের বাড়ি বাঁকুড়ার তালডাংরা এলাকায় হলেও পেশায় গৃহশিক্ষক অঞ্জন রায় বেশ কিছুদিন ধরে কোতুলপুরের গরু হাটতলা এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। অন্যান্য দিনের মতো রবিবার সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষকতা করে বাড়িতে ফিরে রাস্তায় হাঁটতে যান। গভীর রাত পর্যন্ত বাড়িতে তিনি ফিরে না আসায় অঞ্জনের জামাইবাবু এবং পাড়ার লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। রাতভর সন্ধান চালানোর পর সকালে প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন কোতুলপুরের অদূরে থাকা খুনডাঙ্গা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় যান। সেখানে গিয়ে দেখেন রাস্তার পাশে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে অঞ্জনের মৃতদেহ। মুখ মাফলারে শক্ত করে বাঁধা অবস্থায় ছিল বলে পরিবারের দাবি। পরিবারের সদস্যরা কোতুলপুর থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে তাদের প্রাথমিক অনুমান ওই গৃহশিক্ষককে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে, তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা অব্দি খুনের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। মৃতের আত্মীয় কৌশিক মুখোপাধ্যায় বলেন, গিয়ে দেখলাম রাস্তার ধারে অঞ্জনের মৃতদেহটি পড়ে রয়েছে অঞ্জনকে খুন করা হয়েছে। থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন তিনি। কিন্তু খুনের কারণ কী হতে পারে, তা নিয়ে তদন্তকারীদের কোনও ক্লু এখনও দিতে পারেননি। ওই গৃহশিক্ষকের কারোর সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ঘেরাও বনকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১৬ জানুয়ারি ঃ বনকর্মীদের সামনে পেয়ে তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন লাগাতার হাতির হামলার শিকার মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা বাজারের ব্যবসায়ী সহ স্থানীয়রা। সোমবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঘেরাওমুক্ত হন তাঁরা। জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে সংলগ্ন গরুমারা জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি বের হয়ে আসে মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা বাজারে। সেখানে রহিম বাদশার দোকানের টিনের বেড়া ভেঙে চাল, ডাল সহ যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য সাবাড় করে। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় হাতিটি ভোর নাগাদ ফের গরুমারা জঙ্গলে চলে যায়। গত বুধবার রাতেও একই দোকানে হামলা চালায় হাতি। খাবারের খোঁজে জনবহুল বাজার এলাকার মুদির দোকানে লাগাতার হামলা চালাচ্ছে বুনো হাতি। গত ছয়দিনে বাজারের একই দোকানে দু'বার হাতির হানার ঘটনা ঘটল। সোমবার সকালে ঘটনার তদন্তে খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে ও মূর্তি বিটের বনকর্মীরা এলাকায় গেলে তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ী সহ স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে আসেন গরুমারা নর্থের রেঞ্জার সুদীপ দে। আসেন পঞ্চায়েত সদস্য বাপন রায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঘেরাওমুক্ত হন তাঁরা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী রহিম বাদশার বক্তব্য, দু'দিনে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। বন দপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। রেঞ্জার সুদীপ দে জানান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আবেদন জানালে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

গঙ্গা সাগর মেলা এখন প্রায় হয়ে গেছে পিসি ভাইপোর মেলা। সুজন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্য ও জেলাস্তরে শাসক ও বিরোধী দলগুলি কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে। সোমবার নদীয়ার নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হল সিপিএম নবদ্বীপ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলছে তার বিরুদ্ধে, বিজেপি ও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে বিরোধী দলের উপর আক্রমন নামিয়ে আনছে তারই প্রতিবাদে এদিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপ পৌরসভার এলানিয়া শিবতলা এলাকায় সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এক বিক্ষোভ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। ওই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজ্য নেতা সুজন চক্রবর্তী, সহ জেলার একাধিক নেতৃত্ব ও পার্টির নবদ্বীপ এরিয়া কমিটির সম্পাদক বেচুগোপাল সিংহ রায়, ও কর্মী-সমর্থকবৃন্দ। সেখানেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, গঙ্গা সাগর মেলা এখন প্রায় হয়ে গেছে পিসি ভাইপোর মেলা। বাইরে থেকে যারা আসবেন তাদেরকে দেখানোর চেষ্টা বাংলায় উনিই একা বাঘ। পাশাপাশি গঙ্গা সাগর মেলা ও তৃণমূল-বিজেপির গঙ্গা আরতি সহ বিভিন্ন কর্মসূচিকে তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, গঙ্গা আরতি বাংলার মা-বোনেরা এমনিতেই করেন, নতুন করে তৃণমূল-বিজেপি রাজনীতি করতে এমন দু'লক্ষ লেগে পড়েছে। আসলে গঙ্গা সাগর মেলার আসল ভিত্তি, ঐতিহ্য তাকেই কলুষিত করেছে।

Office of the Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat
Gaighata, North 24PGS

E Tender Id Published on **16.01.2023**
1) 2023_ZPHD_446811_1, 2)2023_ZPHD_446811_2, 3) 2023_ZPHD_446811_3, 4) 2023_ZPHD_446811_4, 5) 2023_ZPHD_446904_1, 6) 2023_ZPHD_446904_2, 7) 2023_ZPHD_446904_3, 8)2023_ZPHD_446904_4, 9) 2023_ZPHD_446904_5, 10) 2023_ZPHD_447006_1. Bid submission start date-**16.01.2023 at 10.30AM.** Last date of Bid submission-**27.01.2023 at 11.00 AM.** Of Ichhapur I GP, Block -Gaighata, North 24PGS. For details please visit **http://www.wbtenders.gov.in/.**

Sd/- Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat

Office of The
Uluberia-II Panchayat Samity
Rajapur : Karatberia : Uluberia : Howrah

e-tender is invited by the E.O. on behalf of Uluberia-II Panchayat Samity for the work published in the website **http://wbtender.gov.in, Ref:-NIeT. No. HWZP/ULU-II/PS/NIeT-08/2022-23 & 09/2022-23,** Document download start from **13.01.23, 18.00hr. to 20.01.23, 18.00hr,** Bid submission end on **20.01.23, 18.00hr. & Ref:- NIeT. No. HWZP/ULU-II/PS/NIeT-10/2022-23 & 11/2022-23,** Document download start from **16.01.23, 18.00hr. to 24.01.23, 18.00hr.** Bid submission end on **24.01.23, 18.00hr.**

Sd/- Executive Officer
Uluberia-II Panchayet Samiti

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

HWH-373/2022-23

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনের ৫৮টি যাত্রীবাহী স্পেশাল ট্রেনের ৬৩টি এসএলআর বগিতে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

HWH-372/2022-23

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

HWH-374/2022-23

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

হাম ও রুবেলার ভ্যাকসিন নিয়ে অসুস্থ ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ হাম ও রুবেলার ভ্যাকসিন নিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক ছাত্রী। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে। অনন্যা সরকার (১৩) নামে শ্যামধনজোত এলাকার ওই ছাত্রীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টা থেকে খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসির শ্যামধনজোত উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হাম ও রুবেলার ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়। বাকি পড়ুয়াদের মতো অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী অনন্যাও ভ্যাকসিন নেওয়ার পর ৩০ মিনিট স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যবেক্ষণে ছিল। পরে সে স্কুল মাঠে খেলাধুলাও করে। জানা গিয়েছে, মিড-ডে মিল খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে অনন্যা। তড়িঘড়ি আশপাশের লোকজন তাকে বাতাসি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অনন্যাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক। ছাত্রীটির পরিবারের দাবি, সকালে খাওয়া দাওয়া করে স্কুল গিয়েছিল অনন্যা। পরে তাদের কাছে খবর আসে মেয়ে অসুস্থ হওয়ায় তাকে বাতাসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, হাসপাতালে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিল না। শ্যামধনজোত উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন দাস জানান, বাড়ি ফেরার সময় ওই ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে স্বাস্থ্যকর্মী ও এক শিক্ষক তাকে বাতাসি হাসপাতালে নিয়ে যান। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল অসুস্থ ছাত্রীটির চিকিৎসা শুরু করেছেন। আপাতত তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

২২তম বর্ষ নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য বইমেলা

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৬ জানুয়ারি ঃ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে নদীয়ার নবদ্বীপে সোমবার বিকালে সূচনা হল ২২তম শ্রীচৈতন্য বই মেলা। মেলা কমিটির স্মরণিকা প্রকাশ করে মেলার উদ্বোধন করেন বিখ্যাত সাহিত্যিক নলিনি বেরা। ফিতে কাটেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা প্রেসক্লাবের সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের অছি পরিষদের সম্পাদক কুশল চৌধুরী, নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা সহ অনেকেই। সোমবার বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ নবদ্বীপের উডবার্ন রোড তাঁত কাপড় হাট ভবনের সামনে থেকে বের হয়েছিল ২২তম শ্রী চৈতন্য বইমেলার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রা বেলা প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ দি নবদ্বীপ অ্যাথলেটিক ক্লাবের মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। মেলাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা এবং বইমেলা কমিটির পতাকা উত্তোলন করেন নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা। এরপর বিধায়ক শ্রীচৈতন্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের অছি পরিষদের সম্পাদক কুশল চৌধুরী। ছিল নৃত্যানুষ্ঠান। নবদ্বীপ পুরসভার উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ বইমেলা শ্রীচৈতন্য বইমেলা কমিটির পরিচালনায় ২২ তম শ্রীচৈতন্য বইমেলায় এবার নামিদামি ৪০টি বইয়ের স্টল রয়েছে।

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার একই বাড়ির তিন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৬ জানুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা গুপ্তিপাড়ার পাঠ মহল মীরডাঙ্গা এলাকায় সোমবার একটি বাড়ি থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার একই পরিবারের তিনজন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাদের কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। অসুস্থরা হলেন জনার্দন সরকার, তার স্ত্রী গীতা সরকার এবং তার মেয়ে প্রতিমা সরকার। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে জনার্দন বাবুর বাড়িতে তাদের দুই গুরু বোন এসেছিল। তারা জনার্দন বাবুর পরিবারকে প্রসাদ হিসাবে কিছু খাবারও খেতে দেয়। এরপরই তারা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাদের পরনের ও লকারের গহনা গাটি নিয়ে ওই দু'জন চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। সোমবার বেলা হয়ে গেলেও তারা দরজা খুলছে না দেখে, তাদের অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনদের খবর দেওয়া হয়। আত্মীয়রা এসে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তবে ওই পরিবারের কত মূল্যের কি কি জিনিসপত্র খোয়া গেছে তা ওই তিনজন অসুস্থ থাকার জন্য স্পষ্ট কিছু ধারনা পাওয়া যায় নি।

NIT, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1.Name of Work: "Provision for temporary high speed internet service for the programm to be attended by VVIPs in connection with "Observance of Republic Day" on 26th January, 2023 at Red Road, Kolkata. (Primary internet Feed) **[Job No: KIT/RW/185 of 22-23]". e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-097/T/22-23. Tender ID: 2023_WBPWD_447275_1.** Bid Submission Closing : **23.01.2023 up to 12.00 PM.** 2.Name of Work: "Provision for temporary high speed internet service for the programm to be attended by VVIPs in connection with "Observance of Republic Day" on 26th January, 2023 at Red Road, Kolkata. (Secondary internet Feed) **[Job No: KIT/RW/186 of 22-23]". e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-098/T/22-23. Tender ID: 2023_WBPWD_447282_1.** Bid Submission Closing : **23.01.2023 up to 12.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

বিচ্ছেদে সম্মতি সৌমিত্র ও সুজাতার

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ সম্মতি বিচ্ছেদ মামলায় বাঁকুড়া জেলা আদালতে হাজির হলেন সাংসদ সৌমিত্র ও তাঁর স্ত্রী সুজাতা। এর আগে দু'জনেই পৃথক পৃথক ভাবে আদালতে হাজির হয়ে মিউচুয়াল ডিভোর্সের মামলা দায়ের করেন। সোমবার প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দু'জনের উপস্থিতিতে চলে শুনানি। বাঁকুড়া জেলা আদালতের দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে এদিন তাদের মিউচুয়াল ডিভোর্সের শুনানি হয়। সুজাতা খাঁ জানিয়েছেন, এই ডিভোর্সের মামলায় তাঁর কোনও দাবি দাওয়া নেই। বিষয়টি বিচারাধীন। আদালত চাইলে দ্রুত এই মামলার নিস্পত্তি হবে। সৌমিত্র খাঁ বিষয়টিকে 'ব্যক্তিগত বিষয়' বলে এড়িয়ে যান। তাঁর আইনজীবী জানান, মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তির জন্য আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল। আজ তারই শুনানি হয়েছে। আদালত দু'পক্ষের কাছেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে জানতে চান। এদিন দু'পক্ষই ডিভোর্সের ব্যাপারে আদালতের কাছে তাঁদের সম্মতির কথা জানিয়েছেন। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ২০১৬ সালের ১লা জুলাই সুজাতা মণ্ডলকে বিয়ে করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, স্ত্রী সুজাতার প্রচারে ভর করেই ওই লোকসভা নির্বাচনে ভোট বৈতরনী পার করেন সৌমিত্র। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর কিছুদিন পর থেকেই উভয়ের মধ্যে শুরু হয় সম্পর্কের টানাপোড়েন। স্বামীকে ছেড়ে পৃথক থাকতে শুরু করেন সুজাতা। পরে ২০২০-র ডিসেম্বরে তৃণমূলে যোগ দেন সুজাতা। ওইদিনই সংবাদমাধ্যমে সুজাতার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা জানান সৌমিত্র। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সৌমিত্র স্ত্রীর সঙ্গে পাকাপাকিভাবে সম্পর্ক ছেদের জন্য ডিভোর্স মামলা দায়ের করেন। সেই মামলারই অঙ্গ হিসাবে সোমবার মিউচুয়াল ডিভোর্সের শুনানি হল। এদিন লাল পাড় সাদা শাড়ি, চোখে সানগ্লাস আর কপালে এক খানা বড় টিপ পরে আদালতে আসেন সৌমিত্রর স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল। আদালত থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমরা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা ও আদালতকে সম্মান করি। আদালতের তরফে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, তাই এখানে আসা। দু'পক্ষের আইনজীবিদের উপস্থিতিতেই বিচারক কথা বলেছেন। একই সঙ্গে ডিভোর্স নিয়ে তাঁর কি কোন 'ডিমাণ্ড' আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সুজাতা বলেন, 'আই হ্যাভ নো ডিমাণ্ড'।

BGVB
BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK
A GOVT. ENTERPRISE

দক্ষিণ ২৪ পরগনা রিজিওনাল অফিস স্নেহদীপ অ্যাপার্টমেন্ট,
গড়িয়া স্টেশন রোড, বালিয়া নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৮৪
E-mail : bgvbsouth@gmail.com ফোন নং. ০৩৩-২৪৩২-৯৪৭৫ / ৯৪৭২

অধীন ধারা ১৩(২) সারফেশি আইন, ২০২২

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে উল্লেখিত গ্রাহকগন (গ্রাহক) এবং (সহ-গ্রাহক) নিম্নে উল্লেখিত গ্রাহকগন ব্যর্থ হয়েছেন বকেয়া পরিশোধ করতে মূলরাশি এবং সুদ যে ঋণ/ সুবিধা নিয়েছেন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এবং ঋণ খাতা প্রদর্শিত হয়েছে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে। বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে তাহাদের অধীন ১৩(২) নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন ২০০২ তাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়, কিন্তু সেগুলি ফেরত এসেছে এবং উল্লেখিত গ্রাহক ও জামিনদার জ্ঞাত করানো হচ্ছে এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ মাধ্যমে।

ক্র. নং.	শাখা নোটিস জারির তারিখ এনপিএ তারিখ	অ্যাকাউন্ট নাম/ গ্রাহক/ ও ঠিকানা	সুবিধার ধরণ এবং নাম/ এবং বকেয়া রাশি	সম্পত্তির বিবরণ যাহা বন্ধকী রয়েছে সম্পত্তি মালিক দ্বারা
১	**খাকুড়দহ শাখা ২৮-১২-২০২২ ০৫-০৩-২০১১**	**১. মে. বাপি সু হাউস, মালিক-সফি আহমেদ গাজি,** গ্রাম-মোদেরাত, মুসলমান পাড়া (পশ্চিম), পোস্ট-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৪ (গ্রাহক)। **২. সফি আহমেদ গাজি (মালিক মে. বাপি সু হাউস) ,** পিতা- মাহমুদ গাজি, গ্রাম-মোদেরাত, মুসলমান পাড়া (পশ্চিম), পোস্ট-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৪ (গ্রাহক)। **৩. মাহমুদ গাজি,** গ্রাম-মোদেরাত, মুসলমান পাড়া (পশ্চিম), পোস্ট-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৪ (জামিনদার)। **৪. জয়নাব বিবি,** পিতা-মাহমুদ গাজি, গ্রাম-মোদেরাত, মুসলমান পাড়া (পশ্চিম), পোস্ট-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৪ (জামিনদার) ।	**লোন অ্যাকা. নং. ৫২৯৭২১০০০০০১৮ টাকা. ৫,৬৭,৩৯৪.০০ (টাকা পাঁচ লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশত চুরানব্বই মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ৩১-০৮-২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আন-বুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক খরচ ইত্যাদি ০১-০৯-২০২১ থেকে লাগু।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি ও বাড়ি প্লট নং.৭৭৮১ (পুরানো) ৭৭৮১/১৬৫৭৬ (হাল), খতিয়ান নং. ৪৮৩০ (পুরানো), ৮৫৮৭ (হাল), জেএল নং. ৩১, এলাকা ১১ ডেসিমেল, মৌজা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মাহমুদ গাজির নামে, গ্রাম-মোদেরাত, মুসলিম পাড়া (পশ্চিম), পোস্ট-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৪ (জামিনদার) এবং জয়নাব বিলি, পিতা-মাহমদু গাজি, গ্রাম-মোদেরাত, মুসলিম পাড়া (পশ্চিম), পোস্ট-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৪ (জামিনদার)
২	**খাকুড়দহ শাখা ২৮-১২-২০২২ ১৭-০৫-২০১৬**	**১. শিব কালী বিল্ডার্স, মালিক ঃ মলয় চক্রবর্তী,** গ্রাম-গোচারণ, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)। **২. মলয় চক্রবর্তী (মালিক-শিব কালী বিল্ডার্স) ,** পিতা-শিব কালী চক্রবর্তী, গ্রাম-গোচারণ, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (গ্রাহক)। **৩. তাপস কুমার চক্রবর্তী,** পিতা-শিবকালী চক্রবর্তী, গ্রাম-গোচারণ, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (জামিনদার)। **৪. বিপ্লব চক্রবর্তী,** পিতা-শিবকালী চক্রবর্তী, গ্রাম-গোচারণ, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (জামিনদার) ।	**লোন অ্যাকা. নং. ৫২৯৭২১০০০০০৪০ টাকা. ১১,৪০,৩৫০.০০ (টাকা এগারো লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ৩১-০৮-২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আন-বুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক খরচ ইত্যাদি ০১-০৯-২০২১ থেকে লাগু।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি ও বাড়ি প্লট নং.৭৯৪, খতিয়ান নং. ১৩৭/ ৫২৫, জেএল নং. ০১, এলাকা ৪ ডেসিমেল, মৌজা-নারায়ণীতলা, থানা-জয়নগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২, তাপস কুমার চক্রবর্তীর নামে, পিতা-শিব কালী চক্রবর্তী, গ্রাম-গাচারণ, পোস্ট-গোচারণ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭২ (জামিনদার)।
৩	**গনিপুর শাখা ০৪-০১-২০২৩ ১৯-০৮-২০১৪**	**১. তরফদার ড্রেসেস, মালিক ঃ মহ. খোকন আলি দরফদার,** গ্রাম ও পোস্ট-রসপুঞ্জ, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১০৪ (গ্রাহক)। **২. মহ. খোকন আলি তরফদার (মালিক তরফদার ড্রেসেস) ,** পিতা- মহ. আনোয়ার আলি তরফদার, গ্রাম ও পোস্ট-রসপুঞ্জ, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১০৪ (গ্রাহক)। **৩. প্রদীপ সরকার,** পিতা-সত্য নারায়ণ সরকার, পি-৩২, ঠাকুরপুর রোড, কলকাতা-৭০০০৬৩ (জামিনদার)। **৪. তিমির বরণ পাঁজা,** পিতা-ফিলিপ পাঁজা, ৪৫/ ৪, ঠাকুরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৬৩ (জামিনদার) । **৫. মহ. আনোয়ার আলি তরফদার,** পিতা- রসিদ তরফদার, গ্রাম ও পোস্ট-রসপুঞ্জ, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১০৪ (জামিনদার)।	**লোন অ্যাকা. নং. ৫১৮৩২৫০০০০০১১ টাকা. ১৮,০৫,৭৩১.০০ (টাকা আঠারো লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশত একত্রিশ মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ৩১-০৮-২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আন-বুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক খরচ ইত্যাদি ০১-০৯-২০২১ থেকে লাগু।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি ও বাড়ি প্লট নং.১৮৭৩ ও ১৮৭৫, খতিয়ান নং. ৬৬৪, জেএল নং. ১৫, তৌজি নং. ৩৫১, এলাকা ঃ ৩৮ শতক, ডিড নং. ৪১৭, মৌজা-রসপুঞ্জ, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মহ. আলি তরফদারের নামে, পিতা-প্রয়াত রসিদ তরফদার, গ্রাম ও পোস্ট-রসপুঞ্জ, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১০৪ (জামিনদার)।
৪	**সরশুনা শাখা ২৯-১২-২০২২ ১৯-০৯-২০১৫**	**১. পাল ট্রেডার্স, মালিক ঃ মানিক পাল,** ৫৭, ব্যানার্জি পাড়া বাই লেন, কলকাতা-৭০০০৬১ (গ্রাহক)। **২. মানিক পাল (মালিক পাল ট্রেডার্স),** পিতা- নারায়ণ চন্দ্র পাল, ৫৭, ব্যানার্জি পাড়া বাই লেন, কলকাতা-৭০০০৬১ (গ্রাহক)। **৩. সেফালি রানী দাস,** স্বামী নগেন্দ্র দাস, ৪৮/ ১ সরশুনা মেন রোড, সরকারহাট, কলকাতা-৭০০০৬১ (জামিনদার) ।	**লোন অ্যাকা. নং. ৫৫৪৮২৫০০০০০১৮ টাকা. ৪২,৬৮,৫৬৬.০০ (টাকা বিয়াল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার পাঁচশত ছেষট্টি মাত্র) (সুদ হিসাব হয়েছে ৩১-০৮-২০২১ পর্যন্ত)** সঙ্গে আন-বুকড সুদ, আনুষ্ঠানিক খরচ ইত্যাদি ০১-০৯-২০২১ থেকে লাগু।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি ও বাড়ি যার প্রিমিসেস নং. ৫৭, প্লট নং. ১৭৬, খতিয়ান নং. ২২৩, জেএল নং. ১৬, এলাকা ৩ কাঠা, মৌজা ঃ দক্ষিণ বেহালা, ব্লক ঃ মহেশতলা, থানা ঃ ঠাকুরপুকুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সেফালি রানি দাসের নামে, স্বামী নগেন্দ্র দাস,৪৮/ ১ সরশুনা মেন রোড, সরকারহাট, কলকাতা-৭০০০৬১ (জামিনদার) ।

তারিখ ঃ ১৭.০১.২০২৩
স্থান ঃ গড়িয়া, কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক, বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক
২৪ পরগনা দক্ষিণ রিজিওনাল অফিস

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর শাখা, কোড নং ঃ ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/ ১৬, ভি.আই.পি. রোড, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৫৪

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

স্বীকৃত আধিকারিকের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সন্তোষ কুমার, **e-mail ID : sbi.15342@sbi.co.in** মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭১৪২৬৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (দেখুন বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

তারিখ ও সময় ই-নিলামের ঃ তারিখ ঃ ০১.০২.২০২৩

সময় ঃ ১২০ মিনিট সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সীমাহীন বর্ধিত ৫ মিনিট সময় প্রতি দরের ক্ষেত্রে।

দর-পূর্ব ইএমডি জমার শেষ তারিখ ঃ ''আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারবেন দর-পূর্ব ইএমডি এমএসটিসি-তে ই-নিলাম বন্ধের পূর্বে। দর-পূর্ব ইএমডি জমার ক্রেডিট দরদাতারা পাবেন এমএসটিসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মূল্যপ্রাপ্তির পর এবং ওই তথ্য ই-নিলাম ওয়েবসাইটে আপডেট হওয়ার পর। ব্যাঙ্কের পদ্ধতির জন্য এই ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং দরদাতাদের নিজেদের আগ্রহ হেতু, পরামর্শ দেওয়া যায় দর-পূর্ব ইএমডি রাশি জমা করতে আগে থেকে শেষ মুহূর্তের সমস্যা থেকে বিরত থাকতে।''

এতদ্বারা জনস্বার্থে এবং বিশেষভাগে গ্রাহক এবং জামিনদারদের সূচিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী/ দায়বদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে, যার শারিরীক অধিগ্রহণ করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক, সুরক্ষিত ঋণদাতা, যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে রয়েছে'', ''যেমন রয়েছে'', এবং ''সেখানে যাকিছু রয়েছে''** ভিত্তিতে **০১.০২.২০২৩ তারিখে পুণরুদ্ধার করতে টাকা. ১৪,৭৬, ৪৪০.০০ গত ১৬.০১.২০২৩ তারিখে** সঙ্গে পরবর্তী সুদ যা বকেয়া রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে শ্রী কমল নাথ ও শ্রী বিমল নাথ (অ্যাকা. নং. ৩৬৫৭৩৫১৯০১৭(এইচবিএল) ও অ্যাকা. নং. ৩৬৫৭৩৬১৬২২৬(সুরক্ষা)। সংরক্ষিত মূল্য হবে **টাকা. ১৬,৬৫,০০০.০০,** বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) করতে হবে **টাকা. ১,৬৬,৫০০.০০ এবং বর্ধিত দর হবে টাকা. ১০,০০০.০০।**

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দায় সহ)

সমস্ত অংশ বসবসাসের ফ্ল্যাট যার নং. ''সি-৪'' পরিমাপ সুপার বিল্ট এলাকা এলাকার প্রায় ৭৯০ বর্গফুট কম বা বেশি চতুর্থ ফ্লোরে যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, দুটি বাথরুম, একটি কিচেন, একটি ব্যালকনি সঙ্গে কমন সিঁড়ি চতুর্থ ফ্লোরে 'সি' ব্লকে উল্লেখিত ''সূর্য অ্যাপার্টমেন্টস'' আবাসনে সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অবিভাজ্য মালিকানার অংশ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ প্রায় ৪৫.৯৩ ডেসিমেল, যা হল ২৭ কাঠা ১৩ ছটাক এবং ১৫ ভর্গফুট বা কিছু কম বেশি চারতলা আবাসন বিভিন্ন ব্লকে যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-খড়দহ, জেএল নং. ২, হোল্ডিং নং. ১১৮/৮৩, তৌজি নং. ১৪৫, ২৯৯৮, ১৫০৫, আর.এস. দাগ নং. ২৪৯৬, ২৪৯৭ এখন এলআর দাগ নং. ২৪৯৬ / ৩৮৭৩, ৩৮৬৯ অধীন এলআর খতিয়ান নং. ৮৩০, পোস্ট- বি.ডি. সোপান, থানা-খড়দহ, পিন-৭০০১১৭, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, খড়দহ পৌরসভা এলাকাধীন, রেজিস্টার দলিল নং. ১-১৮২৬ সাল ২০১৭ তারিখ ০২.০৩.২০১৭, রেজিস্টার রয়েছে বুক নং.১, সিডি ভলিউম নং. ১৯০৪-২০১৭, পাতা ৭২৮৫৫ থেকে ৭২৯১১ রেজিস্টার রয়েছে অ্যাডিশনাল রেজিস্টার অফ অ্যাসুরেন্স-৪, কলকাতা।

মালিক ঃ শ্রী কমল নাথ ও শ্রী বিমল নাথ।
অধিগ্রহণের ধরণ ঃ শারিরীক।

পরিদর্শনের তারিখ ঃ ২৫.০১.২০২৩

বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, জানতে দয়াকরে দেখুন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত লিংক, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট - **www.sbi.co.in** ও ই-নিলাম পরিচালনার প্রক্রিয়া জানতে দয়াকরে দেখুন মে. এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিংক ঃ **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp**

তারিখ ঃ ১৭.০১.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
এসবিআই, আরএসিপিসি, বিধাননগর

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

1. **Notice Inviting Tender No. 44/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_446487, Date: 11.01.2023**
2. **Notice Inviting Tender No. 45/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_446475, Date: 11.01.2023**
3. **Notice Inviting Tender No. 46/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_446476, Date: 11.01.2023**
4. **Notice Inviting Tender No. 47/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_446479, Date: 11.01.2023**
5. **Notice Inviting Tender No. 48/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_446482, Date: 11.01.2023**
6. **Notice Inviting Tender No. 49/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_446484, Date: 11.01.2023**

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 15 th FC Tied. Time of completion: 45 Days. Date of Start of downloading the documents from **16.01.2023 at 1.30PM upto 27.01.2023 at 17.55 P.M.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **30.01.2023 up to 1.15 P.M.** Date of Opening of Technical Bid (Online) on **01.02.2023 at 1.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat
Under Jangipara Block

Chanditala Gram Panchayat
Village: Kalachara. PO & PS: Chanditala. Dist: Hooghly. West Bengal.

E-Tender are invited by the Pradhan of Chanditala Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block,Chanditala ,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work **Sl No 1 :- NIT no-14/CGP dt 17.01.2023, e-Tender ID:- 2023_ZPHD_447270, Publish Date-17.01.2023 10AM,** Name of The Work- CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD FROM BHANU BHOWMICK TO MANSA BEDI AT SANSAD V, Fund - 15 TH FC;Estimated Amount-Rs. 305494. **Sl No 2 :-NIT no-15/CGP dt 17.01.2023, e-Tender ID-2023_ZPHD_447271, Publish Date-17.01.2023 10AM,** Name of The Work-CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD FROM PMGSY ROAD TO BORALPARA VIA MUKUNDA SANTRA AT SANSAD VII, Fund – 15TH FC, Estimated Amount-Rs.199437. **Sl No 3 :- NIT no-16/CGP dt 17.01.2023, e-Tender ID-2023_ZPHD_447273, Publish Date-17.01.2023 10AM,** Name of The Work- CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD FROM PMGSY ROAD TO HO AMAR GHOSH VIA MITRIBARI AT SANSAD VIII, Fund – 15 TH FC ;Estimated Amount- Rs.319663. **Sl No 4 :- NIT no-17/CGP dt 17.01.2023, e-Tender ID- 2023_ZPHD_447276, Publish Date-17.01.2023 10AM,** Name of The Work-CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD FROM LAKSHMIKANTA GHOSH TO P GHOSH HOUSE AT SANSAD II, Fund – 15 TH FC ;Estimated Amount-Rs.256918. Sl No **5 :- NIT no-18/CGP dt 17.01.2023, e-Tender ID- 2023_ZPHD_447277, Publish Date-17.01.2023 10AM,** Name of The Work- CONSTRUCTION OF CONCRETE DRAIN FROM HO BABLU BHOWMICK TO SANAT SAMANTA VIA AMRA SOBAI CLUB AT SN IV, Fund – 15 TH FC ;Estimated Amount-Rs. 347119. **Sl No 6 :- NIT no-19/CGP dt 17.01.2023, e-Tender ID- 2023_ZPHD_447278, Publish Date-17.01.2023 10AM,** Name of The Work-CONSTRUCTION OF CONCRETE DRAIN WITH CULVERT FROM MANSATALA TO D GHOSH VIA P MONDAL TO A MONDAL AT IV, Fund – 15 TH FC ;Estimated Amount-Rs. 344342. **Sl No 7 :- NIT no-20/CGP dt 17.01.2023, e-Tender ID- 2023_ZPHD_447279, Publish Date-17.01.2023 10AM,** Name of The Work- CONSTRUCTION OF CONCRETE DRAIN FROM KUMARPARA TO CHANDANGA MORE AT SANSAD IX, Fund – 15 TH FC ;Estimated Amount-Rs. 341349. Completion Time-30 days .Last date of Online Submission of technical & Financial BID upto:-**24.01.2023, 10.00AM.** Date of Open-**27.01.2023 at 1.00 PM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উদ্যোগে ভলিবল টুর্নামেন্ট, ছিলেন বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জানুয়ারিঃ থানার উদ্যোগে ভলিবল টুর্নামেন্ট। উপস্থিত এলাকার বিধাযক্ তথা রাজ্যের মন্ত্রী। খেলাকে কেন্দ্র করে তুমুল উৎসাহ ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের মধ্যে। পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ বাড়াতেই এই উদ্যোগ। উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন মন্ত্রী। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত রাঙাইপুর গ্রামে মালদা জেলা পুলিশের নির্দেশে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পরিচালনায় একটি আয়োজন করার জন্য তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশকে। হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজীমুল হোসেন বলেন, ‘‘হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উদ্যোগে এই টুর্নামেন্টে আজ খেলা দেখতে এসেছিলাম। খুব ভালো উদ্যোগ। যে কোনো ধরনের খেলা মানুষের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ায়। মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও খেলাধুলার খুব প্রয়োজন। আশা করবো ভবিষ্যতে এই ধরনের আরো টুর্নামেন্ট

ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্ট উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, হরিশ্চন্দ্রপুর পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী আফজাল হোসেন, অঞ্চল সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত ছিলেন পুলিশের পদাধিকারীরা। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে এলাকারই মোট ১৪টি দল। তার মধ্যে পুলিশেরও একটি দল ছিল। হাড্ডাহাড্ডি খেলা হয় প্রত্যেক দলের মধ্যে। প্রথমে গ্রুপ পর্ব এবং পরবর্তীতে নক আউটের মাধ্যমে ফাইনালে উঠে বর্ণাহী ফতেপুর এবং ভবানীপুর। একটি রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের শেষে জয়ী হয় বর্ণাহী ফতেপুর। চাম্পিয়ন এবং রানার্সআপ টিমের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। খেলাকে কেন্দ্র করে তুমুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের মধ্যে। এই ধরনের টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে।’’ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, ‘‘সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সংযোগ বাড়াতে আমাদের এই উদ্যোগ। আমাদের এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রি সহ আরো গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের লক্ষ্য যুব সমাজকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করা। সাধারণ জনমনে অনেক সময় পুলিশকে নিয়ে একটা ভীতি কাজ করে। এই ধরনের কার্যক্রম সাধারণ মানুষকে পুলিশদের সঙ্গে একাত্ম হতে অনেকটা সাহায্য করে। সাথে এই ধরনের টুর্নামেন্টের মাধ্যমে যুব সমাজের কাছে একটা ভালো বার্তা যায়।’’ এমনিতেই বর্তমানে মুঠোফোনের যুগে মাঠে খেলাধুলায় ছেলেদের উৎসাহ কমে যাচ্ছে। সেই আবহে প্রশাসনিক উদ্যোগে এই ধরনের টুর্নামেন্ট সামাজিক বার্তার দিক থেকে যথেষ্ট অর্থবহ।

বাজিমাত আম্বানির সংস্থার

৯৫১ কোটিতে কিনল মেয়েদের আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব!

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারিঃ ২০২৩ সালের মার্চ মাসে মেয়েদের আইপিএল আয়োজনের জোরদার প্রস্তুতি চলছে। সেই লক্ষ্যে প্রথম ধাপ পার করল বিসিসিআই। ৯৫১ কোটি টাকায় ভায়াকম ১৮ আদায় করল মেয়েদের আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব। আগামী ৫ বছরের জন্য মেয়েদের আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব থাকবে ভায়াকম ১৮-এর হাতে। এর অর্থ হল, ম্যাচ প্রতি ৭.০৯ কোটি টাকা ব্যয় করবে সংস্থাটি। সোমবার বিসিসিআই সচিব জয় শাহ টুইট করে এই খবর দিয়েছেন। মিডিয়া রাইটসের অকশনে অংশ নিয়েছিল ডিজনি হটস্টার এবং সোনি। শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করে যায় মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সংস্থা। গতবছরের শুরুর দিকে ভায়াকম ১৮ রেকর্ড ২৩, ৭৫৮ কোটি টাকায় ভারতীয় উপমহাদেশে আইপিএলের ডিজিটাল স্বত্ব বাগিয়ে নিয়েছিল। এরপর অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রিটেনেও আইপিএল সম্প্রচারের

ডিজিটাল স্বত্ব ছিনিয়ে নেয়। এ বার মেয়েদের আইপিএলেও ঝাঁপিয়ে পড়ল মুকেশ আম্বানির সংস্থা। ২০২৩ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আইপিএলের সম্প্রচারের অধিকার থাকবে। জানিয়েছেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন বিসিসিআই সচিব। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘এটি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ক্ষমতায়নের জন্য একটি বড় এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ। এই টুর্নামেন্টে সব বয়সের মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। মহিলাদের ক্রিকেটে নতুন ভোরের সূচনা।’ শোনা যাচ্ছে, প্রথম সংস্করণে মোট ২২টি ম্যাচ খেলা হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে বসবে নিলামের আসর। সেসবের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনারশিপ টেন্ডার খুলবে ২৫ জানুয়ারি। মেয়েদের আইপিএলের প্রথম সংস্করণে মিতালি রাজের অংশগ্রহণের জোর সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। গতবছর দেশের জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন মিতালি। বর্তমানে ধারাভাষ্যে ব্যস্ত তিনি। দেশের মহিলা ক্রিকেটের মুখ মিতালি এর অংশ হলে টুর্নামেন্টের জনপ্রিয়তা যে কয়েকগুণ বেড়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

শ্বেতা-শেফালির দাপট, বিরাট জয় ভারতের

বেনোনি, ১৬ জানুয়ারিঃ অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের ধারা অব্যাহত। পর পর দুটো ম্যাচে বিশাল ব্যবধানে জিতল শেফালি ভার্মার ভারত। প্রথম ম্যাচে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে জিতেছিল উইমেন্স ইন ব্লু। এ বার দ্বিতীয় ম্যাচে ১২২ রানের বিরাট ব্যবধানে জিতল ভারত। চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত প্রথম দল, যারা ২০০-র বেশি রান স্কোরবোর্ডে তুলেছিল। টসে জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অধিনায়ক তীর্থা সতীশ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২১৯ রান তোলেন শ্বেতারা। ২২০ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৯৭ রানে থেমে যায় আমিরশাহি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম বিধ্বংসী ব্যাটার ভারতের শেফালি ভার্মা। ভারতীয় ওপেনার যে কোনও বোলারের কাছেই ত্রাস, তা বার বার প্রমাণ করে চলেছেন। উদ্বোধনী মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে শেফালি ভার্মার নেতৃত্বে পর পর দুটো ম্যাচে জিতল ভারত। টসে হেরে আজ প্রথমে ব্যাট করতে হয়েছিল ভারতকে। ব্যাটিং সহায়ক বেনোনির পিচে অধিনায়ক শেফালি ভার্মা ও সহ-অধিনায়ক শ্বেতা শেরাওয়াতয়ের বিধ্বংসী জুটি কার্যত আমিরশাহির কাছে ত্রাস হয়ে উঠেছিল। শুরু থেকেই আমিরশাহির বোলারদের পিটিয়েছেন

শ্বেতা-শেফালিরা। নবম ওভারে এসে ভারত অধিনায়ক শেফালির উইকেট তুলে নেন ইন্দুজা নন্দকুমার। ৩৪ বলে ৭৮ রান করার পথে শেফালির ব্যাট থেকে আসে ১২টি চার ও ৪টি ছয়। তিন নম্বরে নামা বাংলার রিচা ঘোষ এক রানের জন্য হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। শেফালি ফিরলে প্রথমে রিচা ও পরে গোঙ্গাড়ি তৃষার সঙ্গে জুটি বাঁধেন শ্বেতা। তৃষা ১১ রান করে শেষ ওভারে উইকেট দিয়ে বসেন। তবে শেষ অবধি ক্রিজে ছিলেন শেফালির ডেপুটি। ৪৯ বলে ৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে যান শ্বেতা। পরপর দুই ম্যাচে (প্রথম ম্যাচে ৯২) অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়েছেন শ্বেতা। শ্বেতা-শেফালির পাওয়ার হিটিংয়ের ফলে আমিরশাহির সামনে ২২০ রানের পাহাড়প্রমাণ টার্গেট ঝুলিয়ে দেয় ভারত। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা তাঁদের কাজ করে যাওয়ার পর, বোলাররাও গুছিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমিরশাহির ইনিংসের প্রথম ওভারেই ধাক্কা দেন শবনম। ওপেনার তীর্থা সতীশকে (১৬) ফেরান শবনম। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে ভারতকে দ্বিতীয় সাফল্য এনে দেন তিতাস সান্ধু। তিনি তুলে নেন সামাইরা ধরনীধরকার (৯) উইকেট। তিতাস-মন্নত-শেফালিরা ক্রমাগত চাপ তৈরি করতে থাকেন আমিরশাহির ব্যাটারদের ওপর। হাতখুলে খেলতেই পারেননি আমিরশাহির ক্রিকেটাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৯৭ রান তোলে তীর্থা সতীশের দল। ভারতের ক্রিকেটারদের ব্যাটে যেখানে চার-ছয়ের ফুলঝুরি দেখা গিয়েছে, সেখানে আমিরশাহির ক্রিকেটাররা মাত্র ৬টি চার ও ২টি ছয় মেরেছেন।

লক্ষ্য ২৩তম গ্র্যান্ড স্লাম

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জয়ী নাদাল

মেলবোর্ন, ১৬ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরুর আগে শেষ সাতটি ম্যাচে ছয়টিতেই হার! আশঙ্কার দোলাচলে ভুগছিলেন রাফায়েল নাদালের সমর্থকরা। কিন্তু ২২ বারের গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী খুব ভালোমতোই জানেন, মেজর টুর্নামেন্টে কীভাবে জ্বলে উঠতে হয়। সোমবার, ২০২৩ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সূচনায় কোর্টে নামেন নাদাল। প্রতিপক্ষ ব্রিটেনের অবাছাই জ্যাক ড্র্যাপার। চার সেটের ম্যাচ ৭-৫, ২-৬, ৬-৪, ৬-১ ব্যবধানে জিতলেন। দ্বিতীয় সেট হারলেও হাঁটুর বয়সী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিততে বেশি বেগ পেতে হল না। দিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রেখেছেন স্প্যানিশ টেনিস মায়েস্ত্রো। প্রথম সেট জিতে যান ৭-৫ ব্যবধানে। মেলবোর্নের দর্শকদের চমকে দিয়ে দ্বিতীয় সেটে রাফাকে উড়িয়ে দেন জ্যাক। ২৩তম গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ক্যামব্যাকের গল্পটা ভালোমতোই লিখতে জানেন। তৃতীয় সেট ৬-৪ ব্যবধানে জিতে নেন। চতুর্থ তথা ফাইনাল সেটে জ্যাককে দাঁড়াতেই দেননি। ৬-১ ব্যবধানে চতুর্থ সেট জিতে নিয়ে পরের রাউন্ডে পা রাখলেন নাদাল। পায়ের চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে ছিটকে গিয়েছেন কার্লোস আলকারেজ। এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক

একটি সেট হারলেও অভিজ্ঞতার জেরে সহজে ম্যাচ বের করে নিলেন। অবিশ্বাস্যভাবে র‍্যাঙ্কিংয়ে উপরের দিকে উঠে আসছেন ব্রিটেনের ২১ বছরের টেনিস খেলোয়াড় জ্যাক ড্র্যাপার। ২১-এর তারুণ্যের সঙ্গে ৩৭-এর অভিজ্ঞতার লড়াই ছিল। ম্যাচের আগে প্রথম রাউন্ডের প্রতিপক্ষকে নিয়ে প্রশংসায় ভেসেছিলেন নাদাল। প্রথম ম্যাচটাই চ্যালেঞ্জ বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। অবশ্য মেলবোর্ন পার্কে কোর্টে নামার পর পরিচিত ছন্দেই দেখা গেল নাদালকে। টেনিস বিশ্বের আগাম ভবিষ্যৎ হিসেবে ধরা হচ্ছে ড্র্যাপারকে। তাঁর স্বপ্ন ধুলোয় মিশিয়ে নম্বরে থাকা আলকারেজের অনুপস্থিতিতে প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই এখন নাদাল। গতবছরের অক্টোবর মাসে পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছেন নাদাল। ইতিমধ্যেই বিখ্যাত বাবার সঙ্গে টেনিস ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছে একরত্তি। সাড়ে তিন মাসের রাফা জুনিয়রকে নিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলতে এসেছেন নাদাল। প্রথম রাউন্ডে জয়ের পর সঞ্চালকের প্রশ্ন ছিল, নতুন ভূমিকায় নিজেকে কেমন লাগছে? হাসিমুখে নাদালের উত্তর, পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর বিষয়গুলির মধ্যে একটি। দ্বিতীয় রাউন্ডে নাদালের প্রতিপক্ষ আমেরিকার ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ড।

রেনের মাঠে আবারও হারতে হল পিএসজিকে

রেনে, ১৬ জানুয়ারিঃ রেনের মাঠে ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া পিএসজি লিগ ওয়ানে রবিবার রাতে হেরেছে ১-০ গোলে। লিগে সবশেষ তিন ম্যাচের মধ্যে দুটি হারল ক্রিস্তফ গালতিয়ের দল। মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তাদের হার এই দুটিই। রেনের মাঠে লিগে এই নিয়ে সবশেষ চার ম্যাচের তিনটিতে হারের তেতো স্বাদ পেল প্যারিসের দলটি, অন্যটি ড্র। লিওনেল মেসি ও নেইমারকে শুরুর একাদশে রাখলেও ছুটি কাটিয়ে ফেরা কিলিয়ান এমবাপেকে বেঞ্চে রাখেন পিএসজি কোচ। বিরতির পর মাঠে নেমে দলকে ম্যাচে ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ হারান ফরাসি তারকা। জানলুইজি দোন্নারুম্মা দারুণ কয়েকটি সেভ না করলে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। ২০তম মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শট নিতে পারে পিএসজি। বক্সের সামনে থেকে মেসির বাঁ পায়ের সেই শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। ২৮তম মিনিটে দোন্নারুম্মার দৃঢ়তায় বেঁচে যায় সফরকারীরা। কাছ থেকে কালিমুন্দোর জোরাল ভলি ফিরিয়ে দেন এই ইতালিয়ান গোলরক্ষক। ৩৮তম মিনিটে প্রায় ২০ গজ দূর থেকে লভরো মাইয়ের

শটও ঝাঁপিয়ে ঠেকান তিনি। বিরতির আগে ভালো একটি সুযোগ তৈরি করে পিএসজি। বক্সের ভেতর মেসির প্রচেষ্টা প্রতিহত হয় রক্ষণে। প্রথমার্ধে আয়োজক গোলরক্ষকের কোনো পরীক্ষা তারা নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দানিলো পেরেইরার জোরাল হেড ফিরিয়ে দেন রেনের গোলরক্ষক। যদিও গোল মিলত না, অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান। ৫৬তম মিনিটে জোড়া পরিবর্তন আনেন গালতিয়ে। উগো একিতিকে ও নর্দি মুকিয়েলের জায়গায় নামান এমবাপে ও আশরাফ হাকিমিকে। দুই মিনিট পর আরেকবার পিএসজির ত্রাতা দোন্নারুম্মা। মাইয়ের ফ্রি-কিক ঝাঁপিয়ে ঠেকান তিনি। ৬৫তম মিনিটে তিনি আর পারেননি। বাঁ দিকের বাইলাইনের কাছাকাছি থেকে সতীর্থের কাট-ব্যাকে বাঁ পায়ের শটে রেনকে এগিয়ে নেন হামারি ত্রাওরে। পাঁচ মিনিট পর সুযোগ নষ্ট করেন এমবাপে। মেসির উঁচু করে বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে পা।নে তিনি। সামনে একমাত্র বাধা গোলরক্ষক, কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে উড়িয়ে মারেন তরুণ ফরোয়ার্ড। ৮২তম মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে হুয়ান বের্নাতের জোরাল শটে বল এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান রেনের গোলরক্ষক। ম্যাচে লক্ষ্যে পিএসজি একমাত্র শট এটিই। পুরো ম্যাচে গোলের জন্য পিএসজির সমান ৮টি শট নিয়ে ৬টিই লক্ষ্যে রাখে রেন। এই পরিসংখ্যানেই ফুটে উঠেছে দুই দলের পার্থক্য। ১৯ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে পিএসজি। সমান ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লঁস। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে তিনে মার্সেই। সমান ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে মোনাকো চারে ও রেন পাঁচ নম্বরে আছে।

ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনে জাদেজাকে পাশ করতে হবে ‘রঞ্জি টেস্ট’

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারিঃ ক্রিকেট মাঠে ফিরছেন রবীন্দ্র জাদেজা। চোট সারিয়ে দীর্ঘদিন পর বাইশ গজে দেখা যাবে ভারতীয় দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহাতি অলরাউন্ডারকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজে প্রথম দুটি ম্যাচের দলে জাড্ডু রয়েছেন। তবে ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই তিনি সুযোগ পাবেন বলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। তাই নিজেকে ফিট প্রমাণ করতে মাঠে নেমে পড়ছেন রবীন্দ্র জাদেজা। ভারতীয় জার্সিতে কামব্যাকে মরিয়া জাড্ডু ঘরোয়া ক্রিকেটে নামছেন রঞ্জি ট্রফিতে। সৌরাষ্ট্রের হয়ে মাঠে নামবেন রবীন্দ্র জাদেজা। ২৪ তারিখ থেকে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে জাড্ডুর খেলার কথা। মঙ্গলবার থেকে অন্ধ্রর বিরুদ্ধে সৌরাষ্ট্রের ম্যাচ থাকলেও সেখানে খেলবেন না জাদেজা। আপাতত এনসিএতে চলছে অনুশীলন। চব্বিশ তারিখ থেকে চেন্নাইয়ে রঞ্জি ম্যাচে নামবেন তিনি। নির্বাচকরা সেই ম্যাচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোটের কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকা জাদেজা ৩-৪ দিন ধরে খেলতে পারছেন কি না, কতটা ফিট হয়েছেন কিংবা দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং-বোলিং করতে পারছেন কি না সেদিকে নজর থাকবে নির্বাচকদের। এশিয়া কাপের সময় চোট পেয়েছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। তবে সেই চোট খেলতে গিয়ে নয়, সমুদ্রে

স্কি করতে গিয়ে চোট পান। সেই সময় সমালোচনাও হয় মাঠের বাইরে চোট পাওয়ার ইস্যুতে। চোট পাওয়ার পর অস্ত্রোপচার হয় রবীন্দ্র জাদেজার। তারপর রিহ্যাব শুরু হয়। চলতি সপ্তাহের শুরু থেকেই বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে পুরোদমে ব্যাটিং বোলিং শুরু করেছেন জাদেজা। আরো ছয়-সাত দিন অনুশীলনের পর রঞ্জিতে নামবেন বাঁ হাতি অলরাউন্ডার। রঞ্জিতে ফিটনেসে পাশ করতে পারলেই ভারতীয় দলের জন্য দরজা খুলবে। কারণ বছরের শুরুতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে এবার থেকে ভারতীয় দলের সুযোগ পাওয়ার জন্য ইয়ো-ইয়ো টেস্ট ও ডেক্সা টেস্টে পাশ করতেই হবে।

রিয়ালকে উড়িয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতল বার্সা

শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে মাঠে নেমে নিজেদের হারিয়ে খুঁজল রিয়াল মাদ্রিদ। রক্ষণ ও মাঝমাঠে বিক্ষিপ্ত প্রতিপক্ষের ওপর পুরোটা সময় আধিপত্য ধরে রেখে স্প্যানিশ সুপার কাপ ঘরে তুলল বার্সেলোনা।

রিয়াধ, ১৬ জানুয়ারিঃ রিয়াধে কিং ফাহাদ স্টেডিয়ামে রবিবার ফাইনালে ৩-১ গোলে জিতেছে কাতালান ক্লাবটি। তাদের জয়ের নায়ক গাভি একটি গোল করার পাশাপাশি রবের্ত লেভানদফস্কি ও পেদ্রির গোলেও অবদান রাখেন। ২০২১ সালের নভেম্বরে তখনকার ছন্নছাড়া বার্সেলোনার ডাগআউটে যোগ দেন জাভি। দায়িত্ব নিয়েই দারুণ কিছুর ইঙ্গিত দেন তিনি। তার ছায়ায় ঘুরে দাঁড়ানো দল মরসুমে কোনো শিরোপা না জিতলেও লা লিগা শেষ করে দুইয়ে থেকে। খেলোয়াড় হিসেবে কাতালান দলটিকে অনেক সাফল্য উপহার দেওয়া প্রাক্তন তারকা এই মিডফিল্ডার এবার পেলেন এখানে কোচ হিসেবে প্রথম ট্রফির স্বাদ। ম্যাচের পুরোটা সময় দ্বিতীয় সেরা দল হয়েই ছিল রিয়াল। কখনোই তেমন কোনো সম্ভাবনা জাগাতে পারেনি তারা। চোট শঙ্কা কাটিয়ে মাঠে নামা করিম বেনজেমা একেবারে শেষ মুহুর্তে করেন সান্ত্বনাসূচক গোলটি। স্প্যানিশ সুপার কাপের রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার এটি ১৪তম শিরোপা। তবে চার দলের নতুন আঙ্গিকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতাটি প্রথম জিতল তারা। শুরু থেকেই চাপ বাড়ানো বার্সেলোনা ম্যাচে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় একাদশ মিনিটে। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের বাড়ানো ক্রসে রবের্ত লেভানদফস্কি লাফিয়ে কোনোমতে মাথা ছোঁয়ালেও বল লক্ষ্যে থাকেনি। পরের মিনিটে থিবো কোর্তোয়ার নৈপুণ্যে বেঁচে যায় রিয়াল। এবার লেভানদফস্কির নিচু শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক, বল তার হাতে লেগে পোস্টে বাধা পায়। কয়েক মিনিটের চাপ সামলে অষ্টাদশ মিনিটে আক্রমণ শাণায় রিয়াল। তবে ছয় গজ বক্সের সামনে বল পেয়ে হেড লক্ষ্যে

রাখতে পারেননি বেনজেমা। এরপর আবারও কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা। প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগে ৩৩তম মিনিটে গোল আদায় করে নেয় বার্সেলোনা। নিজেদের সীমানায় সতীর্থ কামাভিঙ্গাকে দুর্বল পাস দিয়ে প্রথম ভুলটা করেন আন্টোনিও রুডিগার, তরুণ ফরাসি মিডফিল্ডারও পারেননি যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিতে। হারিয়ে ফেলেন বল। সতীর্থের পা ঘুরে লেভানদফস্কি বাড়ান বক্সে এবং বল ধরে নিখুঁত শটে কোর্তোয়াকে পরাস্ত করেন গাভি। প্রায় এক বছরের মধ্যে বার্সেলোনার হয়ে প্রথম গোল করলেন গাভি। আগেরটি করেছিলেন ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। ৪৫তম মিনিটে দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে ব্যবধান দ্বিগুণ করে বার্সেলোনা। মাঝমাঠ থেকে ফ্রেংকি ডি ইয়ং অসাধারণ থ্রু পাসে সুর বেঁধে দেন আর বল ধরে দারুণ গতিতে বক্সে ঢুকে পড়েন গাভি। এরপর সুযোগ বুঝে ডান দিকে বাড়ান পাস, ফাঁকায় বল পেয়ে আলতো শটে ঠিকানা খুঁজে নেন লেভানদফস্কি। ক্লাসিকোয় পোলিশ ফরোয়ার্ডের এটা প্রথম গোল। আর এই প্রতিযোগিতায় টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন তিনি গত সপ্তাহে সেমি-ফাইনালে রিয়াল বেতিসের জালে দলের প্রথম গোলটি করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে দারুণ একটা সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি উসমান দেম্বেলে। প্রতি-আক্রমণে আলেহান্দ্রো বালদের পাস ফাঁকায় পেয়ে জোরাল শট নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড, পা দিয়ে ঠেকান কোর্তোয়া। রিয়াল তৃতীয় গোলটিও হজম করে নিজেদের সীমানায় বল হারিয়ে। প্রতিপক্ষের থেকে বল কেড়ে নিয়ে বাঁ দিকে গাভিকে পাস দেন লেভানদফস্কি। আর তরুণ সতীর্থের পাস অন্যপাশে পেয়ে অনায়াসে জালে পাঠান পেদ্রি। বার্সেলোনার বর্তমানের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দুই খেলোয়াড় গাভি ও পেদ্রি এই প্রথম একইসঙ্গে একই ম্যাচে গোলের দেখা পেলেন। ৮০তম মিনিটে ম্যাচে প্রথম কঠিন কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হনে বার্সেলোনা গোলরক্ষক। রদ্রিগোর দূর থেকে নেওয়া শট দারুণ নৈপুণ্যে ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। চার মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান কমান বেনজেমা। বক্সে তার প্রথম শট প্রতিহত হওয়ার পর ফিরতি বল নিচু শটে জালে পাঠান ফরাসি তারকা। তবে সময় ফুরিয়ে যাওয়ায় এই গোলে রিয়ালের উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো কিছু ছিল না। এর পরপরই শেষের বাঁশি বাজান রেফারি, এক মরসুমের অপেক্ষা শেষে আবারও শিরোপা জয়ের উল্লাসে মাসে বার্সেলোনা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501